অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

নিবেদন

১. পবিত্র দেহ-মনে ও পবিত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে অযু করে সম্মানের সঙ্গে এ গ্রন্থ পড়বেন—অপবিত্র দেহে কখনই এটি স্পর্শ করবেন না।

২. অনুবাদের সঙ্গে আরাবী ভাষার মূল কুরআন শারীফ থাকলে ভাল হত। আমরা আরাবী কুরআন শারীফ অনুবাদের সঙ্গে দিতে পারিনি, দিলে গ্রন্থের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়—মূল্যও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, অনেক ক্ষেত্রে তা সাধারণ ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এ ছাড়া আমরা আশা করি প্রত্যেক মুসলমানের ঘরেই আরাবী কুরআন শারীফ বিদ্যমান। এ সব দিক বিবেচনা করে কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় মূল অনুবাদ প্রকাশ করা হল। অনুবাদে কোথাও কোনরূপ সন্দেহ, সংশয় বা প্রশ্ন দেখা দিলে অবশ্যই মূল কুরআন শারীফের সঙ্গে তা তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে দেখে নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্ভরযোগ্য তফসীর বা ভাষ্যেরও সাহায্য নিতে হবে।

৩. কুরআন শারীফের বিচ্ছিন্ন কোন একটি আয়াত বা বাক্য নিয়ে কেউ যেন কোনরূপ মতবাদ সৃষ্টি না করেন। সাধারণত একটি আয়াত অন্য আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একটি আয়াতের পরিপূর্ণ অর্থ উপলব্ধির জন্য প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আয়াতের সাহায্য অপরিহার্য। অন্যথায় ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যার অবকাশ থেকে যায়।

বঙ্গানুবাদ

কুরআন শারীফ

মূল আরাবী থেকে প্রয়োজনীয় টীকা সহ ৩০ পারা কুরআন শারীফের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ

মাওলানা মোবারক করীম জওহর

ই. এস. (দেওবান্দ); এফ. এম. (কলকাতা); এম. টি. এইচ. (দিল্লী); আদীব-ই মাহের (আলিগড়); এফ. এ. লিট্. (ইউ. পি.)

হরফ প্রকাশনী

এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলকাতা ঃ ৭০০ ০০৭

Banganubad Quran Sharif.
A lucid translation of The
Holy Quran in Bengali language with relevant footnotes
by Maulana Mobarak Karim Jawhar

প্রথম প্রকাশ ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
পরিমার্জিত সংস্করণ ৭ জানুয়ারী ২০০৫
পুণর্মুদ্রণ : জুন ২০১৯
প্রকাশক
মূনীর বিন আবদুল আযীয
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬, ১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ (দ্বিতল)
বর্ণপরিচয় বুক মল ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৭
মুদ্রক
স্বদেশী প্রিন্টিং ওয়ার্কস। ৫৮বি লোয়ার রেঞ্জ ॥ কলকাতা-১৯

বাঁধাই
স্ট্যান্ডার্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কস ॥ ১৪৪ সি. আর. এ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০০৭

পেপারব্যাক : ১৫০.০০
হার্ডকভার : ১৭০.০০

প্রকাশকের নিবেদন

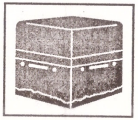
আলহামদুলিল্লাহ্! সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকএকমাত্র আল্লাহ্র প্রাপ্য। আজ পবিত্র কুরআন শারীফের বঙ্গানুবাদ (পরিমার্জিত ও নতুন টীকা সম্বলিত তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হল। এই শুভমুহূর্তে যে চারজনের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ছে তাঁরা হলেন আমার মারহুম আব্বাজান আবদুল আযীয আল-আমান যাঁর তত্ত্বাবধানে এই বঙ্গানুবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় সেই সুদূর ১৯৭৪ সালে; এই পবিত্রতম গ্রন্থটির অনুবাদক মাওলানা মোবারক করীম জওহর সাহেব যিনি বহু প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও, নিজের পারিবারিক জীবন বিপন্নপ্রায় করেও একনিষ্ঠ ভাবে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে পালন করেন। আর যে দুজনের কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে, দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের কারও নাম আমার স্মরণে নেই অথচ যাঁদের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় মহান আল্লাহ্পাক এই পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের তাওফিক আমায় দিয়েছেন। এঁরা দুজনেই বহু পরিশ্রম করে আমাকে একটি করে 'ERROR LIST' পাঠিয়েছিলেন; ছোট খাটো মুদ্রণ প্রমাদ যা এর আগের সংস্করণে ছিল সেগুলিকে উল্লেখ করে। এঁদের প্রেরিত সেই চিঠি পড়েই আমি এই পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হই। কিন্তু প্রেস বিভাগের কর্মীরা তাঁদের দেওয়া সেই চিঠি হারিয়ে ফেলে এবং পরে আর তা খুঁজে পাওয়া যায়নি। মহান আল্লাহ্পাক এই দুজনকেই তাঁদের কষ্টার্জিত মেহনতের জন্য জাযা খায়ের (উত্তম প্রতিদান) দিন! আমীন!

এই সংস্করণটিকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করে প্রকাশের প্রয়াসে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনরকম ক্রটি করিনি। তা সত্ত্বেও সুধী পাঠকেরা যদি কোথাও কোন প্রকার মুদ্রণ প্রমাদ লক্ষ্য করেন, দয়া করে আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা ঠিক করে দেব ইনশাআল্লাহ্। পরিশেষে এই পবিত্রতম গ্রন্থটির প্রোডাক্শানের সাথে যাঁরাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুকরিয়া। মহান আল্লাহ্পাক আমাদের সকলের আন্তরিক প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

— দুআপ্রার্থী
মূনীর বিন আবদুল আযীয

কলকাতা ● ২৮ রমযান ১৪২৫ ● ২৬ কার্তিক ১৪১১ ● ১২ নভেম্বর ২০০৪

সূচীপত্র



পারার নাম

সাজদা বিধান

গ্রন্থজগতে পবিত্র কুরআন শারীফই একমাত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ পড়া ও শোনার সময়ে সাজদা আদায় করা প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্-রাসূলের হুকুম ও শরীয়তের বিধান হচ্ছে এই। পবিত্র কুরআন নিজে তিলাওয়াত করা কিংবা শোনার সময়ে যদি সাজদার স্থান এস পড়ে তবে সাজদায় গিয়ে বলতে হয় ঃ 'সামিয়েনা ওয়া তায়ানা গুফ্‌রানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর' অর্থাৎ 'আমরা শুনলাম, আমরা মেনে নিলাম; ক্ষমা তোমারই ইয়া রাব্বানা! আর তোমার দিকেই তো শেষ আশ্রয়।'

ভূমিকা

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

কুরআন শারীফ ঃ আল্লাহ্‌র বাণীর সংকলন গ্রন্থ। এ কোন মানুষের রচনা নয়— স্বয়ং আল্লাহ্‌ই এ গ্রন্থের রচয়িতা। হাযরাত জিব্‌রীল (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট হতে বাণী নিয়ে শেষ নাবী হাযরাত মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট তা পৌঁছে দিতেন। হাযরাত মুহাম্মাদের (সা) বয়স যখন চল্লিশ বছর সাত মাস, মাক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতের গুহায় তিনি ধ্যানমগ্ন। ছশো দশ খ্রীষ্টাব্দের আঠাশে জুলাই মোতাবেক ১৭ই রামাযান সোমবারে প্রথম বাণী তিনি প্রাপ্ত হন।

সর্বপ্রথম বাণী সূরা আ'লাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত বা বাক্য এবং সর্বশেষ আয়াত সুরা নিসার শেষ আয়াত, মতান্তরে সূরা মায়েদার ৩নং আয়াত। কুরআন শারীফের প্রথম সূরা ফাতিহা এবং সর্বশেষ সূরা তাওবা (বারাত), মতান্তরে নাস্বর।

হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) ইন্তেকালের নয় দিন পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ তিন রবিউল আউয়াল একাদশ হিজরীর সোমবার পর্যন্ত) আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ লাভ করতে থাকেন।

আল্লাহ্‌র ওহী বা প্রত্যাদেশ বাণীর সমষ্টিকে কুরআন শারীফ বলা হয়। কুরআন শারীফের মোট সূরার সংখ্যা ১১৪টি, মোট রুকু ৫৫৮টি, মোট আয়াত বা বাক্যের সংখ্যা ৬৬৬৬টি। সমগ্র কুরআন শারীফ ৩০টি পারা বা সিপারায় (খণ্ডে) বিভক্ত। এতে ৭টি মঞ্জিল আছে।

সূরা ঃ কুরআন শারীফে সুরার সংখ্যা ১১৪টি—এর মধ্যে ১১৩টি সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ্' আছে, কেবল সূরা তাওবার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ্' নেই। বিসমিল্লাহ্‌র অর্থ ঃ "অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)।" আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ দূত হাযরাত জিব্‌রীল (আঃ) হাযরাত মুহাম্মাদ (সা)-কে কুরআন শারীফ পাঠের সময় 'আউজ্বোবিল্লাহ্' ও 'বিসমিল্লাহ্' পড়ার নির্দেশ দান করেন। আউজ্বোবিল্লাহ্‌র অর্থ ঃ "আমি বিতাড়িত শাইতান (কুমন্ত্রণাকারী) হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।

সমগ্র কুরআনের সূরাগুলি দুটি নামে পরিচিত। 'মাক্কী' ও 'মাদানী'। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ (ভাষ্যকারগণ) হাযরাত মুহাম্মাদের (সা) হিজরাতের (মাক্কা ত্যাগ করে মদীনায় আগমণের) পূর্বে যে সূরাগুলি অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলি 'মাক্কী' এবং হিজরাতের পর অবতীর্ণ সূরাগুলি 'মাদানী' নামে অভিহিত করেছেন। কুরআন শারীফ-এর মোট ১১৪টি সূরার মধ্যে ৮৬টি মাদানী ও ২৮টি মাক্কী সূরা। আয়তন অনুযায়ী সূরাগুলি আবার চার ভাগে বিভক্ত; যথা ঃ ১। 'ত্বেওওয়াল'—কুরআন শারীফের সুদীর্ঘ সূরাগুলিকে 'ত্বেওওয়াল' বলে—এরূপ সূরার সংখ্যা সাতটি। ২। 'মিয়ীন'—কমবশী ১০০ আয়াত (বাক্য) বিশিষ্ট সূরাগুলি এই বিভাগের অন্তর্ভক্ত। ৩। 'মাসানী'—যে সকল সূরায় আয়াতের সংখ্যা একশোর কম সেগুলি মাসানী নামে অভিহিত। ৪। 'মুফাস্‌স্বালাত'—সর্বাপেক্ষা ছোট আয়তনের সূরাগুলিকে মুফাস্‌স্বালাত বলা হয়।

আয়াত ঃ কুরআন শারীফের এক একটি পূর্ণ বাক্যকে আয়াত বলে। বলা বাহুল্য কোন আয়াত আয়তনে ক্ষুদ্র এবং কোনটি সুদীর্ঘ। মোট আয়াতের সংখ্যা ৬৬৬৬টি। কোন কোন

নীতি অনুসরণ করে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করব, কিভাবে আমরা দান-খায়রাত করব, কিভাবে আমরা আমাদের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করব, কিভাবে অপরাধীদের সাজা দেব, দাম্পত্য-জীবন কেমন হবে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে, কে কতটুকু অংশ পাবে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের ব্যবহার কেমন হবে, মৃত্যু কি, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা কি হবে, কবর, কবর সংক্রান্ত ব্যাপারের বর্ণনা ইত্যাদি ইত্যাদি। পার্থিব এবং পারলৌকিক জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই যার উল্লেখ এবং সমাধান কুরআন শারীফে নেই। পৃথিবীর কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত এমন বিস্তৃত এবং বিশাল পটভূমিকায় লিখিত হয়নি। ভাবতে অবাক লাগে এমন একটি সুসম্পূর্ণ সংবিধান হাতে থাকতে কেন আমরা ভুল পথে চলি? কেন আমাদের মাঝে এত হানাহানি ও অশান্তি? আসুন আজ হতে আমরা আমাদের ধর্মীয় ও কর্মীয় জীবনে এই ঐশ্বরিক সংবিধানকে মেনে চলার শপথ নিই।

কুরআনের ভাষ্য ঃ কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার ভাষ্য। কুরআনের শব্দ চয়নের এমন নিখুঁত কৌশল, বাক্য গঠনের এমন শৈল্পিক রীতি, প্রয়োগের এমন অসামান্য ভঙ্গী এর পূর্বে শুধু আরাবী সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই লক্ষ্য করা যায়নি। আজ দেড় হাজার বছরের আরাবী ভাষা ও সাহিত্য কুরআনের ভাষার কাছে আশ্চর্য রকমভাবেই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষারই পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন হচ্ছে। দেড় হাজার বছর আগে প্রত্যেকটি ভাষার রূপ ও তাদের আজকের রূপের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান রচিত হয়েছে। কিন্তু মাক্কায় যে ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, আজও তার রূপ অপরিবর্তিত ও অম্লান রয়েছে। আজকের ভাষাতত্ত্বের সমুন্নতি তার নিকট হার মানতে বাধ্য। কুরআনী ভাষার যে বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণত সকলের চোখে পড়ে—তা হল তার শব্দচয়ন, ভাব অনুযায়ী হ্রস্ব এবং দীর্ঘ বাক্য গঠন, প্রশ্নবোধক বাক্যের অভিনব প্রবর্তন, ভাব ও শব্দের সাযুজ্য সংরক্ষণ, ভাষার আশ্চর্য প্রবহমানতা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পুণরুক্তি বর্জন প্রভৃতি। এ ছাড়াও আমরা কুরআনের একটিমাত্র অধ্যায়ের মধ্যে অনেক দিনের ইতিহাস, বহু জাতির উত্থান ও পতন, ঘাত-সংঘাতের পরিচয় পাই। আবার একটি মাত্র বাক্যের মধ্যেই অনেকগুলি পরিচ্ছেদ পাঠ করা হয়ে যায়—এটিই কুরআনের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর প্রতিটি শব্দই বিপুলভাবে ভাববাদী, জ্ঞানান্বেষণকারিগণ কুরআনের একটিমাত্র শব্দের মধ্যেই জ্ঞানের একটি অফুরন্ত খনির সন্ধান পান। প্রাথমিক বাক্যগুলি এবং তার শব্দগুলিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। অফুরন্ত তাদের প্রাণময়তা, অতলান্ত ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে ধ্বনি-বিন্যাসের অপূর্ব সংযোজন—সকল মানুষের প্রাণকে বিস্ময়ে নির্বাক করে তোলে।

অত্যুক্তি নয়, আরাবী ভাষার ধ্বনি বিশ্বের অন্য যে কোন ভাষার চেয়ে সমৃদ্ধতর। মহাপ্রাণ ঘোষ-ধ্বনি (হরফে হালক্বী) এবং নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনির (গোন্না) হ্রস্ব এবং দীর্ঘ প্রস্বরের সমন্বয়ে যে সঙ্গীত সৃষ্টির অবকাশ কুরআনের ভাষায় পরিলক্ষিত হয়, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় তার প্রমাণ নেই। শুধুমাত্র ধ্বনি-বিন্যাসের অপূর্ব কৌশলের জন্যই কুরআনিক শব্দে যে বাগর্থের অভিব্যাঞ্জনার সৃষ্টি হয় তা যে কোন কঠিন প্রাণ মানুষের মনকে অভিভূত করতে সহজেই সক্ষম।

কুরআনের রচনা উচ্চাঙ্গের গদ্য কবিতা। এ জন্য মর্মানুশীলন করতে গিয়ে অনেকেই অনেক সময় বিভ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়েন। তাই কুরআনের বাণী কারও জন্য সুপথ প্রাপ্তির এবং কারও জন্য পথভ্রষ্টতার বার্তা বহন করে। পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম বাংলা অনুবাদক ছিলেন বাংলাদেশের রংপুর নিবাসী মৌলবী আমিরুদ্দীন বসুনিয়া। সেই অনুবাদের আংশিক মুদ্রিত কপি পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদক ছিলেন টাঙ্গাইলের মৌলবী নঈমউদ্দীন।

কুরআন শারীফের ভাষা প্রসঙ্গে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গিরিশবাবু ছিলেন সংস্কৃত ভাষার একজন সুপণ্ডিত, তিনি উর্দু, ফারসী এবং আরাবীও ভালভাবে জানতেন। বাংলা ভাষায় তিনি ১২৮২ সনে কুরআন শারীফের বঙ্গানুবাদ করার গৌরব লাভ করে ধন্য হয়েছেন। অমুসলিমদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ৩০ পারা কুরআন শারীফের বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন ঃ ''আরব্য ভাষার প্রণালী বঙ্গীয় ভাষার প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙলা যেমন বাম দিক হইতে লিখিত হইয়া থাকে, তদ্রুপ আরাবী তাহার বিপরীতদক্ষিণ দিক হইতে লিখিত হয়। বচন প্রণালীও সেইরূপ। সাধারণত কর্তৃপদ পূর্বে স্থাপিত ও সমাপিকা ক্রিয়া অন্তে সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গালার বাক্য সমাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রায়শঃ আরব্য বাক্যের আরম্ভে সমাপিকা ক্রিয়ার অন্তে কর্তৃপদের প্রয়োগ হয়। অনেক স্থলে বঙ্গ ভাষার কর্তৃকারক ব্যক্ত ও ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে, আরব্য ভাষায় তাহার বিপরীত; অর্থাৎ কর্তৃপদকারকে অব্যক্ত ক্রিয়াপদ ব্যক্ত হইয়া থাকে; ক্রিয়াপদের পুরুষ, লিঙ্গ ও বচনের চিহ্ন দ্বারা কর্তা নির্ণয় করিতে হয়। অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব ব্যক্ত করিতে আরব্য ভাষা যেরূপ অনুকূল এমন পূর্ণ ভাষা যে সংস্কৃত তদ্বিষয়ে তাহার নিকট অনেক স্থলে পরাস্ত। আরবীয় একটি কথায় ভাব ব্যক্ত করিতে বাঙ্গালা ভাষার প্রায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ কথা প্রয়োগ করিতে হয়।''...........

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। কুরআন শারীফের মধ্যে অনেকের পক্ষেই পরস্পর বিরোধী এবং অবাস্তব উক্তি লক্ষ্য করা অসম্ভব নাও হতে পারে। কারণ এ ব্যাপারটি আপেক্ষিক, যে উক্তি একজনের কাছে বাস্তব ও বোধগম্য, আর একজনের কাছে তা অবাস্তব ও দুর্বোধ্য, এমন কি মানসিকতার স্তর অনুযায়ী অবোধ্যও হতে পারে। আসলে এটি অনুধাবন করার শক্তি ও ধৈর্য্যের উপরই নির্ভরশীল। কুরআন বার বার মানুষের বাস্তব বুদ্ধির উপরে, বিবেকের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানুষকে বিবেচনা করার প্রেরণা দান করেছে, এবং তাকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা কি চিন্তা কর না?' 'তোমাদের কি বিবেক বুদ্ধি নেই?' 'দেখ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, দিন ও রাতের ব্যবধানে চিন্তাশীল মানুষের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে'—ইত্যাদি।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুরআন মানুষের স্বাধীন ভাবনা-চিন্তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। পক্ষান্তরে যাদের মুক্তভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা নেই বা যারা তা করে না, তাদের কুরআনে অন্ধ, বধির, এমন কি পশুর সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। তাই কুরআনে অবাস্তব উক্তির অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব, পরস্পর-বিরোধী উক্তির সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

পুণরুক্তি ঃ কুরআন শারীফ পাঠের সময় দেখা যাবে,—একই ঘটনা বা বিষয় বার বার কিছু স্থানে প্রায় একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ পাঠকের কাছে এই পুণরুক্তি কেমন কেমন মনে হতে পারে। এ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের সাহেব (রহঃ) লিখেছেন, ''কুরআন

শারীফ ধারাবাহিকভাবে লিখিত গ্রন্থ নয়, লিখিত আকারে তাহা অবতীর্ণও হয় নাই। পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং প্রয়োজন পরিপ্রেক্ষিতেই তাহার অবতারণ। বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে একই ঔষধ বিভিন্ন বার ব্যবহার কিংবা একই রোগীর অবস্থা বিশেষে একই ঔষধের ব্যবস্থার মতই কুরআন শারীফের বর্ণনা। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে স্থান-কাল-পাত্র প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত, একজন সুযোগ্য বক্তার বক্তৃতামালা একত্র সন্নিবেশিত করত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত গ্রন্থের অবস্থা যেমন হয়, কুরআন শারীফের অবস্থাও ঠিক এ ক্ষেত্রে অনেকটা তদ্রুপ। উল্লেখিত বক্তৃতা সমষ্টির একক সন্নিবেশিত গ্রন্থে আমরা কি দেখিতে পাই? বক্তব্য বিষয় যেমন স্বতন্ত্র রহিয়াছে, তেমনি পূর্ব প্রদত্ত ভাষণের অনেক কিছুই পরবর্তী বক্তৃতায় কখনও সংক্ষেপে কখনও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এমন কি অনেক সময় পূর্ব প্রদত্ত ভাষণের অবিকল পুণরাবৃত্তি রহিয়াছে দেখিতে পাই। স্থান-কাল-পাত্র পরিবেশ পরিস্থিতির চাহিদা এবং প্রয়োজনই এমন করিতে বাধ্য করিতে থাকে। ইহাতে যোগ্য বক্তা কিংবা বক্তৃতার মাহাত্ম মহিমা নষ্ট হয় না। তাহার মাধুর্য ও গুরুত্ব এবং জৌলুস কমে না বরং আরও বাড়ে, উহার অভাবেই বরং অনেক সময় বক্তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, বক্তব্যের সার্থকতা উপাদেয়তা বিঘ্নিত হইয়া থাকে।''

অনুবাদ প্রসঙ্গে আর একটি কথা ঃ অনুবাদ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলে পারি না, এবং এ কথা বড় দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকখানি পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ কুরআন শারীফের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তবুও এ ধরনের একটি অনুবাদ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করি। প্রথমত, অনেক অনুবাদেই ভাষার দুর্বলতা বিশেষরূপে চোখে পড়ে। আরাবী, ফারসী, উর্দু মিশ্রিত যে বাংলা এ সকল অনুবাদে স্থান পেয়েছে তাতে সামান্য বাংলা জানা পাঠক-পাঠিকার পক্ষে পবিত্র কুরআনের মতোপলব্ধি করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর নয়। উদাহরণ স্বরূপ এ অনুবাদটি লক্ষ্য করুন ঃ ''আর তাহারা বলে—আমাদের অন্তর 'গেলাফ-ঢাকা', আসলে আল্লাহ্ তাহাদের 'কুফুর' হেতু তাহাদিগকে 'লানত' করিয়াছেন; ফলে তাহারা খুবই অল্প 'ঈমান' আনিয়া থাকে।'' গেলাফ, কুফুর, লানত, ঈমান প্রভৃতি শব্দে অনুবাদের মূল রস এবং অর্থটি ঢাকা পড়ে গেছে। ভাষার এই দুর্বলতার সাথে আছে রচনারীতির আড়ষ্টতা। বিশ্বের শ্রেষ্টতম সাহিত্য কুরআন শারীফের সাবলীল গতিধারায় যে স্বাচ্ছন্দ্য ও ভাবোদ্দীপনা, যে ধ্বনি-গাম্ভির্য ও ব্যঞ্জনা রয়েছে তা শিথিল বাক-বিন্যাসে এবং মামুলি রচনারীতিতে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলায় কুরআন শারীফের অধিকাংশ অনুবাদকই এই সহজ সত্যটি ভুলে গেছেন। তাঁরা অনুবাদের নামে আরাবী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বসিয়ে গেছেন। বিপুল ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ, অর্থ গৌরবে অনন্য কুরআন শারীফের সঠিক মর্মোপলব্ধি এ সকল অনুবাদে কিছুতেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুবাদকগণ ব্যক্তিগত মতাদর্শ অথবা দলীয় ভাবধারার বশবর্তী হয়ে যে ধরনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন তাতে কুরআন শারীফের মাহাত্ম ক্ষুণ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। নিগূঢ় অর্থ ও সঠিক মর্মোপলব্ধিতে এ সকল অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আমরা ব্যক্তিগত বা দল মতের উর্ধ্বে থেকে কুরআন শারীফের মূলানুগ অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি, সমগ্র অনুবাদটিকে সাহিত্য গুণ-সম্পন্ন এবং সুখপাঠ্য করার জন্য আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই, কুরআন শারীফের অনুবাদে মূলের শব্দ বিন্যাস, গতি স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থগৌরব এবং ভাব দ্যোতনা রক্ষিত হওয়া কঠিন; তবুও অনুবাদে মূলের ভাবোদ্দীপনা যতটুকু রক্ষা করা যায় আমরা সর্বতোভাবে তার চেষ্টা করেছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ এহেন এক বিরাট ও বিশাল আসমানী গ্রন্থের অনুবাদ করার যোগ্যতা আমি রাখি বলে মনে করি না। আমি আমার অযোগ্যতা ও ত্রুটি কর্মফল দিনের মালিক স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দরবারে স্বীকার করছি। তাঁর বিশেষ দয়া না হলে এ কাজ সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব ছিল। ঐকান্তিক সত্যানুসন্ধান, অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গতানুগতিক ও কুসংস্কার বর্জন, সকলকে কল্যাণের প্রেরণা দান, ন্যায় ও সত্যের প্রতি শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করাই হল আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রদ্ধাভাজন জনাব আবদুল আযীয আল-আমান সাহেবের মূল্যবান পরামর্শ ও অনুবাদের কপি দেখে দেওয়ায় অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও সাহিত্য-গুণসম্পন্ন করতে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। শ্রদ্ধেয়া আপা বেগম মারইয়াম আযীয-এর কথা না বলে পারি না। তাঁর উৎসাহে আমি বেশ খানিকটা অনুপ্রাণিত হয়েছি। আল্লাহ্‌র কাছে আমি উভয়ের স্বাস্থ্য, সুখ-শান্তি, উন্নতি ও সফল জীবন কামনা করি।

কলিকাতাস্থ আলীয়া মাদ্রাসার খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আব্দুল আলী বরকতী সাহেব খানকা শারীফে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেন, সেখানে থেকে আমি নিশ্চিন্তে অনুবাদ করতে পেরেছি। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাঁকে শান্তিতে রাখুন।

কুরআনের প্রসিদ্ধ অনুবাদক ও ভাষ্যকারগণ আরাবী, ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় অনুবাদকালে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, আমিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের অনুকরণ করেছি। তাফসীর-ই কাদেরী, বায়ানুল কুরআন, মোযেহ্ল কুরআন, তাফ্হীমুল কুরআন, তরজুমানুল কুরআন, মরহুম মাওলানা শাহ্ রফীউদ্দীনের তরজমা ও টীকা, দিকপাল মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, ধর্মবিজ্ঞানী জনাব মাওলানা তাহের সাহেবের তরজমা ও তফসীর, কুরআনের একনিষ্ঠ সেবক জনাব মাওলানা রফীকুল হাসান সাহেবের কয়েক পারার তরজমা ও তফসীর হতে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদের অনুবাদখানিও আমরা যত্নের সঙ্গে দেখেছি।

আরাবী ভাষার গঠনরীতি বাংলার সমধর্মী নয়, আরাবীর বাকধারা, অলঙ্কার ও প্রবচনের সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। অনুবাদের সময় আমরা এ সকল অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। এ সকল ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষার গঠনরীতি ও প্রকৃতি বজায় রেখে কুরআন শারীফের মূলকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। মহান গ্রন্থের একটি শব্দও যাতে বিকৃত না হয় তার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তবুও মানুষই ভুল করে। কোথাও কোন ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদের জানাবেন—পরবর্তী সংস্করণে আমরা নিশ্চয়ই তা সংশোধন করে নেব। আর এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সর্ব শক্তিমান করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইছি।

কুরআন শারীফের যতগুলি অনুবাদ আমাদের হাতে এসেছে তার মধ্যে বাংলাদেশের ঢাকা ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'কুরআনুল করীম' শীর্ষক অনুবাদটি শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। সুদীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ আলেম সমাজ ও শিক্ষাবিদদের সমবেত প্রচেষ্টায়—ঐ

অনুবাদ কার্যটি সম্পন্ন হয়েছে। ঐ অনুবাদে আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন—তাঁরা হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ মরহুম ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, শামসুল ওলামা বেলায়েত হোসেন, মাওলানা আবদুর রহমান কাশগরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরাবী ভাষা ও ইসলামী বিষয় সমূহের অধ্যক্ষ ডক্টর মোহাম্মদ সিরাজুল হক, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত মাওলানা আলাউদ্দীন আল আজহারী, বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক জনাব আবুল হাশেম, খ্যাতনামা মরমী সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলী, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ, মাওলানা ফজলুল করীম, অধ্যক্ষ এ. এইচ. এম. আবদুল কুদ্দুস, মাওলানা মীর আবদুস্ সালাম, মাওলানা মোহাম্মদ এমদাদউল্লাহ্, শামসুল ওলামা মোহাম্মদ আমীন আব্বাসী।

এ ছাড়াও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি মোহাম্মদ মাহমুদ মুস্তাফা শাবানও ঐ অনুবাদে সহযোগিতা করেছিলেন। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ঐ অনুবাদটিকে মূল হিসাবে গ্রহণ করেছি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ভাষার সামঞ্জস্যও লক্ষ্য করা যাবে। উৎসাহী পাঠকদের আমরা উক্ত অনুবাদটি সংগ্রহ করে পড়ে নিতে অনুরোধ করি। অতএব বলা যেতে পারে এই অনুবাদটিতে আমরা উভয় বাংলার কুরআনের পণ্ডিত ও গবেষকমণ্ডলীর প্রচেষ্টার মধ্যে একটা সমন্বয়সাধন করেছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ।

নির্ভুলভাবে এই অনুবাদখানি প্রকাশে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন—কবি শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ লেখক সৈয়দ বেসারত আলী এবং প্রেস বিভাগের কর্মী বঙ্কিমচন্দ্র দিণ্ডা ও প্রেসের আরো অনেকে। এঁদের কাছে আমি ঋণী।

পরিশেষে পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছে ভারতের তথা বিশ্ববাসীর সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি, ঐক্য ও মৈত্রী সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। আদর্শ মহাপুরুষ, শেষ নাবী হাযরাত মুহাম্মাদ(সা)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করি। প্রার্থনা করি ঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে আপনি আমাদের অপরাধী করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন ভার অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, আমাদের পাপমোচন করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনি আমাদের অভিভাবক' .....

২/১, তিলজলা প্লেস,
(খানকাহ্ শারীফ), কলকাতা-১৭

আমীন! সুম্মা আমীন!! সেবক
মাওলানা মোবারক করীম জওহর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. সূরা[১] ফাতিহা[২]

১ রুকূ ।। ৭ আয়াত ।। ২৫ শব্দ ।। ১২৬ অক্ষর ।। মাক্কায়[৩] অবতীর্ণ

[বিষয়সূচীঃ আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ। আল্লাহ্ই স্রষ্টা। আল্লাহ্‌র তিনটি গুণবাচক নাম—'রহমান' (অনন্ত দয়াময়), 'রহীম' (পরম দয়ালু), 'মালিক' (প্রভু)। পরকাল ও কর্মফল দিবস, উপাসনার স্বরূপ, আদর্শ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১ রুকূ ।। ১. সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, ২. যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। ৩. (যিনি) কর্মফলদিবসের প্রভু। ৪. আমরা কেবল আপনারই উপাসনা (ইবাদাত) করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদের সরল সঠিক (সত্য) পথে চালিত করুন। ৬. তাদের পথে—যাদের আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন। ৭. যারা আপনার ক্রোধে পড়েনি এবং বিপথে যায়নি।

(হে প্রভু! আমাদের এ প্রার্থনা গ্রহণ করুন!)

অনুবাদ কার্যটি সম্পন্ন হয়েছে। ঐ অনুবাদে আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন—তাঁরা হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ মরহুম ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, শামসুল ওলামা বেলায়েত হোসেন, মাওলানা আবদুর রহমান কাশগরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরাবী ভাষা ও ইসলামী বিষয় সমূহের অধ্যক্ষ ডক্টর মোহাম্মদ সিরাজুল হক, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত মাওলানা আলাউদ্দীন আল আজহারী, বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক জনাব আবুল হাশেম, খ্যাতনামা মরমী সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলী, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ, মাওলানা ফজলুল করীম, অধ্যক্ষ এ. এইচ. এম. আবদুল কুদ্দুস, মাওলানা মীর আবদুস্ সালাম, মাওলানা মোহাম্মদ এমদাদউল্লাহ্, শামসুল ওলামা মোহাম্মদ আমীন আব্বাসী।

এ ছাড়াও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি মোহাম্মদ মাহমুদ মুস্তাফা শাবানও ঐ অনুবাদে সহযোগিতা করেছিলেন। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ঐ অনুবাদটিকে মূল হিসাবে গ্রহণ করেছি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ভাষার সামঞ্জস্যও লক্ষ্য করা যাবে। উৎসাহী পাঠকদের আমরা উক্ত অনুবাদটি সংগ্রহ করে পড়ে নিতে অনুরোধ করি। অতএব বলা যেতে পারে এই অনুবাদটিতে আমরা উভয় বাংলার কুরআনের পণ্ডিত ও গবেষকমণ্ডলীর প্রচেষ্টার মধ্যে একটা সমন্বয়সাধন করেছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ।

নির্ভুলভাবে এই অনুবাদখানি প্রকাশে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন—কবি শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ লেখক সৈয়দ বেসারত আলী এবং প্রেস বিভাগের কর্মী বঙ্কিমচন্দ্র দিণ্ডা ও প্রেসের আরো অনেকে। এঁদের কাছে আমি ঋণী।

পরিশেষে পরম দয়ালু আল্লাহ্র কাছে ভারতের তথা বিশ্ববাসীর সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি, ঐক্য ও মৈত্রী সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। আদর্শ মহাপুরুষ, শেষ নাবী হাযরাত মুহাম্মাদ(সা)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করি। প্রার্থনা করি ঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে আপনি আমাদের অপরাধী করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন ভার অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, আমাদের পাপমোচন করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনি আমাদের অভিভাবক' .....

২/১, তিলজলা প্লেস,
(খানকাহ্ শারীফ), কলকাতা-১৭

আমীন! সুম্মা আমীন!! সেবক
মাওলানা মোবারক করীম জওহর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. সূরা[1] ফাতিহা[2]

১ রুকূ ।। ৭ আয়াত ।। ২৫ শব্দ ।। ১২৬ অক্ষর ।। মাক্কায়[3] অবতীর্ণ

[বিষয়সূচীঃ আল্লাহ্র নাম স্মরণ। আল্লাহ্ই স্রষ্টা। আল্লাহ্র তিনটি গুণবাচক নাম—'রহমান' (অনন্ত দয়াময়), 'রহীম' (পরম দয়ালু), 'মালিক' (প্রভু)। পরকাল ও কর্মফল দিবস, উপাসনার স্বরূপ, আদর্শ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১ রুকূ ।। ১. সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্রই প্রাপ্য, ২. যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। ৩. (যিনি) কর্মফলদিবসের প্রভু। ৪. আমরা কেবল আপনারই উপাসনা (ইবাদাত) করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদের সরল সঠিক (সত্য) পথে চালিত করুন। ৬. তাদের পথে—যাদের আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন। ৭. যারা আপনার ক্রোধে পড়েনি এবং বিপথে যায়নি।

(হে প্রভু! আমাদের এ প্রার্থনা গ্রহণ করুন!)

২. সূরা বাকারাহ্[৪]

৪০ রুকূ ॥ ২৮৬ আয়াত ॥ ৬২১২ শব্দ ॥ ২৬৭৯২ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয় সূচী ঃ নিঃসন্দেহে কুরআন শারীফ আল্লাহ্‌র বাণী, সাবধানীর বিবরণ, অবিশ্বাসী কপট ও কপটতার দৃষ্টান্ত, ফাসেক বা সত্য-ত্যাগীর বিবরণ, উপাসনা, মাসজিদ, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, জান্নাত, হাযরাত আদম (আ) ও আদম তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়, ইবলীস বা শাইতান, ফিরিশ্‌তা, ইস্রাঈল, ফিরাউন, জিব্রীল, মিকাঈল, গো-বৎস পূজা, নরহত্যা, গরু জবাইয়ের ঘটনা। হাযরাত ইব্রাহীম (আ), সুলাইমান(আ) হারুত-মারুত, যাদু-বিদ্যা, কাবা গৃহ, ইসমাঈল, মাক্কা, ইব্রাহীমের প্রার্থনা, শেষ-নাবীর (হাযরাত মুহাম্মাদের) আবির্ভাব, ইব্রাহীমের অলৌকিক ক্ষমতা, ঐশীগ্রন্থধারীগণ, ইব্রাহীম ও নমরুদ, তালুত, জালুত, দাউদ(আ), ইয়াকুব(আ), ইস্‌হাক(আ), মূসা(আ), হারুণ(আ), উযাইর(আ) ও সামুয়েল(আ)। কিবলাহ্, কিবলাহ্ পরিবর্তন ও তার কারণ, প্রকৃত পুণ্য কর্ম, ঈমানের পরীক্ষা, নর-হত্যার দণ্ড, উত্তম ঋণ, উপবাস (সিয়াম), রামাযান মাসের বৈশিষ্ট্য, হজ ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়, দান-খায়রাত, নিষিদ্ধ মাস, জিহাদ, জিহাদ ও হিজরাত, ধর্মে জবরদস্তি নেই, পূর্ববর্তী নাবীদের ধর্মমত ও কর্মফল, ইসলাম, হাযরাত ঈসা(আ) ও তাঁর অনুসারীগণ, নাবী ও শিষ্য, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। শাসন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, সমাজ-নীতি, মদ, জুয়া, ঘুষ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সুদ ও সুদ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়, বন্ধকী কারবার, সাক্ষী, অংশীবাদীর সাথে বিবাহ, তালাক বা বিচ্ছেদ, অনাথ পালনের নির্দেশ, গোপন দান, দান ও দানের পাত্র, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, স্ত্রীর অপ্রিয় আচরণ এবং শাসন, দেনমোহরের (বিবাহের সময় স্ত্রীকে প্রদত্ত ধন-সম্পদ) বিবরণ, নামাযের গুরুত্ব, আল্লাহ্ কাউকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না, দাস-দাসীর মুক্তি ও বিবাহ, খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও সাবেয়ী সম্প্রদায়।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ্-লাম্-মীম্;[৫] ২. এ সেই গ্রন্থ (কুরআন); এতে কোন সন্দেহ নেই, (মুত্তাকীদের) সাবধানীদের জন্য এ (গ্রন্থ) পথ-নির্দেশক, ৩. যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে ও তাদের যা দান করেছি তা হতে ব্যয় করে, ৪. এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরলোকে (আখিরাতে) যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, ৫. তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। ৬. যারা অবিশ্বাস করেছে তুমি তাদের সতর্ক কর বা না কর তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা বিশ্বাস করবে না। ৭. আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কান মোহর করে দিয়েছেন, তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

২. রুকূ।। ৮. মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী' কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। ৯. আল্লাহ্ এবং বিশ্বাসীগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়, অথচ তারা যে নিজেদের ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না, এ তারা বুঝতে পারে না। ১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। ১১. তাদের যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি

সৃষ্টি করো না', তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী'। ১২. সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা এটা বুঝতে পারে না। ১৩. যখন তাদের বলা হয়, 'অপরাপর লোকদের মত তোমরাও বিশ্বাস কর', তারা বলে, 'নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করেছে আমরাও কি সেরূপ বিশ্বাস করব?' সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা বুঝতে পারে না। ১৪. যখন তারা বিশ্বাসীগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি', আর যখন তারা নিভৃতে তাদের দলপতিগণের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি'। ১৫. আল্লাহ্ তাদের সাথে পরিহাস করেন, আর তাদের অবাধ্যতায় তাদের বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন। ১৬. এরাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়। ১৭. তাদের দৃষ্টান্ত, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত করল; তা যখন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ্ তখন তাদের জ্যোতিঃ অপসারিত করলেন এবং তাদের ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পায় না। ১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরবে না। ১৯. কিংবা যেমন আকাশের মুষলধারা বৃষ্টি, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক। বজ্রধ্বনিতে তারা মৃত্যুভয়ে তাদের কানে আঙুল দেয়। আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। ২০. বিদ্যুৎ-চমক তাদের দৃষ্টিশক্তিকে প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩. রুকূ ঃ ২১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের উপাসনা কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার। ২২. যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করিও না। ২৩. আমি আমার দাসের প্রতি (মুহাম্মাদের প্রতি) যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর, এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষীকে আহ্বান কর। ২৪. যদি তোমরা (আনয়ন) না কর, এবং কখনই করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। ২৫. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদের ফল-মূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে, 'আমাদের পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত এ তো তাই', তাদের ইচ্ছানুরূপ ফলই দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, অধিকন্তু তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। ২৬. আল্লাহ্ মশা কিংবা তার উচ্চ পর্যায়ের কোন বস্তুর উদাহরণ দিতে সঙ্কোচবোধ করেন না, সুতরাং যারা বিশ্বাসী তারা জানে যে, এ সত্য উদাহরণ তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে; কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে যে, আল্লাহ্ কি অভিপ্রায়ে এমন একটি উদাহরণ দিয়েছেন? এর দ্বারা তিনি অনেককেই বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু জনকে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত, তিনি

সৎপথ পরিত্যাগীদের ছাড়া আর কাকেও বিভ্রান্ত করেন না। ২৭. যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ২৮. তোমরা কি করে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুণরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরতে হবে। ২৯. তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে (আকাশকে) সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৪. রুকূ।। ৩০. আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি'। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জান না'। ৩১. এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে-সকল ফিরিশ্‌তাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। ৩২. তারা বলল, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়'। ৩৩. তিনি বললেন, 'হে আদম! ওদের (ফিরিশ্‌তাদের) এদের (এ সকলের) নাম বলে দাও'। যখন সে তাদের ওদের নাম বলে দিল তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ, নিশ্চিতভাবে আমি তা জানি? ৩৪. যখন ফিরিশ্‌তাদের বললাম, 'আদমের প্রতি নত হও', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হল; সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল। সুতরাং সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হল। ৩৫. এবং আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; হলে, তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে'। ৩৬. কিন্তু শাইতান উহা হতে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান হতে তাদের বহিষ্কার করল। আমি বললাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল'। ৩৭. অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। ৩৮. আমি বললাম, 'তোমরা সকলেই এ স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না'। ৩৯. যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তারাই অগ্নিবাসী (জাহান্নামী)—সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৫. রুকূ।। ৪০. হে বনি ইস্রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যার দ্বারা আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছি, এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব; এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। ৪১. তোমাদের

কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস কর। আর তোমরাই ওর প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। ৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না। ৪৩. তোমরা যথাযথভাবে নামায (সালাত) পড় ও যাকাত দাও এবং যারা অবনত হয় তাদের সঙ্গে অবনত হও। ৪৪. কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না? ৪৫. তোমরা ধৈর্য (সাব্‌র) ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন—৪৬. (তারাই বিনীত) যারা বিশ্বাস করে যে তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটবে এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

৬. রুকূ।। ৪৭. হে বনি ইস্রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যার দ্বারা আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। ৪৮. তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না এবং কারও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না এবং কারও নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না। ৪৯. স্মরণ কর, যখন আমি ফিরাউনের সম্প্রদায় হতে তোমাদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করে ও তোমাদের নারীদের জীবিত রেখে তোমাদের মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং ওতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা ছিল; ৫০. যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধা বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম ও ফিরাউনের সম্প্রদায়কে জলমগ্ন করেছিলাম আর তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করছিলে, ৫১. যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করেছিলাম—তার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে; এতে তোমরা ঘোর অনাচার করেছিলে। ৫২. এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। ৫৩. যখন আমি মূসাকে কিতাব[৬] ও ফোরকান[৭] দান করেছিলাম যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও। ৫৪. আর মূসা যখন আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অনাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও এবং তোমরা নিজেদের সংযত[৮] কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু'। ৫৫. আর যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করব না'। যখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে তখন তোমরা নিজেরাই দেখেছিলে। ৫৬. মৃত্যুর পর তোমাদের পুণর্জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। ৫৭. আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম, তোমাদের নিকট 'মান্না'[৯] ও 'সাল্‌ওয়া'[১০] প্রেরণ করলাম। (আর বলেছিলাম) 'যে সকল ভাল জিনিস তোমাদের জন্য দিলাম তা থেকে আহার কর'। তারা (নির্দেশ না মেনে) আমার প্রতি কোন অন্যায় করেনি, বরং তারা তাদেরই প্রতি অন্যায় করেছিল। ৫৮. (স্মরণ কর) যখন আমি বললাম, 'এ জনপদে (শহরে) প্রবেশ কর এবং তার মধ্যে যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে

(নগরের দ্বারে) প্রবেশ কর এবং বল 'ক্ষমা চাই', আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব'। ৫৯. কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদের যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম, কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল।

৭. রুকূ।। ৬০. আর (স্মরণ কর) যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম, 'তোমার আশা (লাঠি) দ্বারা পাথরে আঘাত কর'। ফলে তা হতে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান (ঘাট) চিনে নিল। (বললাম) 'আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং দেশের বুকে অনর্থক(শান্তি-ভঙ্গ) করে বেড়িও না'। ৬১. আর তোমরা যখন বলেছিলে, 'হে মূসা! একই রকম খাদ্যে আমরা কখনো ধৈর্য ধারণ করব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর—তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্জী, কাঁকুড়, গম, মুশুর ও পেঁয়াজ উৎপাদন করেন'। মূসা বলল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বিনিময় করতে চাও? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে'। এবং তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হল এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হল। এ জন্য যে তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন-সকলকে অমান্য করত এবং নাবীদের (প্রেরিত পুরুষদের) অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করবার জন্যেই তাদের এই পরিণতি ঘটেছিল।

৮ রুকূ।। ৬২. নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে, যারা ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান হয়েছে অথবা সাবেয়ী[১১] হয়েছে—এদের যে কেউ আল্লাহ্‌ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। ৬৩. (স্মরণ কর) যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উর্ধ্বে 'তূর' পর্বতকে উত্তোলন করেছিলাম, (বলেছিলাম) 'আমি যা (গ্রন্থ) দিলাম (সেই গ্রন্থে যে নির্দেশ আছে) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার'। ৬৪. এর পরেও তোমরা মুখ ফেরালে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। ৬৫. তোমাদের মধ্যে যারা 'শনিবারে'[১২] (বিশ্রাম দিবসে) সীমালংঘন করেছিল তাদের তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাদের বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হও'। ৬৬. আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত এবং সাবধানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি। ৬৭. আর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'আল্লাহ্‌ তোমাদের একটি গরু জবাইয়ের আদেশ দিয়েছেন', তারা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ'? মূসা বলল, 'যাতে আমি অজ্ঞদের দলভুক্ত না হই (তার জন্য) আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি'। ৬৮. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিতে বল ঐ গাভীটি কিরূপ'? মূসা বলল, 'আল্লাহ্‌ বলছেন এ এমন একটি গরু যা বৃদ্ধও নয়, অল্প বয়স্কও নয়—মধ্য বয়সী। অতএব তোমরা যে আদেশ পেয়েছ তা পালন কর'। ৬৯. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিতে বল উহার (গাভীটির) রং কি'? মূসা বলল, 'আল্লাহ্‌ বলছেন, উহা হলুদ বর্ণের গাভী, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দ

দেয়'। ৭০. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল গরুটি কি ধরনের? আমাদের নিকট গরু তো একই রকম। এবং আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই আমরা পথ পাব'। ৭১. মূসা বলল, 'তিনি বলছেন এ এমন একটি গাভী যা জমির চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি—সুস্থ নিখুঁত'। তারা বলল, 'এখন তুমি সঠিক বর্ণনা এনেছ'। যদিও তারা জবাই করতে উদ্যত ছিল না তবুও তারা উহাকে জবাই করল।

৯. রুকূ।। ৭২. (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের উপর দোষারোপ করছিলে, অথচ তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ্‌ তা প্রকাশ করতে চাইছিলেন। ৭৩. অতঃপর আমি বললাম, 'এটির (গাভীটির) কোন অংশ দ্বারা ওকে (মৃত ব্যক্তিকে) আঘাত কর'। এভাবে আল্লাহ্‌ মৃতকে জীবিত করেন এবং যাতে তোমরা ভেবে দেখ তার জন্য তাঁর নিদর্শন তোমাদের দেখিয়ে থাকেন। ৭৪. এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল—উহা পাষাণ কিংবা তার থেকেও কঠিনতর, এমন কিছু পাথর আছে যে তা থেকে নদীনালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু পাথর এরূপ যে বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়। আবার কিছু পাথর এমন যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধ্বসে পড়ে, বস্তুত তোমরা যা কর তা আল্লাহ্‌র অজানা নয়। ৭৫. (হে বিশ্বাসীগণ) তোমরা কি এখনও আশা কর যে তারা তোমাদের বিশ্বাস করবে? যখন তাদের একদল আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করত এবং বুঝবার পর জেনেশুনে তা বিকৃত করত। ৭৬. আর তারা যখন বিশ্বাসীদের সংস্পর্শে আসে বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি', আবার যখন তারা নিভৃতে (নিজ দলীয়) একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন তোমরা কেন তা বিশ্বাসীদের বলে দাও? এর দ্বারা তারা (বিশ্বাসীগণ) তোমাদের প্রভুর সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করাবে, তোমরা কি তা বুঝতে পার না'? ৭৭. তারা কি জানে না যে তারা যা গোপন রাখে কিংবা প্রকাশ করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌ তা জানেন? ৭৮. তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাদের নিজেদের সংস্কার ছাড়া কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু মনগড়া কথা বলে বেড়ায়। (**পারার অর্ধাংশ**)। ৭৯. সুতরাং তাদের জন্যে দুর্ভোগ যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং অল্প মূল্য পাবার জন্য বলে, 'এটি আল্লাহ্‌র নিকট হতে এসেছে'। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্যেও তাদের শাস্তি (রয়েছে)। ৮০. আর তারা বলে, 'কয়েকটি গুনতি দিন ছাড়া (জাহান্নামের) আগুন কখনো আমাদের স্পর্শ করবে না'। (হে মুহাম্মাদ, তুমি) বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন অঙ্গীকার নিয়েছ'? অতএব আল্লাহ্‌ তাঁর অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করবেন না। অথবা তোমরা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না। ৮১. হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদের পরিবেষ্টন করে তারাই অগ্নিবাসী (জাহান্নামবাসী), তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। ৮২. পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

১০. রুকূ।। ৮৩. আর স্মরণ কর (সেই সময়ের কথা), যখন বনি ইস্রাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা (ইবাদাত) করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ

করবে, নামাযকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাকাত (দান) প্রদান করবে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে (এ প্রতিজ্ঞা পালনে) পরাঙ্মুখ হয়ে গেলে; ৮৪. (হে ইয়াহুদী সমাজ! তোমরা নিজেদের অবস্থা স্মরণ করে দেখ), যখন আমরা তোমাদের নিকট থেকে (এই মর্মে) অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা কেউ কারও রক্তপাত করবে না ও নিজেদের লোকজনকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না। অতঃপর তোমরা ত্রুটি স্বীকার করেছিলে, আর এ বিষয়ে তোমরাই তার সাক্ষী। ৮৫. তারপর (সেই তোমরাই তো) একে অন্যকে হত্যা করছ এবং তোমাদের এক দলকে (তাদের) আপন গৃহ হতে বহিষ্কার করে দিচ্ছ, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছ এবং তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ চাও; অথচ তাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য ছিল অবৈধ। তবে কি তোমরা ধর্ম পুস্তকের কিছু অংশে বিশ্বাস আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর? অতএব তোমাদের (মধ্যে) যে সব লোক এমন কাজ করে, তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাভোগ এবং কিয়ামাতের দিন (শেষ বিচারের দিন) কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। ৮৬. তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে, সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কারো সাহায্যও পাবে না।

১১. রুকূ।। ৮৭. এবং নিশ্চয়ই মূসাকে কিতাব (তাওরাত গ্রন্থ) দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মারইয়াম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা (বা জিব্রীল ফিরিশ্‌তা) দ্বারা তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছ এবং কতককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ? ৮৮. তারা বলেছিল, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত'। হ্যাঁ, সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন, সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে। ৮৯. তাদের নিকট যা আছে আল্লাহ্‌র নিকট হতে তার সমর্থক কিতাব এল; যদিও পূর্বে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল উহা যখন তাদের নিকট এল তখন তারা উহা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। ৯০. উহা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে— উহা এই যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে তারা প্রত্যাখ্যান করত শুধু এই কারণে যে আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ৯১. এবং যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর', তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস করি'। তা ছাড়া সব কিছুই তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও উহা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে তবে কেন তোমরা অতীতে নাবীগণকে হত্যা করেছিলে?' ৯২. এবং (হে বনি ইস্রাঈলগণ!) নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল, (কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অনুপস্থিতে) তোমরা সীমালংঘনকারী হয়ে গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। ৯৩. আরও স্মরণ কর (সে সময়ের কথা) যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, এবং তূরকে তোমাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন

করেছিলাম, (বলেছিলাম) 'যা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর'। তারা বলেছিল, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম'। অবিশ্বাস হেতু তাদের হৃদয়ে গো-বৎস-প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের বিশ্বাস যার নির্দেশ দেয় উহা কত নিকৃষ্ট'! **৯৪.** বল, 'যদি আল্লাহ্‌র নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর—যদি সত্যবাদী হও'। ৯৫. কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য কখনও উহা (মৃত্যু) কামনা করবে না। এবং আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে অবহিত। ৯৬. তুমি নিশ্চয়ই তাদের জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমন কি অংশীবাদী অপেক্ষা অধিকতর লোভী দেখতে পাবে। তারা প্রত্যেকে হাজার বছর বেঁচে থাকার আকাঙ্খা করে; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদের শাস্তি হতে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা।

১২. রুকূ।। ৯৭. (হে নাবী!) বল, 'যে জিব্রীলের শত্রু হবে সে জেনে রাখুক সে-ত (জিব্রীল) আল্লাহ্‌র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দেয়,— যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের (ধর্ম গ্রন্থের) সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য যা পথ প্রদর্শক ও শুভ সংবাদ'। ৯৮. যারা আল্লাহ্‌র এবং ফিরিশ্‌তা (দূত) গণের, রাসূল (প্রেরিত পুরুষ) গণের, জিব্রীল ও মিকাঈলের শত্রু হবে—তারা জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের শত্রু। ৯৯. এবং আমরা তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, বস্তুত অনাচারীগণ ব্যতীত আর কেউই এগুলি অমান্য করে না। **১০০.** তবে কি যখনই তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে তখনই তাদের কোন একদল সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে? বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১০১. যখন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন রাসূল আসে যে তাদের নিকট যা (ঐশী) গ্রন্থ আছে তার সমর্থক, তখন যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের একদল কিতাবটিকে পিছনের দিকে ফেলে দিল (অমান্য করল)—যেন তারা কিছুই জানে না। ১০২. এবং সুলাইমানের রাজত্বে শাইতানেরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করত। অথচ সুলাইমান সত্য প্রত্যাখ্যান করেনি বরং শাইতানেরাই অবিশ্বাস করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত—যা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। 'আমরা (হারুত ও মারুত) পরীক্ষা-স্বরূপ, সুতরাং তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করো না'—এ না বলে তারা (হারুত ও মারুত) কাকেও শিক্ষা দিত না। তবুও এ দুজন হতে তারা এমন বিষয় শিখত যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া তারা কারও কোন ক্ষতিসাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতিসাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা (যাদুবিদ্যা) ক্রয় করে, পরকালে তার কোন ঠাঁই নেই। আর তারা যার পরিবর্তে আত্মবিক্রয় করেছে তা নিতান্তই জঘন্য, যদি তারা তা জানত! ১০৩. আর যদি তারা বিশ্বাস করত এবং সদাচারী হত, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম পুরস্কার পেত, যদি তারা জানত!

১৩. রুকূ।। ১০৪. হে বিশ্বাসীগণ! 'রায়েনা'[১৩] বলো না— বরং 'উনযোরনা' বল, (অর্থাৎ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন এ কথা বল), এবং শুনে রাখ অবিশ্বাসীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। ১০৫. গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অংশীবাদীগণ এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ

আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে আপন দয়ার পাত্ররূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল। ১০৬. আমি কোন আয়াত (বাক্য) রহিত করলে অথবা বিস্মৃত হতে দিলে তা থেকে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান? ১০৭. তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই। ১০৮. তোমরা কি তোমাদের রাসূলগণকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ পূর্বে মূসাকে করা হয়েছিল? এবং যে বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে—নিশ্চিতভাবে সে জান্নাতের পথ হারায়। ১০৯. ঈর্ষামূলক মনোভাব বশতঃ, তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হবার পরও, গ্রন্থধারীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসের পর আবার তোমাদের অবিশ্বাসী রূপে ফিরে পাবার আকাঙ্খা করে। তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন—আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ১১০. আর তোমরা নামাযকে যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দাও (দান কর)। এই উত্তম কাজের যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহ্‌র নিকট তা পাবে। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা দেখেন। ১১১. এবং তারা বলে, 'ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া অন্য কেউ কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। এ তাদের মিথ্যা আশা। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ উপস্থিত কর'। ১১২. হ্যাঁ, যে সৎকাজ করে ও আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, তার ফল তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না।

১৪. রুকূ॥ ১১৩. ইয়াহুদীরা বলে, 'খৃষ্টানদের কোন ভিত্তি নেহ,' এবং খৃষ্টানগণ বলে 'ইয়াহুদীদের কোন ভিত্তি নেই'; অথচ তারা কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) পাঠ করে। এভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তার মীমাংসা করবেন। ১১৪. যে আল্লাহ্‌র মাসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় ও তার ধ্বংস-সাধনে প্রয়াসী হয়, তার থেকে বড় সীমালংঘনকারী কে হতে পারে? অথচ ভীতি-বিহ্বল না হয়ে তাদের জন্য মাসজিদে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। পৃথিবীতে তাদের জন্য লাঞ্ছনাভোগ ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। ১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম সবদিকই আল্লাহ্‌র এবং তুমি যে দিকে মুখ ফেরাও, সে দিকই আল্লাহ্‌র দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। ১১৬. এবং তারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি (আল্লাহ্) মহান, পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। সব-কিছু তাঁরই একান্ত অনুগত। ১১৭. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়। ১১৮. এবং যারা কিছু জানে না তারা বলে 'আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন'? এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ কথা বলত। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয়ই আমি প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি। ১১৯. আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না। ১২০. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি

তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, 'আল্লাহ্‌র পথ-নির্দেশই প্রকৃত পথ-নির্দেশ'। জ্ঞান প্রাপ্তিব পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। ১২১. যাদের কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) দিয়েছি তাদের যারা যথাযথভাবে তা (ধর্মগ্রন্থ) পাঠ করে তারাই তাতে (ধর্মগ্রন্থে) বিশ্বাস করে, আর যারা তা অমান্য করে তারা ক্ষতিগ্রস্থ।

১৫. রুকূ॥ ১২২. হে ইস্রাঈল-সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা দিয়ে আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব-দান করেছি। ১২৩. এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও উপকারে আসবে না এবং কারও নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং কোন সুপারিশ কারও পক্ষে লাভজনক হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না। ১২৪. এবং যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, আল্লাহ্ বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি'। সে বলল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও'? আল্লাহ্ বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়'। ১২৫. এবং সেই সময়কে (স্মরণ কর) যখন কাবাগৃহকে মানবজাতির তীর্থক্ষেত্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), 'তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকেই নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ কর'। এবং যখন আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করি যে, 'তোমরা আমার ঘরকে তাদের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, যারা এর চারদিকে ঘুরবে, এতে বসে ধ্যান(ইবাদাত) করবে, এতে রুকূ ও সাজদা করবে (অর্থাৎ নামায পড়বে)'। ১২৬. স্মরণ কর যখন ইব্রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! একে (মাক্কা শহরকে) নিরাপদ শহর কর, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করবে তাদের ফলাহার করতে দিও'। তিনি বললেন, 'যে কেউ অবিশ্বাস করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দেব। অতঃপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং উহা কত নিকৃষ্ট পরিণাম'। ১২৭. যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহে ভিত্তি স্থাপন করছিল, তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত'। ১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার অনুগত এক উম্মাত (সম্প্রদায়) কর। আমাদের উপাসনার নিয়মপদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। ১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল প্রেরণ কর যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে; তাদের কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) ও হিকমত (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেবে এবং তাদের পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

১৬. রুকূ॥ ১৩০. যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে! পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি; পরকালেও সে সৎকর্মপরায়ণগণের অন্যতম। ১৩১. তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর', সে বলেছিল, 'বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।' ১৩২. এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে

(ইসলাম ধর্মকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করো না'। ১৩৩. ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে'? তারা তখন বলেছিল, 'আমরা আপনার এক আল্লাহ্‌র ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের আল্লাহ্‌রই উপাসনা করব। এবং আমরা তাঁর কাছে মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) '। ১৩৪. সেই উম্মাত (দল) চলে গেছে; তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের, তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন প্রশ্ন করা হবে না। ১৩৫. তারা বলে, 'ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হও, ঠিক পথ পাবে'। বল, 'বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব'। এবং সে (ইব্রাহীম) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৩৬. তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি, এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ঈসা, মূসা ও অন্যান্য নাবীগণকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী'। ১৩৭. তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ তারা যদি সেরূপ বিশ্বাস করে তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১৩৮. (আমরা গ্রহণ করলাম) আল্লাহ্‌র রং (আল্লাহ্‌র ধর্ম বা তাঁর প্রকৃতি), রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁরই উপাসনাকারী। ১৩৯. বল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক! আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য; এবং আমরা তাঁর প্রতি অকপট'। ১৪০. তোমরা কি বল যে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছিল? বল, 'তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্? তার কাছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যে প্রমাণ আছে তা যে গোপন করে তার অপেক্ষা অধিকতর সীমালংঘনকারী আর কে হতে পারে? এবং তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা অবগত আছেন। ১৪১. এই উম্মাত (দল) অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের, তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন প্রশ্ন করা হবে না।

১ম পারা সমাপ্ত

২য় পারা ।। সায়াকুলুস্ সোফাহায়ো মিনান্নাসে মাওয়াল্লাহুম

১৭. রুকূ।। ১৪২. নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, তারা এ যাবৎ যে 'কিব্লা' অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে কিসে তাদের ফিরিয়ে দিল? বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন'। ১৪৩. এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হতে পার এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হবে। তুমি এ যাবৎ যে 'কিব্লা' অনুসরণ করছিলে তা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? আল্লাহ্ যাদের সৎ পথে পরিচালিত করেছেন তারা ছাড়া অন্যের কাছে এ নিশ্চয়ই কঠিন। আল্লাহ্ এরূপ নন যে তোমাদের বিশ্বাসকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। ১৪৪. আকাশের দিকে তোমার (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা-এর) বার বার তাকানোকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন 'কিব্লার' দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের (পবিত্র কা'বা গৃহের) দিকে মুখ ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন কা'বার দিকে মুখ ফেরাও এবং যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিত ভাবে জানে যে এ (ধর্মগ্রন্থ) তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তারা যা করে তা আল্লাহ্‌র অজানা নেই। ১৪৫. যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ আহ্‌লে-কিতাব) তুমি যদি তাদের নিকট সমস্ত দলিল পেশ কর তবুও তারা তোমার 'কিব্লার' অনুসরণ করবে না; এবং তুমিও তাদের 'কিব্লার' অনুসারী নও, এবং তাদের কিছু (লোক) পরস্পরের 'কিবলার' অনুসারী নয়। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর নিশ্চয়ই তখন তুমি সীমালংঘনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। ১৪৬. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (মুহাম্মাদকে) তেমনি চেনে, যেমন তাদের পুত্রদের চেনে; কিন্তু তাদের একদল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে থাকে। ১৪৭. সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১৮. রুকূ।। ১৪৮. এবং প্রত্যেকের (নির্দিষ্ট) একটি দিক আছে যার দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ১৪৯. আর যে স্থান হতেই তুমি বের হও না কেন মস্‌জিদুল হারামের (কা'বা শারীফের) দিকে মুখ ফেরাও। নিশ্চয়ই উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে (প্রেরিত) সত্য। তোমরা যা করছ তা আল্লাহ্‌র অগোচর নয়। ১৫০. এবং তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন মাসজিদুল হারামের (কা'বা শারীফের) দিকে মুখ ফেরাও এবং যেখানেই থাক না কেন (কা'বার) দিকে মুখ ফেরাবে। যাতে তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারীগণ ছাড়া অন্য কোন লোক তোমাদের সাথে বিতর্ক না করে। সুতরাং তাদের ভয় করো না, একমাত্র আমাকেই ভয় কর যাতে আমি আমার সম্পদ তোমাদের পরিপূর্ণরূপে দান করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। ১৫১. আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াত (বাক্য) সমূহ তোমাদের

কাছে পাঠ করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়। এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়। ১৫২. অতএব, তোমরা আমাকেই স্মরণ কর। আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না।

১৯. রুকূ।। ১৫৩. হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। ১৫৪. এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে মারা যায় তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। ১৫৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) লোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; এবং তুমি ধৈর্যশীলদের শুভ-সংবাদ দাও। ১৫৬. তারাই ধৈর্যশীল যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে ফিরে যাব'। ১৫৭. এই সকল লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আশিস (অনুগ্রহ) ও দয়া (রাহ্‌মাত) বর্ষিত হয়, আর এরাই সৎপথ (হেদায়াত) পাবে। ১৫৮. নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' (দুটি পাহাড়ের নাম) আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বা গৃহের হজ্ কিংবা ওমরা (বিকল্প ছোট হজ্) সম্পন্ন করে, তার জন্য এই দুটি (পাহাড় দুটি) প্রদক্ষিণ করলে কোন পাপ নেই, এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে কোন পুণ্য (নেকী) কাজ করে, (তাকে) আল্লাহ্ পুরস্কার দেন (আদর করেন) ও (তিনি) সব জানেন। ১৫৯. আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদের অভিশাপ দেয়। ১৬০. কিন্তু যারা 'তাওবা' করে (ক্ষমা প্রার্থনা করে), আর নিজেদের সংশোধন করে এবং আল্লাহ্‌র আয়াতকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই ত তারা যাদের আমি ক্ষমা করি এবং আমি ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। ১৬১. নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাদের উপর আল্লাহ্, ফিরিশ্‌তাগণ এবং সকল মানুষেরই অভিসম্পাত (লানত)। ১৬২. তারা চিরকাল অভিসম্পাত পেতে থাকবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তারা কোন অবকাশও পাবে না। ১৬৩. আর তোমাদের উপাস্য এক (আল্লাহ্), তিনি ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই, তিনি করুণাময় পরমদয়ালু।

২০. রুকূ।। ১৬৪. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে, যে সব জাহাজ মানুষের লাভের জন্য সাগরে চলাচল করে, তাদের মধ্যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন এবং সকল প্রকার প্রাণী তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন আর বায়ু সকলের প্রবাহের (দিক পরিবর্তনের) মধ্যে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মেঘের গমণাগমণের মধ্যে জ্ঞানী লোকের জন্য অবশ্যই (আল্লাহ্ মহিমার) বহু নিদর্শন রয়েছে। ১৬৫. আর কোন কোন লোক আছে যারা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যান্যকে (আল্লাহ্‌র) 'সমকক্ষ' বলে মনে করে এবং তাদের আল্লাহ্‌র মত ভালবাসে, কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করেছে তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসায় সুদৃঢ়। পরিতাপ, অন্যায়কারীরা যে সময় কোন শাস্তি দেখতে পায় তখন যদি বুঝত যে, সব ক্ষমতা আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। ১৬৬. যাদের অনুসরণ করা হয়েছিল তারা যখন অনুসারীদের প্রতি বিমুখ হবে এবং অনুসারীরা শাস্তি

প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ১৬৭. এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, 'হায়! যদি একটিবার (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার সুযোগ আমাদের ঘটত, তবে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল'! এভাবে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপরূপে দেখাবেন আর তারা কখনও আগুন হতে বেরুতে পারবে না।

২১. রুকূ।। ১৬৮. হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১৬৯. সে ত কেবল তোমাদের মন্দ ও অশ্লীল কার্যের নির্দেশ দেয়, এবং সে চায় যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা জান না, তা বল। ১৭০. আর যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার তোমরা অনুসরণ কর, তারা বলে, '(না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে (মতামত ও ধর্মাদর্শে) পেয়েছি তার অনুসরণ করব।' যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও ছিল না। ১৭১. আর এই অমান্যকারীদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে (পশুকে) ডাকে, যা ডাক-হাঁক ছাড়া আর কিছুই শুনে (বুঝে) না—তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, তাই ত (তারা) কিছুই বুঝতে পারে না। ১৭২. হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদের রুযী হিসাবে যা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা করে থাক। ১৭৩. নিশ্চয়ই (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, (মাছ ও টিড্ডী ছাড়া) রক্ত, শুকরের মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (জবাই কালে) আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরমদয়ালু। ১৭৪. আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে ও বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট ভরে এবং শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, এবং তাদের পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে দুঃখজনক শাস্তি। ১৭৫. তারাই সুপথের বদলে কুপথ এবং ক্ষমার বদলে শাস্তি ক্রয় করেছে, (জাহান্নামের) আগুনে তারা কতই না ধৈর্যশীল! ১৭৬. এ সব এ জন্য যে আল্লাহ্ সত্য-স্বরূপ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, বস্তুত যারা (কিতাবের মধ্যে) মতভেদ এনেছে, তারা নিশ্চয়ই অশেষ অবাধ্যতায় আছে। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

২২. রুকূ।। ১৭৭. পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশ্‌তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নাবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করলে, নামায যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত (দান) করলে এবং প্রতিশ্রুতি পালন করলে, এবং দুঃখ, কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী এবং সাবধানী। ১৭৮. হে বিশ্বাসীগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (বিনিময়ের) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা

ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। ১৭৯. হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য 'কিসাস'[১৪] বিধানে (বিনিময় গ্রহণে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। ১৮০. তোমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য 'অসিয়ৎ'[১৫] করার (ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের) বিধান দেওয়া হল। সাবধানীদের পক্ষে এটা অবশ্যপালনীয়। ১৮১. অতঃপর এ (বিধান) শোনার পরও যে এটিকে পরিবর্তন করে, তবে যে পরিবর্তন করবে, তার উপরেই অপরাধ বর্তাবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। ১৮২. তবে যদি কেউ অসিয়ৎকারীর (সম্পত্তি বণ্টনের নির্দেশদাতার) পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, অতঃপর সে তাদের পরস্পরের মধ্যে (কিছু রদ-বদল করে) সন্ধি করে দেয়, তবে তার কোন দোষ নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৩. রুকূ।। ১৮৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য 'সিয়ামের' (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার। ১৮৪. (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা প্রবাসে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর যে ব্যক্তির রোযা রাখা দুঃসাধ্য তার পক্ষে (একটি রোযার পরিবর্তে) একজন অভাবগ্রস্তকে অন্নদান করা কর্তব্য। তবুও যদি কেউ নিজের খুশীতে পুণ্য কাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর এবং যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পারতে তবে বুঝতে রোযাব্রত পালনই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ! ১৮৫. রমযান মাস, এ মাসে, মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোযা রাখে। আর যে রোগী অথবা মুসাফির (প্রবাসী) তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তোমাদের কষ্ট চান না। উদ্দেশ্য, যাতে তোমরা (নির্ধারিত দিনের রোযার সংখ্যা) পূর্ণ করতে পার, আর তোমাদের সৎপথে চালিত করার জন্য তোমরা আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন (মহত্ত্ব বর্ণনা) করবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। ১৮৬. আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, তখন তুমি বল, আমি ত কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করুক—যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। ১৮৭. রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক। আল্লাহ্ জানতেন যে, তোমরা আত্ম-প্রতারণা করছ। তাই ত তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে ঊষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে 'এহ্তেকাফ'[১৬] রত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না। এগুলি আল্লাহ্র সীমারেখা, সুতরাং এর ধারে

কাছে যেও না। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। ১৮৮. এবং তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে উৎকোচ দিও না।

২৪. রুকূ।। ১৮৯. লোকে তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, (কেন তা বাড়ে এবং কমে), বল, উহা লোকের (কাজ কারবারের) এবং হজ্বের জন্য সময় নির্দেশক। পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই কিন্তু পুণ্য আছে কেউ সাবধান হয়ে চললে। অতএব তোমরা সদর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর, আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তবেই তোমরা পরিত্রাণ পাবে। ১৯০. আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বাড়াবাড়িকারীদের পছন্দ করেন না। ১৯১. আর যেখানে পাও, তাদের হত্যা কর এবং যেখান থেকে তোমাদের বার করে দিয়েছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদের বার করবে। 'ফিৎনা' (দাঙ্গা বা ধর্মদ্রোহিতা) হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। আর মাসজিদুল হারামের (কা'বা শারীফের) নিকটে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদের হত্যা করবে, এটাই ত অবিশ্বাসীদের পরিণাম। ১৯২. কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৯৩. আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না (তাদের) ধর্মদ্রোহিতা দূর হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত না হয়, কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে অত্যাচারীদের উপর ছাড়া (অন্য কারো উপর) হস্তক্ষেপ করা চলবে না। ১৯৪. পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস এবং সকল পবিত্র জিনিসের জন্য এরূপ বিনিময়। সুতরাং যে তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্ মুত্তাকীদের (সাবধানী) সাথে থাকেন। ১৯৫. আর আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর। তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না এবং তোমরা পুণ্য সাধনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুণ্য-সাধকদের ভালবাসেন। ১৯৬. আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্ব ও ওম্‌রা পূর্ণভাবে সম্পাদন কর, কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য কুরবানী কর। এবং যে পর্যন্ত কুরবানীর (পশু) তার গন্তব্যস্থানে উপস্থিত না হয়, তোমরা মস্তক মুণ্ডন করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা মাথার যন্ত্রণা বোধ করে, তবে সে তার পরিবর্তে রোযা রাখবে, কিংবা দান-খায়রাত করবে অথবা কুরবানী দ্বারা তার 'ফিদ্‌য়া' (বিধিসঙ্গত অর্থ প্রদান) দেবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্বের প্রাক্কালে 'ওম্‌রা' দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ কুরবানীর কিছুই না পায়, তবে তাকে হজ্বের সময় তিন দিন, এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন রোযা (উপবাস) ব্রত পালন করতে হবে। এই নিয়ম সেই ব্যক্তির জন্য, যার পরিবার-পরিজন পবিত্র কা'বার নিকটে বাস করে না। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ আল্লাহ্ মন্দ কাজের প্রতিফল দানে কঠোর।

২৫. রুকূ।। ১৯৭. সুবিদিত মাসে (যথা শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ) হজ্জ হয়। যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করা পবিত্র বলে মনে করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী সহবাস, পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। আর তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ্ তা জানেন এবং তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর, এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানীগণ! আমাকেই ভয় কর। ১৯৮. তোমাদের পক্ষে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় কোন দোষ নেই। (অর্থাৎ হজ্জের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ নয়)। যখন তোমরা আরাফাত (একটি বিশাল প্রান্তর) হতে দ্রুত গতিতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশ্‌য়ারুল হারামের নিকটে পৌঁছে (অর্থাৎ মুজদালিফা নামক পাহাড়ে অবস্থান করে) আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। ১৯৯. অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে ফেরে, সেখান থেকেই (তাওয়াফের জন্য বা পবিত্র কা'বা ঘর প্রদক্ষিণের জন্য) ফিরে চল। আর আল্লাহ্র কাছে মার্জনা চাও, বস্তুত আল্লাহ্ মার্জনাকারী, পরম দয়ালু। ২০০. অতঃপর যখন তোমরা (হজ্জের আহ্‌কাম) অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে নেবে, তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে। এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের (যা কিছু দিতে হয়) পৃথিবীতেই দাও'। বস্তুত তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। ২০১. এবং তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক আছে) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের নরকযন্ত্রণা (জাহান্নামের আযাব) থেকে রক্ষা কর'। **(পারার অর্ধাংশ)**। ২০২. তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। ২০৩. তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে (মিনা অবস্থান কালে যিলহাজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ— ঐই তিন দিন) আল্লাহ্কে স্মরণ কর, আর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনেই চলে আসে, তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই। এ (নিয়ম) তার জন্য যে সাবধানে চলে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে তোমাদের তাঁর কাছে একত্র করা হবে। ২০৪. এবং মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মোহিত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে তোমার ঘোর বিরোধী। ২০৫. আর যখন সে (তোমার কাছ থেকে) প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশনিপাতের চেষ্টা করে, আল্লাহ্ কিন্তু অশান্তি পছন্দ করেন না। ২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর' তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। সুতরাং তার উপযুক্ত স্থান জাহান্নাম (নরক) এবং নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ স্থান। ২০৭. এবং এমন লোকও আছে যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য জীবন সমর্পণ করে দেয় এবং আল্লাহ্ তাঁর দাসগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র। ২০৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ কর এবং শাইতানের (কুমন্ত্রণা দানকারীর) পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ২০৯. অতঃপর প্রকাশ্য নিদর্শন আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখ যে আল্লাহ্ মহা

পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ২১০. তারা কেবল এ প্রতীক্ষায় আছে যে আল্লাহ্ মেঘের ছায়ায় ফিরিশ্‌তাগণসহ তাদের কাছে উপস্থিত হবেন, তারপর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুত সব বিষয়ই আল্লাহ্রই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

২৬. রুকূ।। ২১১. বনি-ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা কর আমি তাদের কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি। আল্লাহ্র অনুগ্রহ উপস্থিত হবার পর কেউ ওর পরিবর্তন করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মন্দ কার্যের প্রতিফল-দানে কঠোর। ২১২. সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হয়েছে। তারা বিশ্বাসীগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে, অথচ যারা সংযত হয়ে চলে শেষ বিচারের দিন তারা তাদের ঊর্ধ্বে (জান্নাতে) থাকবে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন। ২১৩. মানুষ (আদিতে) ছিল একজাতি। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করল) অতঃপর আল্লাহ্ নাবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন, এবং যাদের তা দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করত। অতঃপর যারা বিশ্বাস করে (ঈমানদারগণ) তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ্ তাদের সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য-পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। ২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনও তোমাদের নিকট পৌঁছায়নি। অর্থসঙ্কট ও দুঃখ-দারিদ্র্য তাদের স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল, এবং এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রাসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে'? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী। ২১৫. তারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, তারা কি জিনিস দান করবে? বল, 'তোমরা যা খরচ কর, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত, পিতৃহীন এবং প্রবাসীদের জন্য। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন আল্লাহ্ তা ভালভাবে জানেন'। ২১৬. তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

২৭. রুকূ।। ২১৭. পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, 'সে সময় যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে (আদেশ পালনে) বাধা দান করা, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, কা'বা শারীফে (উপাসনায়) বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায় এবং বিদ্রোহ হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়'। তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত তোমাদের (সুপ্রতিষ্ঠিত) ধর্ম থেকে তোমাদের ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে (অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যায়) এবং সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের ইহকাল ও পরকালের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এবং এরাই জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ২১৮. নিশ্চয়ই, যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র পথে (সত্য, ন্যায় আদর্শ ও ধর্মের জন্য) স্বদেশ ত্যাগ করে এবং জিহাদ করে (ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে সংগ্রাম

করে), তারাই আল্লাহ্‌র দয়ার আশা রাখে এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২১৯. লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিৎ) উপকারও আছে, কিন্তু ওদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক'। লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (আল্লাহ্‌র পথে) তারা কী খরচ করবে? বল, 'যা উদ্বৃত্ত' (নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে)। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর, ২২০. ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের (ইয়াতিম) সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে; বল, 'তাদের উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম'। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলে মিশে থাক, তবে তো তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী। এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ২২১. এবং অংশীবাদী (মুশরিক) রমণী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে তোমরা বিবাহ করো না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয়ই ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে তোমাদের কণ্যার বিবাহ দিও না, অংশীবাদী পুরুষ তোমাদের চমৎকৃত করলেও ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিজ অনুগ্রহ ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৮. রুকূ।। ২২২. লোকে তোমাকে রজঃস্রাব (হায়েয) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'উহা অশুচি'। সুতরাং রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে, এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, তাদের নিকট (সহবাসের জন্য) যেও না। অতঃপর যখন তারা (উত্তমরূপে) পরিশুদ্ধ (পবিত্র) হবে, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমণ করবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে তাদের পছন্দ করেন। ২২৩. তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র (স্বরূপ)। অতএব তোমরা তোমাদের শস্য-ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমণ করতে পার। এবং তোমরা তোমাদের নাজাতের জন্য (মুক্তির জন্য) কিছু করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আর জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হবে এবং বিশ্বাসীগণকে সুসংবাদ দাও। ২২৪. তোমরা সৎকাজ, আত্ম-সংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে না বলে আল্লাহ্‌র কাছে শপথ করো না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২২৫. তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সঙ্কল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু। ২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথ (কসম) করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে, অতঃপর তারা যদি মিলে যায়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২২৭. আর যদি তারা তালাকই দিতে (বিবাহ বিচ্ছেদ করতে) সঙ্কল্প করে তবে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২২৮. তালাকপ্রাপ্তা (বর্জিতা) নারীগণ তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে, (অর্থাৎ বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে), তারা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। এবং এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীদের তাদের পুণরায় স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার

অধিকার আছে, যদি তারা আপোষে মিলে-মিশে থাকতে চায়। নারীদের তেমনি ন্যায়-সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের, কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৯. রুকূ।। ২২৯. তালাকে 'রাজঈ'-এ তালাক দুবার, অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিসম্মতভাবে রাখবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দেবে। আর স্ত্রীগণকে দেওয়া কোন কিছু ফেরৎ নেওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। তবে যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা (বাস্তবিকই) রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে (সে অবস্থায়) স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে (স্বামী থেকে) নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে (স্বামী-স্ত্রীর) কারও কোন পাপ নেই। এ সব আল্লাহ্‌র সীমারেখা। অতএব, উহা তোমরা লংঘন করো না, এবং যারা আল্লাহ্‌র (নির্দিষ্ট) সীমারেখা লংঘন করে, তারাই অত্যাচারী। ২৩০. অতঃপর উক্ত স্ত্রীকে যদি সে তালাক দেয় (তৃতীয় বার) তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করছে তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। অতঃপর ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় তবে তাদের পুণর্মিলনে কারও কোন দোষ নেই, যদি উভয়ে মনে করে যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বজায় রেখে চলতে পারবে। এ সব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ এগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। ২৩১. এবং যখনই তোমরা স্ত্রীদের (অস্থায়ী) তালাক দাও, এবং তারা 'ইদ্দাত' (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তাদের বিধিমতে বহাল কর অথবা তাদের ভালভাবে বিদায় দাও, তাদের নির্যাতন অথবা তাদের প্রতি বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে আটক করে রেখো না, যে ব্যক্তি এমন করে সে নিজেরই ক্ষতি করে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করো না, এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অবদান ও কিতাব এবং বিজ্ঞান যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ও যা দিয়ে তিনি তোমাদের উপদেশ দেন তা স্মরণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞানময়। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**।

৩০. রুকূ।। ২৩২. আর তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও (স্ত্রী বর্জন কর) এবং তারা তাদের 'ইদ্দাত' (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তাদের আপন খুশীমত অন্য স্বামী গ্রহণ করতে বাধা দিও না, এতদ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদের উপদেশ দেওয়া হয়। এ তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। বস্তুত আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। ২৩৩. এবং জননীগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করান। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। এবং উত্তরাধিকারিগণেরও অনুরূপ বিধান। আর যদি পিতামাতা পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দু'বছরের মধ্যেই (শিশুর) দুধ পান ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন দোষ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোন দোষ হবে না যদি তোমরা তাদের নির্ধারিত প্রদেয় বিধিমত অর্পণ কর। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা। ২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ

চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা ইদ্দাত (চার মাস দশ দিন) পূর্ণ করবে তখন তারা নিজেদের জন্য কোন বিধিমত কাজ (বিবাহ) করলে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ২৩৫. আর তোমরা যদি আভাসে-ইঙ্গিতে উক্ত রমণীদের বিবাহ প্রস্তাব কর অথবা অন্তরে তা গোপন রাখ, তাতে তোমাদের দোষ হবে না। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে। কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করো না; নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করার সঙ্কল্প করো না। এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন। অতএব তাঁকে ভয় কর, এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

৩১. রুকূ।। ২৩৬. যদি তোমরা সহবাস করার বা মোহর ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না, কিন্তু তাদের যথাসাধ্য উপযুক্ত খরচপত্র দিও, সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং গরীব লোক তার সামর্থ্যানুযায়ী নিয়ম মত খরচপত্র দানের ব্যবস্থা করবে, এ সত্যপরায়ণ লোকের পক্ষে (অবশ্য) কর্তব্য। ২৩৭. এবং যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, অথচ মোহর পূর্বেই ধার্য করে থাক তা হলে নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহবন্ধন (অর্থাৎ স্বামী), সে যদি মাফ করে দেয়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা, এবং মাফ করে দেওয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা। ২৩৮. তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযকে সযত্নে রক্ষা করবে এবং আল্লাহ্র সম্মুখে বিনীতভাবে দাঁড়াবে। ২৩৯. যদি তোমরা (শত্রুর) আশঙ্কা কর, তবে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, (নামায পড়বে), পরে যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা (পূর্বে) জানতে না। ২৪০. এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এই 'অসিয়ৎ' করবে যে, তাদের যেন এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়া হয় এবং গৃহ থেকে বের করে দেওয়া না হয়, কিন্তু যদি (স্বেচ্ছায়) তারা বেরিয়ে যায় তবে নিয়ম মত নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ২৪১. এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীও উত্তমরূপে ভরণপোষণ পাবে, সাবধানীদের জন্য এ অবশ্য কর্তব্য। ২৪২. এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সকল নিদর্শন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

৩২. রুকূ।। ২৪৩. তুমি কি তাদের দেখনি, যারা মৃত্যু-ভয়ে হাজারে হাজারে আপন ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করেছিল? অতঃপর আল্লাহ্ তাদের বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক'। পরে তাদের জীবিত করলেন (বনি ঈস্রাঈল সম্প্রদায়ের ঘটনা)। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। ২৪৪. তোমরা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। ২৪৫. কে-সে যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ,[১৭] প্রদান করবে? আল্লাহ্ উহা তার জন্যে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন, এবং আল্লাহ্ই জীবিকা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন, এবং তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে। ২৪৬. তুমি কি মূসার পরবর্তী

বনি-ইস্রাঈল প্রধানদের দেখনি? যখন তারা নিজেদের নাবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর যাতে আমরা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করতে পারি'। সে বলল, 'বোধহয় যদি তোমাদের প্রতি সংগ্রামের (যুদ্ধের) বিধান দেওয়া হয়, তবে তোমরা সংগ্রাম করবে না'? তারা বলল, 'আমরা যখন আপন ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহ্র পথে কেন সংগ্রাম করব না'? অতঃপর যখন তাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেওয়া হল, তখন তাদের স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। বস্তুত আল্লাহ্ অপরাধিগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ২৪৭. তাদের নাবী তাদের বলেছিল, 'আল্লাহ্ তালুতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন।' তারা বলল, 'সে কিরূপে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করবে, যখন কর্তৃত্ব করার (জন্য) আমরা তার চেয়ে অধিক যোগ্য। এবং তাকে প্রচুর ধন-সম্পদও দেওয়া হয়নি।' নাবী বলল, 'আল্লাহ্ই তাকে মনোনীত করেছেন, এবং তিনি তাকে (সকল প্রকার) জ্ঞানে এবং দেহে (দৈহিক পটুতায়) সমৃদ্ধ করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। ২৪৮. (তাদের নাবী তাদের আরও বলল), 'নিশ্চয়ই, তাঁর রাজত্বের লক্ষণ এই যে, তোমাদের নিকট একটি তাবুত[১৮] আসবে, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য শান্তিপত্র এবং কিছু জিনিস থাকবে, যা মূসা ও হারুণের বংশধরগণ রেখে গিয়েছে; ফিরিশ্তাগণ সেটি বহন করে আনবে। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।'

৩৩. রুকূ।। ২৪৯. অতঃপর তালুত যখন সসৈন্যে অভিযান করল, তখন সে বলল, 'আল্লাহ্ একটি নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। অতএব যে কেউ উক্ত নদী থেকে পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়, এবং যে ঐ পানি পান করবে না, সে আমার দলভুক্ত। এ ছাড়া, যে কেউ তার হাত দিয়ে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সে-ও।' কিন্তু (যখন তারা নদীর কাছে হাজির হল) তখন তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশ লোকই তা থেকে পানি পান করল। যখন সে (তালুত) ও তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ উহা (নদী) অতিক্রম করল, তখন তারা বলল, 'আমাদের শক্তি ও সাধ্য নেই যে, আজ জালুত ও তার সৈন্য-সামন্তের সাথে যুদ্ধ করি।' কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল যে আল্লাহ্র সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে, তারা বলল, 'আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে।' এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। ২৫০. তারা যখন (যুদ্ধার্থে) জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য দান কর।' ২৫১. সুতরাং তখন তারা আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাদের পরাজিত করল, এবং দাউদ জালুতকে বধ করল, এবং আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করলেন, এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দলের দ্বারা দমন না করতেন, তবে নিশ্চয়ই পৃথিবী কলুষিত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি মঙ্গলময়। ২৫২. এই সমস্ত আল্লাহ্র নিদর্শন; যা আমি সঠিকভাবে তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি এবং নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের অন্যতম।

২য় পারা সমাপ্ত

২৫৩. এ রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাকেও কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আর কাউকে উচ্চ-মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে আমি প্রকাশ্য প্রমাণ প্রদান করেছি এবং তাকে 'পবিত্র আত্মা' ('রুহুল কুদ্দুস' বা জিব্রীল ফিরিশ্‌তা) দ্বারা শক্তিশালী করেছি। এবং যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরে, তারা পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ (যুদ্ধ) করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল, ফলে তাদের কিছু (লোক) বিশ্বাস করল এবং কিছু অবিশ্বাস করল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন।

৩৪. রুকূ।। ২৫৪. হে বিশ্বাসীগণ! আমরা যা তোমাদের দিয়েছি তা থেকে তোমরা দান কর সেই দিন (শেষ বিচারের দিন) আসার পূর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। অবিশ্বাসীরাই সীমালংঘনকারী। ২৫৫. আল্লাহ্! তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?, তাদের (মানুষের) সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা (মানুষেরা) আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত, আর ওদের (আকাশ-পৃথিবীর) রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না, তিনি অতি উচ্চ, মহামহিম। ২৫৬. ধর্মের জন্য কোন জোরজবরদস্তি নেই, নিশ্চয়ই সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে। সুতরাং যে 'তাগুৎ'কে (অর্থাৎ যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায় উপকরণকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয়ই সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, জ্ঞানময়। ২৫৭. আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে বিভ্রান্তকারীরা তাদের অভিভাবক। এরা তাদের আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৩৫. রুকূ।। ২৫৮. তুমি কি সে ব্যক্তির (নমরুদের) কথা ভেবে দেখনি যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলল, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই'। ইব্রাহীম বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও'। তখন সে (নমরুদ) হতবুদ্ধি হয়ে গেল। এবং আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ২৫৯. অথবা সেই ব্যক্তির কথা স্মরণ কর, যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে (লোকটি) বলল, 'মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ এটিকে (নগরটিকে) জীবিত করবেন?' তখন তাকে আল্লাহ্ একশত বৎসর মৃত রাখলেন, তারপর তাকে পুণর্জীবিত করলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি (মৃত অবস্থায়) কতক্ষণ ছিলে'? সে বলল, 'একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম'। তিনি বললেন, 'বরং একশত বৎসর (মৃত অবস্থায়) অবস্থান করেছিলে। আর তোমার খাদ্য-সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, উহা অবিকৃত রয়েছে এবং তোমার গাধাটির প্রতি

লক্ষ্য কর। আর (এগুলি এ জন্য যে), আমরা তোমাকে মানব-জাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করব। আর (গাধার) অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, কিভাবে সেগুলিকে আমরা সংযোজিত করি এবং মাংস দ্বারা ঢেকে দিই'। যখন এটি তার নিকট সুস্পষ্ট হল তখন সে বলে উঠল, 'আমি জানি যে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' ২৬০. আরও (স্মরণ কর), যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও'। তিনি বললেন, 'তুমি কি এ বিশ্বাস কর না'? সে বলল, 'নিশ্চয়ই (বিশ্বাস করি), তবে কেবল এ আমার মনকে প্রবোধ দানের জন্য'! তিনি বললেন, 'তবে চারটি পাখি ধর এবং ঐগুলিকে তোমার বশীভূত কর। তারপর তাদের এক এক অংশ পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর ঐগুলিকে ডাক দাও, ঐগুলি দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসবে। জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

৩৬. রুকূ।। ২৬১. যারা আপন ধন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য-বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য দানা। এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী। ২৬২. যারা আল্লাহ্‌র পথে আপন ধন ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং (ঐ দানের বদলে কাউকে) কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ২৬৩. যে দানের পর কষ্ট দেওয়া হয়, তার চেয়ে মিষ্টি কথা বলা এবং ক্ষমা করা উত্তম। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল। ২৬৪. হে বিশ্বাসীগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করো না—ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক-দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি শক্ত পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে মসৃণ করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ২৬৫. পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং নিজের হৃদয়কে শক্তিশালী করার জন্য তাদের ধন দান করে, তাদের তুলনা কোন উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফল-মূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট। বস্তুত তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। ২৬৬. তোমাদের কেউ কি চায় যে তার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকুক যার নীচে দিয়ে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সকল প্রকার ফল-মূল আছে, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয়, আর তার অসহায় দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকে—(এমন অবস্থায়) ঐটিকে (ঐ বাগানকে) এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আক্রমণ করে ও উহা জ্বলে যায় (বিনষ্ট হয়ে যায়)? এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

৩৭. রুকূ।। ২৬৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করে দিই, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর। মন্দ জিনিষ দান করার সঙ্কল্প করো না—যেহেতু তোমরা উহা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক। এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। ২৬৮. শাইতান (কুমন্ত্রণাদাতা) তোমাদের দারিদ্র্যতার ভয় দেখায় এবং জঘন্য কাজে উৎসাহ দেয়, পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ তোমাদের তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। ২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান

করেন, এবং যাকে প্রজ্ঞা প্রদান করা হয় তাকে নিশ্চয়ই প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়, বস্তুত শুধু
জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। ২৭০. যা তোমরা দান কর অথবা যা কিছু তোমরা নজর-
মানত কর, আল্লাহ্ তা অবশ্যই জানেন। এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। ২৭১.
তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে উহা ভাল, আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে
দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল। এবং এতে তিনি তোমাদের কিছু-কিছু পাপ মোচন
করবেন, বস্তুত তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা অবহিত। ২৭২. তাদের সৎপথ গ্রহণের দায় তোমার
নয়, বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর তোমরা যা কিছু দান কর, আল্লাহ্র
সন্তুষ্টির জন্যই তা কর, আর যা কিছু তোমরা দান কর, তার পুরস্কার পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে,
তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। ২৭৩. (দান) অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য। যারা আল্লাহ্র
পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে জীবিকার সন্ধানে ঘোরাফেরা করতে পারে না, কিছু চায় না বলে
অবিবেচক লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে।
তারা লোকের কাছে নাছোড় হয়ে যাচ্ঞা করে না। তোমরা যা কিছু দান কর, আল্লাহ্ তা
সবিশেষ অবহিত। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

৩৮. রুকূ।। ২৭৪. যে সকল লোক রাতদিন গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে,
তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। সুতরাং তাদের কোন ভয়ও নেই
এবং তারা কোন দুঃখও পাবে না। ২৭৫. যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মত দণ্ডায়মান হবে
যাকে শাইতান স্পর্শদ্বারা পাগল করে দিয়েছে। ইহা এজন্য যে তারা বলে, 'বেচাকেনা তো
সুদের মত'। অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। যার কাছে তার
প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে—তারপর সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তা তারই,
এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র অধিকারভুক্ত। আর যারা পুণরায় (সুদ) নিতে আরম্ভ করবে, তারাই
জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ২৭৬. আল্লাহ্ সুদকে ('রিবা')নিশ্চিহ্ন করেন
এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। ২৭৭. যারা বিশ্বাস
করে এবং সৎকার্য করে, নামায যথাযথভাবে পড়ে এবং যাকাত (দান) দেয়, তাদের পুরস্কার
তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই আর তারা কোনরকম দুঃখও পাবে
না। ২৭৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে
দাও, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ২৭৯. যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এ আল্লাহ্ ও
তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ (করার শামিল)। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা (অনুশোচনা) কর, তবে
তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিতও হয়ো না। ২৮০.
যদি (খাতক) অভাবী হয়, তবে তাকে স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি ঋণ মাফ
করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে। ২৮১. আর তোমরা
ভয় কর সেই দিনকে, যেদিনে তোমরা আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার
কর্মের ফল পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে, আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।

৩৯. রুকূ।। ২৮২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে ঋণ-সংক্রান্ত কারবার
করবে, তখন তা লিখে রেখ, এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়,
লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেহেতু আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা (জ্ঞান) দিয়েছেন, সুতরাং সে
যেন লেখে। এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে

ভয় করে। এবং কিছু যেন কম না লেখায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা
লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু
বলে দেয়। এবং তোমাদের পছন্দমত দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে, আর যদি দু'জন পুরুষ না
থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীকে (সাক্ষী করে নেবে), স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল
করলে তাদের অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন যেন তারা
অস্বীকার না করে। আর দেনা কম হোক, কিংবা বেশী হোক, মিয়াদ (নির্দিষ্ট সময়সহ) লিখতে
তোমরা বিরক্ত হয়ো না। আল্লাহ্র নিকট এ ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের
মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-
প্রদান কর তা তোমরা না লিখে রাখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে
বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখ, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত
কর তবে এ তোমাদের জন্য পাপ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। বস্তুত আল্লাহ্ই তোমাদের
শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ২৮৩. আর যদি তোমরা প্রবাসে থাক
এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধক রাখা বৈধ। আর যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে
বিশ্বাস কর, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন (বিশ্বাস বজায় রেখে) আমানত প্রত্যর্পণ করে,
এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, বস্তুত যে তা
গোপন করে, নিশ্চয়ই তার অন্তর পাপী। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।

৪০. রুকূ।। ২৮৪. দ্যুলোকে-ভূলোকে (আকাশে ও যমীনে) যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্র।
বস্তুত তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের
নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি
দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২৮৫. রাসূল, তার প্রতি তার প্রতিপালকের
পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং বিশ্বাসীগণও সকলে
আল্লাহ্তে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে।
(তারা বলে), 'আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না'। আর তারা বলে, 'আমরা
শুনেছি এবং পালন করেছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই
কাছে আমরা ফিরে যাব'। ২৮৬. আল্লাহ্ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন
না। ভাল এবং মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তারই (প্রতিদান পাবে)। 'হে আমাদের প্রতিপালক!
যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করো না। হে আমাদের
প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর
তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ
করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর,
আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের
বিরুদ্ধে আমাদের জয়যুক্ত কর।'

৩. সূরা আল-ই ইমরাণ[১৯]

২০ রুকূ ॥ ২০০ আয়াত ॥ ৩৫৪২ শব্দ ॥ ১৫৩২৬ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্‌র গুণ, কিতাব সমূহ, জ্ঞানীগণের দুআ, বদর যুদ্ধের দৃষ্টান্ত, জান্নাত, মুমিনের লক্ষণ ও দুআ, নাবীঘাতক প্রভৃতি কেতাবীগণ, কিয়ামাত, মারইয়ামের জন্ম, হাযরাত যাকারিয়ার দুআ, হাযরাত ঈসা আ-এর জন্ম ও ওফাৎ, তাওহীদ, ফাসেক, সর্ববস্তুর ইসলাম, নাবীগণের উপর ঈমান, ইস্রাঈলীদের খাদ্য, দান, কাবা, হজ্, আল্লাহ্‌র রজ্জু, তাঁর এহ্‌সান, ইয়াহুদীদের পতনবার্তা, ওহুদ ও বদর যুদ্ধ, সূদ, ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর মৃত্যু সংবাদের প্রতিক্রিয়া, নাবীগণের ধৈর্য্য ও দুআর নজীর, ইস্রাঈলীদের আল্লাহ্‌কে অভাবগ্রস্ত ও নিজেকে অভাবশূণ্য বলা, আল্লাহ্‌র নিদর্শন, বিজ্ঞের পরিচয় ও দুআ, কাফেরের আড়ম্বর, মুমিন, কেতাবী উপদেশ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১. রুকূ।। ১. আলীফ্-লাম্-মীম্; ২. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই,[২০] তিনি চিরঞ্জীব ও অনাদি। ৩. তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা ওর পূর্বের কিতাবের সমর্থক। ৪. পূর্বে তিনি মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি ফোরকান (ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসাকারী রূপে কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। বস্তুত আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক। ৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে দ্যুলোক-ভূলোকের কোন কিছুই গোপন নেই। ৬. তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৭. তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিৎনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। এবং যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।' বস্তুত বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। ৮. 'হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বিকৃত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের করুণা দাও (দান কর), তুমিই মহাদাতা। ৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না'।

২. **রুকূ**।। ১০. যারা অবিশ্বাস করে, তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নিকট কোন কাজে লাগবে না এবং এ সকল লোকই জাহান্নামের (নরকের) ইন্ধন হবে। ১১. ফেরাউনের বংশধরগণও তাদের পূর্ববর্তীগণের মত আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদের শাস্তিদান করেছিলেন, বস্তুত আল্লাহ্ দণ্ডদানে অত্যন্ত কঠোর। ১২. যারা অবিশ্বাস করে তাদের বল, 'তোমরা শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং তোমাদের জাহান্নামে (নরকে) একত্রিত করা হবে। এবং উহা অতি মন্দ স্থান।' ১৩. দুটি দলের (বদর যুদ্ধে) পরস্পর সম্মুখীন

হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একদল আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করছিল, এবং অন্যদল অবিশ্বাসী ছিল। তারা (অবিশ্বাসীগণ) চোখের দেখায় ওদের (মুসলমানদের) দিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য উপদেশ রয়েছে। ১৪. নারী, সন্তান, সোনা ও রূপার ভাণ্ডার এবং পছন্দসই ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। ১৫. বল, আমি কি তোমাদের এ সব বস্তু হতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা সাবধান হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ তাঁর দাসদের দ্রষ্টা। ১৬. যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই, আমরা বিশ্বাস করেছি; অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর'। ১৭. তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দাতা (সৎপথে ব্যয়কারী) এবং প্রভাতকালে (শেষ রাতে) ক্ষমাপ্রার্থী। ১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। ফিরিশ্‌তাগণ এবং ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ্ ঘ্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং তিনি ন্যায়-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (পারার অর্ধাংশ)। ১৯. নিশ্চয়ই, ইসলাম আল্লাহ্‌র একমাত্র ধর্ম। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরও তাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করবে, নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। ২০. অতঃপর যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি বল, 'আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করেছি'। এবং যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের ও নিরক্ষরদের বল, 'তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ'? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কেবল প্রচার করা কর্তব্য। বস্তুত আল্লাহ্ দাসদের (বান্দা) দ্রষ্টা।

৩. **রুকূ**।। ২১. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে, নাবীগণকে অযথা বধ করে এবং যে সকল লোক ন্যায়-সঙ্গত আদেশ দেয় তাদেরও বধ করে, তুমি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। ২২. এইসব লোকের ইহকাল ও পরকালের কার্যাবলী নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। ২৩. তুমি কি তাদের দেখনি যাদের কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছিল? তাদের আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল যাতে উহা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; অতঃপর তাদের একদল ফিরে দাঁড়ায় আর তারাই মুখ ফিরিয়ে নেয়। ২৪. এ জন্য যে তারা বলে, 'নির্দিষ্ট কিছুদিন ব্যতীত জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না।' তাদের নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন তাদের প্রবঞ্চিত করেছে। ২৫. কিন্তু সেই দিন (শেষ বিচারের দিন), যে দিনের কোন সন্দেহ নেই, তাদের কি অবস্থা হবে? যে দিন আমি তাদের একত্র করব। এবং প্রত্যেককে তার অর্জিত কার্যের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেওয়া হবে, এবং তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। ২৬. বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্যদান কর, এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও, এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর,

আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। (যাবতীয়) কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২৭. তুমি রাতকে দিনে, দিনকে রাতে পরিবর্তন কর, এবং তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর। ২৮. বিশ্বাসীগণ যেন বিশ্বাসীদের ছাড়া অবিশ্বাসীদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের কাছ থেকে কোন ভয় আশঙ্কা কর তবে তোমরা তাদের সম্বন্ধে সতর্কতার সাথে সাবধানে থাকবে। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছেন। এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন। ২৯. বল, 'তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন রাখ, কিংবা প্রকাশ কর, আল্লাহ্ তা অবগত আছেন, এবং আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাও অবগত আছেন এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান'। ৩০. যেদিন (শেষ বিচারের দিন) প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজ করেছে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তা বিদ্যমান পাবে, সেদিন সে কামনা করবে তার ও ওর (কর্মফলের) মধ্যে বহু দূর ব্যবধান। বস্তুত আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছেন। আর আল্লাহ্ দাসদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

৪. রুকূ।। **৩১.** বল 'তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। ৩২. বল, 'আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও'। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না। ৩৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদম, নূহ্ ও ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরাণের[২১] বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। ৩৪. বংশানুক্রমে এরা পরস্পর পরস্পরের বংশধর, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৩৫. (স্মরণ কর), যখন ইমরাণের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি (স্বেচ্ছায়) উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। ৩৬. অতঃপর যখন সে (ইমরাণের স্ত্রী) ওকে (সন্তান) প্রসব করল তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি'। বস্তুত আল্লাহ্ সম্যক অবগত সে যা প্রসব করেছে। 'ছেলে তো মেয়ের মত নয়, আমি তার নাম মারইয়াম রেখেছি। এবং অভিশপ্ত শাইতান হতে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ নিচ্ছি'। ৩৭. অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে ভালভাবেই গ্রহণ করেন এবং তাকে ভালভাবেই মানুষ করেন এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সঙ্গে দেখা করতে যেত তখনই তার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, 'হে মারইয়াম! এ সব তুমি কোথা থেকে পেলে'? সে বলত, 'উহা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।' নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন। ৩৮. সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী'। ৩৯. যখন (যাকারিয়া) কক্ষে নামাযে রত ছিল তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাকে সম্বোধন করে বলল, 'নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহ্‌র বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নাবী।' ৪০. সে (যাকারিয়া) বলল, 'হে আমার

প্রতিপালক! আমার পুত্র হবে কি রূপে? আমার তো বার্ধক্য এসেছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা!' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই!' আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন। ৪১. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও'। তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিনদিন তুমি ইঙ্গিতে ব্যতীত কথা বলতে পারবে না। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।'

৫. রুকূ।। ৪২. (স্মরণ কর), যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলেছিল, 'হে মারইয়াম! আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীর মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। ৪৩. হে মারইয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সাজদা (মাথা নত) কর এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ কর।' ৪৪. এ অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে ঐশী-বাণী দ্বারা অবহিত করছি। তুমি তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ[২২] করছিল মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে নেবে, এই উদ্দেশ্যে? এবং যখন তারা (এ ব্যাপারে) বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না। ৪৫. (স্মরণ কর), যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলল, 'হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটি কথার সুসংবাদ দিচ্ছেন। যার নাম হবে মসীহ্,[২৩] মারইয়াম-পুত্র ঈসা। সে হবে ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম। ৪৬. সে (ঈসা) দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।' ৪৭. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কিভাবে'? তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই'। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন 'হও' ('কুন্') তখনই তা হয়ে যায়। ৪৮. আর তিনি (আল্লাহ্) তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, প্রজ্ঞা, তাওরাত ও ইঞ্জিল। ৪৯. এবং (তিনি) বনি-ইস্রাঈলদের জন্য তাকে রাসূল করবেন। সে বলবে, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করব। অতঃপর আমি তাতে ফুঁ দেব, ফলে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে সেটা পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবন্ত করব। আর তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর ও জমা করে রাখ তা তোমাদের বলে দেব। নিশ্চয়ই, এতে তোমাদের জন্য অবশ্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ৫০. আর আমি এসেছি আমার কাছে যে তাওরাত আছে, তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকগুলিকে বৈধ করতে, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন এনেছি, সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর। ৫১. আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, এবং তোমাদের প্রতিপালক সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা করবে—এটিই সরল পথ'। ৫২. যখন ঈসা তাদের অবাধ্যতা উপলব্ধি করল তখন সে বলল, 'আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী?' শিষ্যগণ (হাওয়ারীগণ[২৪]) বলল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করেছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি (এ কথার) সাক্ষী থাক। ৫৩. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং

আমাদের সত্য সমর্থকদের তালিকাভুক্ত করে নাও'। ৫৪. তারা (অবিশ্বাসীরা) শঠতা করল, এবং আল্লাহ্ও কৌশল করলেন। বস্তুত আল্লাহ্ উত্তম কৌশলী। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)।**

৬. রুকূ।। ৫৫. (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের মধ্য থেকে তোমাকে পবিত্র (মুক্ত) করছি। আর তোমার অনুসারিগণকে কিয়ামাত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপর জয়ী করে রাখব, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন (ঘটবে)। তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটছে তার মীমাংসা করে দেব। ৫৬. যারা অবিশ্বাস করেছে আমি তাদের ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। ৫৭. আর যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে।' বস্তুত আল্লাহ্ অত্যাচারিগণকে ভালবাসেন না। ৫৮. যা আমি তোমার কাছে পাঠ করছি তা নিদর্শন ও সারগর্ভ বাণী থেকে। ৫৯. নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন 'হও', ফলে সে হয়ে গেল। ৬০. (এ) সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে, সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৬১. তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে (ঈসা সম্পর্কে) তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল, 'এস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের, অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং রাখি মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ। ৬২. নিশ্চয়ই এ সত্য কাহিনী আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়'। ৬৩.অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ ঈসা সম্বন্ধে সত্য গল্পকে অস্বীকার করে), তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কলহকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

৭. রুকূ।। ৬৪. তুমি বল, 'হে ধর্মগ্রন্থধারিগণ (আহ্লে কিতাবগণ)! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও উপাসনা করি না, কোন কিছুকেই তাঁর অংশী করি না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাকেও প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করে না।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, 'আমরা আত্মসমর্পণকারী, তোমরা সাক্ষী থাক।' ৬৫. হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, যখন তাওরাত ও ইঞ্জিল তার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল? তোমরা কি বুঝ না? ৬৬. দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল তোমরা সে বিষয়ে তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? বস্তুত আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও। ৬৭. ইব্রাহীম খৃষ্টানও ছিল না, ইয়াহুদীও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। ৬৮. যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নাবী ও বিশ্বাসিগণ মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম। এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। ৬৯. ঐশীগ্রন্থধারীদের এক দল তোমাদের বিপথগামী করতে চেয়েছিল; অথচ তারা তাদের নিজেদেরই বিপথগামী করে, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। ৭০. হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! তোমরা কেন আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার কর, যখন তোমরাই (সত্যতার) সাক্ষ্য বহন কর? ৭১. হে

ঐশীগ্রন্থধারীগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমরা তা জান।

৮. রুকূ।। ৭২. ঐশীগ্রন্থধারীদের এক দল বলল, 'যারা বিশ্বাস করেছে তাদের প্রতি (অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি) যা অবতীর্ণ হয়েছে, দিনের প্রথম ভাগে তার প্রতি বিশ্বাস কর, এবং দিনের শেষ ভাগে তা অস্বীকার কর, হয়তো তারা (ইসলাম থেকে) ফিরতে পারে। ৭৩. এবং যারা তোমার মতাদর্শের অনুসরণ করে তাদের ব্যতীত আর কাকেও বিশ্বাস করো না।' বল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নির্দেশিত পথই পথ'। (বিশ্বাস করো না) 'তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ অন্য কাকেও দেওয়া হবে অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করবে।' বল, 'অনুগ্রহ আল্লাহ্রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ'। ৭৪. যাকে ইচ্ছা তিনি নিজের অনুগ্রহের জন্য বিশেষ করে বেছে নেন। এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। ৭৫. ঐশীগ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও (চাওয়া মাত্র) ফেরৎ দেবে; এবং এমন লোকও আছে যার নিকট একটি দীনার (রৌপ্য মুদ্রা) ও আমানত রাখবে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে ফেরৎ দেবে না, এই কারণে যে, তারা বলে, 'এই অশিক্ষিতদের প্রতি আমাদের কোন দায়িত্ব নেই'। এবং তারা জেনে-শুনে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা বলে। ৭৬. হ্যাঁ, যে তার অঙ্গীকার পালন করে এবং সাবধান হয়ে চলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সাবধানীদের ভালবাসেন। ৭৭. যারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না, এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। ৭৮. তাদের মধ্যে এক দল লোক এমনও আছে যারা এরূপভাবে জিভ্ নেড়ে নেড়ে পড়ে বা পাঠ করে যাতে তোমরা মনে কর সেটা আল্লাহ্র কিতাব, কিন্তু উহা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে 'উহা আল্লাহ্র নিকট থেকে', কিন্তু উহা আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রেরিত নয় এবং তারা জেনে-শুনে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা বলে। ৭৯. (হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ!) কোন মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নাবুয়্যত দান করেন, তারপর সে লোকদের বলে, 'তোমরা আল্লাহ্ ছেড়ে আমার দাস হয়ে যাও'। বরং সে বলবে, 'তোমরা রব্বাণী হও (এক উপাস্যের সাধক হও), যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।' ৮০. এবং ফিরিশ্তাগণকে ও নাবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদের নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর (আত্মসমর্পণকারীর পদমর্যাদা পাবার পর) সে কি তোমাদের কাফির (সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী) হতে বলবে?

৯. রুকূ।। ৮১. আর যখন আল্লাহ্ নাবীদের অঙ্গীকার নিলেন যে, 'আমি তোমাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা (হিকমাত) দিচ্ছি—তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে, যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং অবশ্য তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে'? তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম'। তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের

সাক্ষী রইলাম'। ৮২. অতএব এর পর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা (অবশ্যই) সত্যত্যাগী। ৮৩. তারা কি আল্লাহ্‌র ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায়? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে! এবং তাঁরই কাছে তারা ফিরে যাবে। ৮৪. বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইস্‌মাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদান করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি, আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্ম-সমর্পণকারী'। ৮৫. এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। ৮৬. বিশ্বাসের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্যপ্রত্যাখ্যান করে (সে সম্প্রদায়কে) আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথের নির্দেশ দেবেন? এবং আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথের নির্দেশ দেন না। ৮৭. এ সকল লোকের প্রতিফল এই যে, এদের উপর আল্লাহ্‌র, ফিরিশ্‌তাগণের এবং মানুষের সকলেরই অভিশাপ। ৮৮. তারা (জাহান্নামে) স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদের বিরামও দেওয়া হবে না। ৮৯. তবে এর পর যারা তাওবা করে (অনুতপ্ত হয়), ও নিজেদের সংশোধন করে (তাদের রেহাই)। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯০. নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং যাদের অবিশ্বাস-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তাওবা কখনও মঞ্জুর করা হয় না। এবং এরাই তো পথভ্রষ্ট। ৯১. নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পক্ষে পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও কখনও কবুল করা হবে না। এ সকল লোকের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

৩য় পারা সমাপ্ত

৪র্থ পারা।। লান্‌তানালুল্‌বির্‌রা হাত্‌তা তুনফেকূ মিম্মা

১০. রুকূ।। ৯২. তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মমতার (তোমরা যে জিনিষ ভালবাস) জিনিষ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ৯৩. তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইস্রাঈল[২৫] নিজের জন্য যা অবৈধ করেছিল তা ব্যতীত বনি ইস্রাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই বৈধ ছিল। 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর।' ৯৪. এরপরও যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা দোষ দেয়, তারাই অত্যাচারী বা সীমালংঘনকারী। ৯৫. বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত নয়।' ৯৬. নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মাক্কায়), উহা আশিস-প্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারী। ৯৭. ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থান (মাকামে ইব্রাহীম)। এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। এবং যে অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ জগতের উপর নির্ভরশীল নয়। ৯৮. বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার কর? যখন তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সাক্ষী'। ৯৯. বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! যখন তোমরাই সাক্ষী তখন যারা বিশ্বাস করেছে আল্লাহ্‌র পথকে বাঁকা করার উদ্দেশ্যে তাদের কেন তা থেকে ফিরিয়ে দাও? আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।' ১০০. হে বিশ্বাসীগণ! যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে (আহ্‌লে কিতাব) তোমরা যদি তাদের দলবিশেষের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদের বিশ্বাসের পর আবার অস্বীকারকারীদের দলভুক্ত করবে। ১০১. এবং কিরূপে তোমরা অবিশ্বাস করবে? যখন আল্লাহ্‌র আয়াত তোমাদের নিকট পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মধ্যেই তাঁর রাসূল রয়েছে। এবং যে আল্লাহ্‌কে অবলম্বন করবে সে অবশ্যই সরল পথ পাবে।

১১. রুকূ।। ১০২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং (দেখ), তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মরো না। ১০৩. এবং তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রশিকে (ধর্ম বা কুরআনকে) শক্ত করে ধর, এবং (পরস্পর) বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই (ভাই) হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের (জাহান্নামের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) তা থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। ১০৪. তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে; এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য থেকে নিষেধ করবে, এবং এ সকল লোকই হবে সফলকাম। ১০৫. এবং তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে ও নিজের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে

মহাশাস্তি। ১০৬. সেদিন কতকগুলো মুখ সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখ কাল হবে। যাদের মুখ কাল হবে (তাদের বলা হবে), বিশ্বাসের পর কি তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে? সুতরাং তোমরা যা অবিশ্বাস করেছিলে তার জন্য শাস্তি ভোগ কর। ১০৭. আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহ্‌র অণুগ্রহে থাকবে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। ১০৮. এগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, তোমার নিকট সঠিকভাবে পড়ছি, এবং আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি অত্যাচার করতে চান না। ১০৯. এবং আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র; আল্লাহ্‌রই কাছে সব কিছু ফিরে যাবে।

১২. রুকূ।। ১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানব জাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর আর অসৎকার্য (করা থেকে) নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর। এবং যদি ঐশীগ্রন্থধারীগণ বিশ্বাস করত তবে উহা তাদের জন্য ভাল হত, তাদের মধ্যে বিশ্বাসী আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্য-ত্যাগী। ১১১. সামান্য ক্লেশ দেওয়া ছাড়া কদাচ তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তখন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। ১১২. আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদের পাওয়া গেছে সেখানেই তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়েছে। এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করত এবং অন্যায়রূপে নাবীগণকে হত্যা করত, এ কারণে যে তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করেছিল। ১১৩. তারা সকলে এক রকম নয়। ঐশীগ্রন্থধারীদের মধ্যে একদল আছে অবিচলিত; তারা রাতের গভীরে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করে। ১১৪. তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, আর অসৎকার্য (করা থেকে) নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। ১১৫. এবং তারা যা কিছু উত্তম কাজ করেছে তার প্রতিদান হতে তাদের কখনও বঞ্চিত করা হবে না। বস্তুত আল্লাহ্ সাবধানীদের সম্বন্ধে অবহিত। ১১৬. নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করে তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নিকট কখনও কোন কাজে লাগবে না। তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। ১১৭. তারা যা কিছু পার্থিব জীবনে ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ুর মত, যা যে-জাতি নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে। ১১৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের বিভ্রান্ত (অনিষ্ট) করতে ত্রুটি করবে না, যা তোমাদের বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং যা তাদের অন্তর গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর। ১১৯. দেখ! তোমরা বন্ধু ভেবে তাদের ভালবাস; কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না। এবং তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস কর (কিন্তু তারা তোমাদের কিতাবে বিশ্বাস করে না), এবং যখন তারা তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি'। কিন্তু যখন তারা একা হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙুল দাঁতে কাটে। বল, 'আক্রোশেই তোমরা মর।' নিশ্চয়ই

আল্লাহ্ অন্তরে যা রয়েছে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ১২০. যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয় তারা দুঃখিত হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা আনন্দিত হয়। এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল (তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর) তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

১৩. রুকূ।। ১২১. এবং (স্মরণ কর), যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট থেকে প্রত্যুষে বার হয়ে যুদ্ধের (ওহুদের যুদ্ধ) জন্য বিশ্বাসীদের ঘাঁটি ঠিক করে দিচ্ছিলে; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দু দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ ছিলেন উভয়ের সহায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহ্‌র প্রতিই নির্ভর করা। ১২৩. এবং নিশ্চয়ই বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন তখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১২৪. (স্মরণ কর), যখন তুমি বিশ্বাসীগণকে বলেছিলে, 'যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার প্রেরিত ফিরিশ্‌তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কি তোমাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে না?' ১২৫. হ্যাঁ-নিশ্চয়ই, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশ্‌তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।** ১২৬. আর এ তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন যাতে তোমাদের মন শান্ত থাকে এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই হয়, ১২৭. এই জন্য যে, তিনি অবিশ্বাসীদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন অথবা লাঞ্ছিত করবেন; তখন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। ১২৮. এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, তিনি (আল্লাহ্) তাদের প্রতি ক্ষমা করবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন, কারণ তারা অত্যাচারী। ১২৯. এবং আকাশে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৪. রুকূ।। ১৩০. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে (দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বা চক্রবৃদ্ধি হারে) সুদ খেয়ো না, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। ১৩১. এবং তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। ১৩২. আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার। ১৩৩. তোমরা প্রতিযোগিতা কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতের জন্য, যার সীমানা আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা (মুত্তাকীদের) সাবধানীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, বস্তুত আল্লাহ্ কল্যাণকারীদের ভালবাসেন। ১৩৫. আর যারা (অনিচ্ছাকৃতভাবে) কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের (গুনাহ্) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা (অপরাধ) করে ফেলে তা জেনে-শুনে করে না। ১৩৬. ঐ সকল লোকের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা এবং জান্নাত, যার নীচে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (এবং সৎকর্মশীলদের) কতই না উত্তম পুরস্কার। ১৩৭. অতীতে তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ছিল, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমন কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম!

১৩৮. এ মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সাবধানীদের জন্য দিশারী ও উপদেশ। ১৩৯. আর তোমরা হীনবল হয়োনা এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই হবে শ্রেষ্ঠ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও! ১৪০. তোমাদের যদি কোন আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। এবং মানুষের মধ্যে এ (বিপদের) দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি অদল-বদল করে থাকি, যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কিছুকে সাক্ষী করে রাখতে পারেন, এবং আল্লাহ্ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না। ১৪১. এবং যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণকে পরিশোধন ও অবিশ্বাসীদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। ১৪২. তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্, তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল না জানছেন! ১৪৩. এবং নিশ্চয়ই, তোমরা মৃত্যুর সম্মুখীন হবার পূর্বে উহা (মৃত্যু) কামনা করতে, এখন তোমরা তো তা চোখে দেখছ?

১৫. রুকূ ॥ ১৪৪. মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছু নয়; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সে কখনও আল্লাহ্র কিছু ক্ষতি করতে পারে না। এবং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কৃত করবেন। ১৪৫. এবং আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কারও মৃত্যু হবে না, কেন না ঐটির (মৃত্যুর) মিয়াদ অবধারিত। আর যে কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইবে আমি তাকে তার কিছু দেব এবং যে কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইবে আমি তাকে তার কিছু দেব এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করব। ১৪৬. এবং কত নাবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে ছিল বহু রব্বাণী (এক উপাস্যের সাধক বা সুপণ্ডিত ব্যক্তি)। আল্লাহ্র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বলও হয়নি এবং নত হয়নি। বস্তুত আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন। ১৪৭. এবং তাদের (মুখে) এ কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা ছিল না—'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং কার্যে বাড়াবাড়ি তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর'। ১৪৮. অতঃপর আল্লাহ্ তাদের পার্থিব পুরস্কার এবং পারলৌকিক উত্তম পুরস্কার দান করেন। এবং আল্লাহ্ পরোপকারীদের পছন্দ করেন।

১৬. রুকূ ॥ ১৪৯. হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা অবিশ্বাসীদের অনুগত হও তবে তারা তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। ১৫০. আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। ১৫১. যারা অবিশ্বাস করে তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহ্র অংশী করেছে। যার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ পাঠান নি। জাহান্নাম তাদের নিবাস। এবং অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট! ১৫২. আর আল্লাহ্ অবশ্য তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন, যখন তোমরা তোমাদের আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদের বিনাশ করছিলে এবং যতক্ষণ না তোমরা সাহস হারিয়েছিলে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে এবং যা তোমরা পছন্দ কর তা (জয়) তোমাদের দেখান সত্ত্বেও তোমরা অবাধ্য হয়েছিলে। তোমাদের কতক ইহকাল চেয়েছিল এবং কতক পরকাল চেয়েছিল। সুতরাং তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের তা থেকে ফিরিয়ে দিলেন। তবুও (কিন্তু) তিনি তোমাদের ক্ষমা করলেন। এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল। ১৫৩. (স্মরণ কর) তোমরা যখন উপরের

দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলে এবং পিছনে কারও প্রতি লক্ষ্য করছিলেনা যদিও রাসূল তোমাদের পিছন দিক থেকে আহ্বান করছিল। ফলে, তিনি তোমাদের দুঃখের উপর দুঃখ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত হবেনা। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত। ১৫৪. অতঃপর তিনি তোমাদের দুঃখের পর নিরাপত্তা প্রদান করলেন, যা তোমাদের এক দলকে তন্দ্রাভিভূত করেছিল এবং একদল প্রাক-ইসলামী অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তর ধারণা করে নিজেরাই নিজেদের উদ্বিগ্ন করেছিল এ বলে যে 'আমাদের কিছু করণীয় আছে?' বল, 'সমস্ত বিষয় আল্লাহ্রই অধীন।' যা তারা তোমার নিকট প্রকাশ করে না তা তারা তাদের অন্তরে গোপন রাখে। তারা বলত, 'যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু করণীয় থাকত তবে এখানে নিহত হতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিল তারা নিজেদের শয়ন স্থানে (মৃত্যু স্থানে) বার হত', এবং আল্লাহ্ এভাবে তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। ১৫৫. যেদিন দু দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শাইতানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

১৭. রুকূ ॥ ১৫৬. হে বিশ্বাসীগণ! যারা অবিশ্বাস করে তাদের মত হয়ে যেয়ো না, এবং যখন তাদের ভ্রাতাগণ দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়—তখন তারা তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তবে তারা মরত না'। ফলত আল্লাহ্ এটিই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন। বস্তুত আল্লাহ্ই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা। ১৫৭. এবং যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর তবে তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম আল্লাহ্র ক্ষমা এবং দয়া। ১৫৮. এবং তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে তোমাদের আল্লাহ্র নিকটেই একত্রিত করা হবে। ১৫৯. আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর এবং তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। ১৬০. আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করলে কেউই তোমাদের উপর জয়ী থাকবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া আর কে সে যে তোমাদের সাহায্য করবে? এবং বিশ্বাসীগণের আল্লাহ্রই উপর নির্ভর করা উচিত। ১৬১. নাবী অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করবে, এ অসম্ভব! যে অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করবে যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করেছিল, কিয়ামাতের দিন সে তা নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর (সেদিন) প্রত্যেকে যে যা অর্জন করেছে তা পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। ১৬২. আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট, যে তারই অনুসরণ করে সে কি ওর মত যে আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই (নরকই) যার বাসস্থান? এবং উহা নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। ১৬৩. আল্লাহ্র নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা। ১৬৪. আল্লাহ্ অবশ্যই বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের

নিজেদের মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করে। সে (নাবী) তাঁর আয়াতগুলি তাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাদের পরিশোধন করে এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয় এবং তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। **(পারার অর্ধাংশ)**। ১৬৫. যখন তোমাদের উপর (ওহুদের যুদ্ধের বিপদ) এসেছিল, যার দ্বিগুণ বিপদ (বদরের যুদ্ধে) তোমরা ঘটিয়েছিলে, তখন তোমরা বলেছিলে, 'এ কোথা থেকে এল'? বল, (হে মুহাম্মাদ!) এ তোমাদের নিজেদেরই কাছ থেকে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ১৬৬. যেদিন দু দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই ঘটেছিল। যাতে তিনি বিশ্বাসীগণকে (ভালরূপে) জানতে পারেন। ১৬৭. এবং স্বার্থপর সুযোগসন্ধানীদের (মুনাফিকদের) ভালরূপে জানতে পারেন। এবং তাদের বলা হয়েছিল, 'এস তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরক্ষা কর'। তারা বলেছিল, 'যদি জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম'। সেদিন তারা বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের নিকটতর ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তা তারা মুখে বলে, তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত। ১৬৮. যারা (ঘরে) বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলত যে তারা তাদের কথা মত চললে নিহত হত না, তাদের বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদের মৃত্যু হতে রক্ষা কর'। ১৬৯. যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ১৭০. আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত। এবং (যুদ্ধের সময়) তাদের পিছনের যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এ জন্য যে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ১৭১. আল্লাহ্র (অনন্ত) উপকার ও অনুগ্রহের জন্য তারা (বিশ্বাসীগণ) আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

১৮. রুকূ ॥ ১৭২. আঘাত পাবার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং সাবধান হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ১৭৩. এদের লোকে বলেছিল যে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর।' কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট; এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক (সাফল্য দানকারী)।' ১৭৪. তারপর তারা আল্লাহ্র অবদান ও অনুগ্রহ সহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল। ১৭৫. শাইতানই তোমাদের মধ্যে যে তার বন্ধু তাদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমরা তাদের ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর। ১৭৬. আর যারা দ্রুতগতিতে অবিশ্বাস করে, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাদের কোন অংশ দেবার ইচ্ছা করেন না, তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ১৭৭. যারা বিশ্বাসের বিনিময়ে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে তারা কখনও আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। ১৭৮. এবং অবিশ্বাসীগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে আমি তাদের মঙ্গলের জন্য কাল বিলম্বিত করি, আমি কাল বিলম্বিত করি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ১৭৯. অসৎকে সৎ হতে

পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ সে অবস্থায় বিশ্বাসীগণকে ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা আল্লাহ্র কাজ নয়, তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের বিশ্বাস কর। তোমরা বিশ্বাস করলে ও সাবধান হয়ে চললে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ১৮০. এবং তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে আল্লাহ্ তাদের যা দিয়েছেন তাতে কৃপণতা করলে তাতে (কৃপণতা করাতে) মঙ্গল আছে। বরং এ (কৃপণতা) তাদের জন্য অমঙ্গল। তারা যে ধনে কৃপণতা করে কিয়ামাতের দিন ঐটিই তাদের গলার বেড়ি হবে। আকাশ পৃথিবীর চরম স্বত্বাধিকার আল্লাহ্রই। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

১৯. রুকূ ॥ ১৮১. আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে, 'আল্লাহ্ অভাবগ্রস্থ ও আমরা অভাবমুক্ত'। তারা যা বলেছে তা এবং নাবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব এবং বলব, 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর'। ১৮২. এ তোমাদের হস্ত যা পূর্বে পাঠিয়েছে (অর্থাৎ তোমাদের কৃতকর্মের ফল) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দাসদের প্রতি অত্যাচারি নন। ১৮৩. যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে (এমন) কুরবাণী না করবে যা অগ্নি-গ্রাস করবে', (হে মুহাম্মাদ!) তাদের তুমি বল, 'আমার পূর্বে অনেক রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যা বলছো তা সহ তোমাদের নিকট এসেছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাদের হত্যা করেছিলে'? ১৮৪. তারা যদি তোমার উপর মিথ্যা আরোপ করে, তোমার পূর্বে যেসব রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন, অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল তাদের উপরও তো মিথ্যা আরোপিত হয়েছিল। ১৮৫. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে (জীব মরণশীল)। কিয়ামাতের দিন তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে। যাকে আগুন (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে সেই সফলকাম; এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। ১৮৬. (হে বিশ্বাসীগণ!) নিশ্চয়ই তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং অংশীবাদীদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তা হবে কর্মে দৃঢ়সংকল্প। ১৮৭. (স্মরণ কর), যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, 'তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।' এর পরও তারা তা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট! ১৮৮. যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে এরূপ তুমি কখনও মনে করো না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ১৮৯. আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্রই; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২০. রুকূ ॥ ১৯০. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে), 'হে আমাদের প্রতিপালক!

৪. সূরা নিসা[২৬]

২৪ রুকূ ।। ১৭৬ আয়াত ।। ৩৭২০ শব্দ ।। ১৬৬৬৭ অক্ষর ।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্-ভীতি, মানব সৃষ্টি, বহু বিবাহ, অনাথের মাল, আল্লাহ্র নির্দেশ পালন, অংশ বন্টন, মৃত্যুকালের শেষ উপদেশ, ব্যভিচারিণীর শাস্তি, শুদ্ধ-অশুদ্ধ তাওবা (অনুশোচনা), পিতার ধন-সম্পদে কন্যার এবং স্বামীর ঐশ্বর্যে স্ত্রীর অধিকার, নারীর মর্যাদা, স্ত্রীকে প্রদত্ত ধন-সম্পদ বিনা অনুমতিতে নেওয়া অসিদ্ধ, যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ, ক্রীতদাসীর বিবাহ, নরহত্যা, অনাথের সম্পদ আত্মসাৎ করা মহাপাপ, বড় পাপ কোনটি, নারী পুরুষের অংশ, পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, দাম্পত্য-জীবনের করণীয় কাজ। নেশা, স্নান, পবিত্র মাটি, পরকালের শাস্তি ও শান্তি, সুবিচার, তর্কের মীমাংসা, কপটদের আচরণ, জিহাদ,

২. **রুকূ** ।। ১১. আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যাব অংশের সমান, কিন্তু দুই-এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, সে নিঃসন্তান হলে এবং শুধু পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ, তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, এ (সবই) সে যা অসিয়ৎ (মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশনামা) করে তা দেবার পর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা তো জাননা তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। এ আল্লাহ্র বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১২. তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, এবং তাদের সন্তান থাকলে, তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। এ তারা যা অসিয়ৎ করে তা দেবার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক ভাই ও বোন (বৈপিত্রেয় ভাই-বোন) থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে, ইহা যা অসিয়ৎ করা হয় তা দেবার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি এ কারও জন্য হানিকর না হয়। এ আল্লাহ্র নির্দেশ, বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। ১৩. এসব আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। এবং যে আল্লাহ্র ও রাসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে স্থান দান করবেন, যার নীচে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহাসাফল্য। ১৪. পক্ষান্তরে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি।

৩. **রুকূ** ।। ১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চার জনের সাক্ষী নেবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন। ১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন এতে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হবে তাদের উভয়কে শাস্তি দেবে, তবে যদি তারা তাওবা[২৮] করে এবং সংশোধন করে নেয় তবে তাদের রেহাই দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৭.আল্লাহ্ অবশ্যই সেই সব লোকের তাওবা গ্রহণ করবেন যারা ভুল বশতঃ মন্দ কাজ করে; এরাই তো তারা যাদের আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১৮. এবং (আজীবন) যারা মন্দ কাজ করে তাদের জন্য তাওবা নয়, আর তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবা করছি'। আর যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মরে তাদের জন্যও তাওবা নয়। এরাই তো তারা যাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। ১৯. হে বিশ্বাসীগণ! জোরজবরদস্তি করে নারীদের তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়; তোমরা তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের উৎপীড়ণ করো না। যদি না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে; তোমরা যদি তাদের ঘৃণা কর তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। ২০. আর যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর

অর্থও দিয়ে থাক তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না, তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে? ২২. কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা পরস্পর সহবাস করেছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে? ২১. নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, অবশ্য যা অতীতে হয়ে গেছে তা নিশ্চয়ই অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

৪. **রুকূ** ।। ২৩. তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে (অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ বৈধ নয়), তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগিনী, ফু ফু (পিতার বোন), খালা (মাতার বোন), ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শ্বাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমার অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের (কন্যাদের মাতার) সাথে সহবাস না হয়ে থাকে তবে তাতে তোমাদের (বৈধভাবে সঙ্গত হওয়া) কোন দোষ নেই। এবং তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ (করাকে নিষিদ্ধ) করা হয়েছে। কিন্তু যা গত, তা গত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৪র্থ পারা সমাপ্ত

৫ম পারা ।। ওয়ালমোহ্স্বানাতো মিনান্ নিসায়ে ইল্লা মা

২৪. এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ আল্লাহ্‌র বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থের বিনিময়ে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদের তোমরা উপভোগ করবে তাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ২৫. আর তোমাদের মধ্যে কারও স্বাধীনা বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত বিশ্বাসী যুবতী বিবাহ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান। সুতরাং তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে তাদের বিবাহ করবে এবং তারা ব্যভিচারিণী অথবা উপপতি গ্রহণকারিণী না হয়ে সচ্চরিত্র হলে তাদের মোহর ন্যায়সঙ্গতভাবে দেবে। বিবাহিত হবার পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এ তাদের জন্য, আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর (তবে তাতে) তোমাদের মঙ্গল। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

৫. রুকূ।। ২৬. আল্লাহ্ তোমাদের পূর্ববর্তীদের চরিত-কথা তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করতে কামনা করেন, হিতাহিত নির্দেশ দিতে এবং তোমাদের ক্ষমা করতে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ২৭. আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করতে চান, আর যারা কামনা-বাসনার অনুসারী তারা চায় যে তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও। ২৮. আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করতে চান, মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল। ২৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা (বৈধ)। এবং নিজেদের হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ৩০. এবং যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে উহা (হত্যা) করবে, আমি অবশ্যই তাকে অগ্নিদগ্ধ করব, এবং এ আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজসাধ্য। ৩১. তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে, তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে, তোমাদের লঘুতর পাপগুলি মোচন করব এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে প্রবেশাধিকার প্রদান করব। ৩২. যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। ৩৩. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ তাদের (প্রাপ্য) অংশ তাদের দেবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।

৬. রুকূ।। ৩৪. পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এবং এ (শ্রেষ্ঠত্ব) এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী নারীরা পুরুষদের অনুপস্থিতিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে অনুগতা (এবং নিজেদের) ইজ্জত রক্ষাকারিণী। আল্লাহ্‌র হেফাজতে তারা তা হেফাজত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার

আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদের প্রহার কর[২৯]। যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ। ৩৫. এবং যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা কর তবে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন ও ওর (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত। ৩৬. তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করবে না, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আত্মম্ভরী ও দাম্ভিককে ভালবাসেন না। ৩৭. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না। আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। ৩৮. এবং যারা লোক-দেখান উদ্দেশ্যে তাদের ধনসম্পদ খরচ করে এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না, (আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না)। এবং শাইতান কারও সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ! ৩৯. তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ্ তাদের যা প্রদান করেছেন তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করলে তাদের কি ক্ষতি হত? আল্লাহ্ তাদের ভালভাবে জানেন। ৪০. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না, এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য হলেও আল্লাহ্ ওকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন। ৪১.তখন তাদের কি অবস্থা হবে যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নাবী) উপস্থিত করব ৪২. যারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন মাটির সাথে মিশে যেতে কামনা করবে! এবং তারা (সেদিন) আল্লাহ্ হতে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।

৭. রুকূ।। ৪৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ তা বুঝতে পার, এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা স্নান কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে (প্রবাসে) থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা (শৌচস্থান) হতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা 'তায়াম্মুম'[৩০] করবে এবং (তা) মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। ৪৪. তুমি কি তাদের দেখনি যাদের কিতাবের (ঐশী গ্রন্থের) এক অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করে এবং তারা চায় তোমরাও পথভ্রষ্ট হও। ৪৫. বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের ভালভাবে জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং সাহায্যেও আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ৪৬. ইয়াহুদীদের কিছু লোক কথাগুলি বিকৃত করে এবং বলে, 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম এবং শোনা না শোনার মত', আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে, 'রায়েনা'[৩১]। কিন্তু তারা যদি বলত, 'শুনলাম ও মান্য করলাম' এবং 'শোন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর' তবে তা তাদের জন্য ভাল ও সঙ্গত হত। কিন্তু তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ্ তাদের অভিসম্পাত করেছেন। অতএব, তাদের অল্পসংখ্যক লোকই বিশ্বাস করে। ৪৭. হে গ্রন্থধারীগণ! তোমাদের

যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদের এমনভাবে পথভ্রষ্ট করার পূর্বে যখন তোমরা আর কখনও বিশ্বাস করবে না। অথবা শনিবার অমান্যকারীদের যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম সেরূপ তোমাদের অভিসম্পাত করার পূর্বে। বস্তুত আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। ৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র অংশী করে সে এক মহাপাপ করে। ৪৯. তুমি কি তাদের দেখনি যারা নিজেদের পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। ৫০. দেখ! তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা (গল্প) উদ্ভাবন করে, এবং প্রকাশ্য পাপ হিসাবে এটিই যথেষ্ট।

৮. রুকূ।। ৫১. তুমি কি তাদের দেখনি যাদের কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল, তারা 'জ্বিবত' (একটি প্রতিমার নাম) ও 'তাগুতে' (যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায় উপকরণের নাম) বিশ্বাস করে, তারা অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলে যে, 'এদেরই পথ বিশ্বাসীদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর'। ৫২. এরাই তো তারা যাদের আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন এবং আল্লাহ্ যাকে অভিসম্পাত করেন তুমি কখনও তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। ৫৩. তবে কি তাদের রাজশক্তিতে কোন অংশ আছে? সে ক্ষেত্রেও তো তারা কাউকে এক কপর্দকও দেবে না। ৫৪. অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সেজন্য কি তারা তাদের ঈর্ষা করে? ইব্রাহীমের বংশধরকেও তো ধর্মগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা প্রদান করেছিলাম এবং তাদের বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম। ৫৫. অতঃপর তাদের কিছু লোক তাতে (ঐশীগ্রন্থ তাওরাত, জব্বুর, ইঞ্জিলে) বিশ্বাস করেছিল এবং কিছু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বস্তুত দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। ৫৬. যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ৫৭. আর যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে এবং তাদের চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় স্থান দান করব। ৫৮. আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যার্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা। ৫৯. হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও, রাসূল ও তোমাদের শাসকদের অনুগত হও, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে সে বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের স্মরণ নাও। এটিই ভাল এবং ব্যাখ্যায় প্রকৃষ্টতর।

৯. রুকূ।। ৬০. তুমি কি তাদের দেখনি যারা দাবী করে যে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুতের (ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী) কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়—যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং শাইতান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। ৬১. তাদের যখন

বলা হয় আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এস, তখন তুমি মুনাফিকদেব (কপটদের) তোমার নিকট থেকে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে। ৬২. সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তাদের কি অবস্থা হয়? অতঃপর তারা তোমার নিকট আল্লাহ্‌র শপথ করে বলবে, 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাইনি'। ৬৩. এরাই তো তারা যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ্ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা কর, তাদের সদুপদেশ দাও এবং তাদের এমন কথা বল যার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। ৬৪. (বস্তুত আমি) রাসূল এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তার অনুসরণ করা হবে, যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন যদি তারা তোমার নিকট আসত ও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তবে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু রূপে পেত। ৬৫. কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাস করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। ৬৬. আর যদি তাদের আদেশ দিতাম যে তোমরা নিহত হও অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর তবে তাদের অল্পসংখ্যকই তা মান্য করত। এবং যা করতে তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যদি তারা তা করত তবে তাদের নিশ্চয়ই ভাল হত এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত। ৬৭. আর তখন আমি আমার নিকট থেকে তাদের নিশ্চয়ই মহাপুরস্কার প্রদান করতাম। ৬৮. এবং তাদের নিশ্চয়ই সরল পথে পরিচালিত করতাম। ৬৯. আর যে কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের অনুসরণ করবে (শেষ বিচারের দিন) আল্লাহ্ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন সে তাদের সঙ্গী হবে; যেমন, নাবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশীল! এবং এরা কত উত্তম সঙ্গী। ৭০. এ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। বস্তুত আল্লাহ্‌ই জ্ঞানে যথেষ্ট।

১০. রুকূ।। ৭১. হে বিশ্বাসীগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর হয় দলে দলে[৩২] বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও। ৭২. আর তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে গড়িমসি করবেই। তোমাদের কোন বিপদ হলে সে বলবে, 'আল্লাহ্ আমার প্রতি অত্যন্ত দয়া করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না'। ৭৩. আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অণুগ্রহ হয়, তবে তারা এমন ভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধই ছিল না। এভাবে বলবে, 'হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম'। ৭৪. অতএব যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাদের আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করা উচিত। বস্তুত যে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে, সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব। ৭৫. তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য সংগ্রাম করবে না? যারা বলছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ অত্যাচারি শাসকের দেশ হতে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও, এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় কর'। ৭৬. যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী তারা তাগুতের (শাইতানের) পথে সংগ্রাম করে, সুতরাং তোমরা শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, (দেখবে) শাইতানের কৌশল দুর্বল।

১১. রুকূ ।। ৭৭. তুমি কি তাদের দেখনি যাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর[৩৩] (যুদ্ধ বন্ধ কর), এবং যথাযথভাবে নামায পড় এবং যাকাত দাও'। অতঃপর যখন তাদের যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত মানুষকে ভয় করছিল অথবা তদপেক্ষা অধিক, এবং তারা বলছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? আমাদের কিছু দিনের অবকাশ দাও না'? বল, 'পার্থিব ভোগ সামান্য! এবং যে সংযমী তার জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। ৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও'। আর যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এ তো আল্লাহ্‌র নিকট থেকে', আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এ তো তোমার নিকট থেকে'। বল, 'সব কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে'। এ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে (এদের পরিণতি কি হবে) যে এরা একেবারেই কোন কথা বোঝে না। ৭৯. তোমার যা কল্যাণ হয় তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এবং যা অকল্যাণ হয় তা তোমার নিজের কারণে, আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ৮০. যে রাসূলের অনুসরণ করে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেবে তোমাকে আমি তাদের উপর প্রহরী রূপে প্রেরণ করিনি। ৮১. আর তারা বলে, 'আমরা অনুসরণ (করি)', অতঃপর যখন তারা তোমার নিকট থেকে চলে যায় তখন রাত্রে তাদের একদল তারা যা বলে তার বিপরীত পরামর্শ করে, তারা রাত্রে যা পরামর্শ করে আল্লাহ্ তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন, সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা কর, কর্ম-বিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ৮২. আচ্ছা, তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এ (কুরআন) যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও হত তবে তারা তাতে নিশ্চয়ই অনেক অসংগতির (বৈপরিত্য) কথা পেত। ৮৩. আর যখন শান্তি অথবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের নিকট আসে তখন তারা তা প্রচার করে, যদি তারা রাসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সকলে শাইতানের অনুসরণ করত। ৮৪. সুতরাং আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম কর, তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে এবং বিশ্বাসীগণকে উদ্বুদ্ধ কর, হয়ত আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের শক্তি সংযত করবেন। আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর। ৮৫. কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে, এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে ওতেও তার অংশ থাকবে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। ৮৬. আর যখন তোমাদের অভিবাদন (সালাম) করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা ওরই অনুরূপ করবে, নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। **(পারার অর্ধাংশ)**। ৮৭. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের শেষ বিচারের দিন একত্র করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। কে আছে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?

১২. রুকূ ।। ৮৮. তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কপটদের সম্বন্ধে দু দলে[৩৪] বিভক্ত

হয়ে গেলে? যখন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন! আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? বস্তুত আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে না। ৮৯. তারা যেরূপ অবিশ্বাস করেছে তোমরাও সেরূপ অবিশ্বাস কর এবং তোমরা তাদের সমান হও এই তো তারা চায়। অতএব আল্লাহ্‌র পথে গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য হতে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদের যেখানে পাবে গ্রেফতার করবে এবং তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করবে না। ৯০. কিন্তু তাদের নয়—যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আগমণ করে যখন তাদের মন তোমাদের সাথে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তাদের তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন ও নিশ্চয়ই তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের নিকট থেকে চলে যায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না। ৯১. অবশ্য তোমরা কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি চায়। যখনই তাদের বিপর্যয়ের দিকে ফিরান হয়, তখনই এ ব্যাপারে তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। যদি তারা তোমাদের নিকট হতে চলে না যায়, (অর্থাৎ বিরোধিতা করে), তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে, তবে তাদের যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে ও হত্যা করবে এবং আমি তোমাদের এই সকলেরই বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছি।

১৩. রুকূ ।। ৯২. কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোন বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশতঃ করলে তা স্বতন্ত্র। এবং কেউ কোন বিশ্বাসীকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি তারা ক্ষমা না করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং বিশ্বাসী হয় তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সংগতিহীন, সে একাধিক্রমে দু মাস রোযা রাখবে। তাওবার (সংশোধনের) জন্য এ আল্লাহ্‌র বিধান। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৯৩. আর যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন, এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন। ৯৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হবে তখন তদন্ত করে নেবে, এবং কেউ তোমাদের মঙ্গল কামনা করলে বা শ্রদ্ধা জানালে ইহজীবনের সম্পদের লোভে[৩৫] তাকে বলো না, 'তুমি বিশ্বাসী নও'। কারণ আল্লাহ্‌র কাছে অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ৯৫. বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং (আর) যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ

দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদের যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ্ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদের আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ৯৬. এ তাঁর (আল্লাহ্র) তরফ হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া, বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৪. রুকূ ।। ৯৭. যারা নিজেদের উপর অবিচার করে, তাদের প্রাণ-হরণের সময় ফিরিশ্তাগণ বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম'; ফিরিশ্তাগণ বলে, 'তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহ্র দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না'? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! ৯৮. তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না, ৯৯. আল্লাহ্ হয়ত তাদের পাপ ক্ষমা করবেন, কারণ আল্লাহ্ পাপ-মোচনকারী, ক্ষমাশীল। ১০০. আর যে কেউ আল্লাহ্র পথে দেশ ত্যাগ করবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হয়ে বের হলে আর (সে অবস্থায়) তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র উপর, বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. রুকূ ।। ১০১. এবং তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে অবিশ্বাসীগণ তোমাদের নির্যাতন করবে, তবে নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। অবিশ্বাসীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১০২. এবং তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের নিয়ে নামায পড়বে তখন (মুসলমানদের) একদল তোমার সঙ্গে যেন দাঁড়ায় আর তারা যেন সশস্ত্র থাকে। অতঃপর সাজ্দা (প্রণতি) করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। অবিশ্বাসীগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তোমাদের কোন দোষ নেই যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমাদের অসুখ হয় আর তোমরা অস্ত্র রেখে দাও, কিন্তু অবশ্যই হুঁশিয়ার থাকবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। ১০৩. তারপর যখন তোমরা নামায শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে; যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথভাবে নামায পড়বে, নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে নামায পড়া বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। ১০৪. আর শত্রুদলের সন্ধানে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেল না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ্র কাছে তোমরা যা আশা কর তারা তা করে না। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৬. রুকূ ।। ১০৫. তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি, আল্লাহ্ তোমাকে যা জানিয়েছেন, সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর, আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ সমর্থন করো না ১০৬. এবং আল্লাহ্র কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১০৭. আর তুমি তাদের পক্ষে কথা বল না—যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না।

১০৮. এরা মানুষকে লজ্জা করে কিন্তু আল্লাহ্কে লজ্জা করে না এবং রাত্রে যখন তারা তিনি (আল্লাহ্) যা পছন্দ করেন না এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, তখন তিনি (আল্লাহ্) তাদের সঙ্গেই থাকেন এবং তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত। ১০৯. দেখ তোমরাই পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে কথা বলেছ; কিন্তু কিয়ামাতের দিন (শেষ বিচারের দিন) আল্লাহ্র সম্মুখে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে অথবা কে তাদের উকিল হবে? ১১০. আর যে কেউ মন্দ কার্য করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে কিন্তু পরে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (রূপে) পাবে। ১১১. আর যে কেউ পাপ কাজ করে, সে তা দিয়ে নিজেরই ক্ষতি করে এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১১২. কেউ কোন দোষ বা পাপ করে পরে তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

১৭. রুকূ ।। ১১৩. আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তাদের একদল তো তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টাই করেছিল কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করে না, এবং তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও বিশেষ জ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, আর তোমার প্রতি আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ১১৪. তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে দান খায়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে তার পরামর্শে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে) কল্যাণ আছে। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্খায় যে ঐরূপ করবে তাকে মহাপুরস্কার দেব। ১১৫. আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করে তবে সে যে দিকে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ-আবাস!

১৮. রুকূ ।। ১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া সব কিছু (পাপ) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং কেউ আল্লাহ্র অংশী করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। ১১৭. তাঁর (আল্লাহ্র) পরিবর্তে তারা দেবীর পূজা করে এবং বিদ্রোহী শাইতানের পূজা করে। ১১৮. আল্লাহ্ তাকে (শাইতানকে) অভিসম্পাত করেন এবং সে (শাইতান) বলে, 'আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে গ্রহণ (নিজের দলে) করবই। ১১৯. এবং তাদের পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদের নিশ্চয়ই নির্দেশ দেব এবং তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ[৩৬] করবেই এবং তাদের নিশ্চয়ই নির্দেশ দেব এবং তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি বিকৃত করবেই'। এবং যে আল্লাহ্র পরিবর্তে শাইতানকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয়ই সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১২০. সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে, এবং শাইতান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। ১২১. এ সকল লোকের বাসস্থান জাহান্নাম, তা হতে তারা নিষ্কৃতির উপায় পাবে না। ১২২. এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করব, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য; আর কে আছে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী? ১২৩. তোমাদের খেয়াল-খুশী ও ঐশীগ্রন্থধারিদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না, যে মন্দ

কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন সে তার জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ১২৪. আর পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক যারাই বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণুপরিমাণও জুলুম করা হবে না। ১২৫. আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম যে পরোপকারী হয়ে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। ১২৬. আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই এবং সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে আছেন।

১৯. রুকূ ।। ১২৭. এবং লোকে তোমার কাছে নারীদের বিষয় পরিষ্কারভাবে জানতে চায় (বিবাহের অনুমতি চায়)। বল, 'আল্লাহ্ তোমাদের তাদের (বিবাহের) অনুমতি দেন এবং কুরআনে তোমাদের যা যা পাঠ করে শোনানো হয় তা ঐসব পিতৃহীনা নারীদের বিধান, যাদের তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ'। আর অক্ষম শিশুদের বিধান এই যে, ' ইয়াতিমদের জন্য ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক'। এবং তোমরা যে কোন সৎকাজ কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত। ১২৮. কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই। বস্তুত আপোষ করা অতি উত্তম। কিন্তু মানুষ লালসার প্রতি আশক্ত; এবং যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ ও সাবধান হও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সংবাদ রাখেন। ১২৯. এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না, তবে তোমরা কোন এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড় না ও অপরকে ঝোলান অবস্থায় রেখ না; আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৩০. এবং যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। ১৩১. আকাশে ও ভূতলে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই; তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের ও তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং তোমরা অবিশ্বাস করলেও আকাশে ও পাতালে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন। ১৩২. আর আকাশে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র, এবং কর্ম-বিধায়ক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ১৩৩. হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করতে ও অপরকে আনতে পারেন, এবং আল্লাহ্ এ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। ১৩৪. যে কেউ ইহকালের পুরস্কার চাইবে সে (জেনে রাখুক) যে, আল্লাহ্র কাছে ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২০. রুকূ ।। ১৩৫. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়-বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল তবে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার

খবর রাখেন। ১৩৬. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্তে, তাঁর রাসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁব রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর; আর যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। ১৩৭. যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং আবার বিশ্বাস করে এবং আবার অবিশ্বাস করে, অতঃপর তাদের অবিশ্বাস প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদের কোন পথও দেখাবেন না। ১৩৮. মুনাফিকদের শুভ সংবাদ[৩৭] দাও যে তাদের রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি! ১৩৯. যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট সম্মানের আশা করে? সমস্ত সম্মান তো আল্লাহ্রই। ১৪০. আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহ্র কোন আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং ঐটিকে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসো না, নতুবা তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। কপট ও অবিশ্বাসী সকলকেই আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্র করবেন। ১৪১. যারা তোমাদের শুভাশুভের প্রতীক্ষায় থাকে তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহে তোমাদের জয় হলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না'? এবং ভাগ্য যদি অবিশ্বাসীদের অনুকূল হয়, তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদের বিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা করিনি'? আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিন (শেষ বিচারের দিন) তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ্ কখনই বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।

২১. রুকূ ।। ১৪২. মুনাফিকগণ (কপটগণ) আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায়, বস্তুত তিনিই তাদের প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে কেবল লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায়, এবং আল্লাহ্কে তারা অল্পই স্মরণ করে। ১৪৩. দোটানায় দোদুল্যমান, না এদিকে না ওদিকে! এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে না। ১৪৪. হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহ্কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? ১৪৫. মুনাফিকগণ (কপটগণ) তো আগুনের নিম্নতর স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না। ১৪৬. কিন্তু যারা তাওবা (অনুশোচনা) করে, নিজেদের সংশোধন করে, আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে নির্মল করে তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে এবং বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কার দেবেন। ১৪৭. তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর তবে আল্লাহ্ তোমাদের শাস্তি দিতে চান না, বস্তুত আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

৫ম পারা সমাপ্ত

৬ষ্ঠ পারা ।। লায়োহেব্বুল্লাহোল জাহ্‌রা বিস্‌ সূ'য়ি মিনাল

১৪৮. মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ ভালবাসেন না; তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১৪৯. যদি তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর অথবা অপরাধ ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ও ক্ষমাশীল, মহাশক্তিমান। ১৫০. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে আর ইচ্ছা করে আল্লাহ্ ও রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করে এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি' এবং এদের মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন করতে চায়। ১৫১. প্রকৃতপক্ষে এরাই অবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। ১৫২. আর যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস করে এবং তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করে না তাদেরই তিনি পুরস্কার দেবেন, এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২২. রুকূ ।। ১৫৩. গ্রন্থধারিগণ তোমাকে তাদের জন্য আকাশ থেকে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) অবতীর্ণ করতে বলে, কিন্তু তারা মূসার কাছে এর থেকেও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, 'প্রকাশ্যে আমাদের আল্লাহ্ দেখাও'। তাদের সীমালংঘনের জন্য তারা বজ্রাহত হয়েছিল, অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, এটাও ক্ষমা করেছিলাম এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। ১৫৪. আর তাদের অঙ্গীকার নেবার সময় 'তূর পর্বত'কে তাদের উপর উচ্চ করে ধরেছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম, 'নতশীরে (ইল্‌ইয়া শহরের) দ্বারে প্রবেশ কর'। এবং তাদের বলেছিলাম 'শনিবারে (বিশ্রামের দিন মাছ ধরে) সীমালংঘন করো না', এবং তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। ১৫৫. এবং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য (অভিশপ্ত হয়েছিল), আল্লাহ্‌র আয়াতকে অবিশ্বাস করার জন্য, নাবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য, এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাদের এই উক্তির জন্য, এবং তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ্ই তাদের (হৃদয়ে) মোহর মেরে দিয়েছেন, ফলে তাদের অল্পই বিশ্বাস করে। ১৫৬. এবং তারা তাদের অবিশ্বাসের জন্য ও মারইয়ামের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদের জন্য (অভিশপ্ত হয়েছিল)। ১৫৭. আর 'আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মারইয়াম-পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্য। তারা তাকে হত্যা করেনি ও ক্রুশবিদ্ধও করেনি, কিন্তু তাদের এরূপ মনে হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল, এবং এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এ নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি। ১৫৮. বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১৫৯. ঐশীগ্রন্থধারিদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ঈসাকে) বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামাতের দিন সে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। ১৬০. ভাল ভাল জিনিস যা ইয়াহুদীদের জন্য বৈধ ছিল তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি তাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে অনেককে বাধা দেবার জন্য। ১৬১. এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য,

যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। ১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্থিত-প্রজ্ঞ (জ্ঞান-পক্ক) তারা ও বিশ্বাসীগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে এবং যারা নামায যথাযথভাবে পড়ে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরই মহাপুরস্কার দেব।

২৩. রুকূ ।। ১৬৩. তোমার নিকট ওহী[৩৭(ক)] প্রেরণ করেছি যেমন নূহ্ ও তার পরবর্তী নাবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন এবং সুলায়মানের নিকট 'ওহী' প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে জবুর[৩৮] দিয়েছিলাম। ১৬৪. অনেক রাসূল (প্রেরণ করেছি) যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি। এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন। ১৬৫. সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে রাসূল (আসার) পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১৬৬. কিন্তু আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি জেনেশুনে করেছেন। আল্লাহ্ এর সাক্ষী এবং ফিরিশ্‌তাগণও সাক্ষী এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ১৬৭. যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় তারা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে। ১৬৮. যারা অবিশ্বাস করেছে ও অত্যাচার করেছে আল্লাহ্ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না, এবং তাদের কোন পথও দেখাবেন না। ১৬৯. তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং এ তো আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। ১৭০. হে মানব! রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য এনেছে, সুতরাং তোমরা বিশ্বাস কর, এ হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এবং তোমরা অবিশ্বাস করলেও আকাশে ও ভূমণ্ডলে যা আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১৭১. হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য বলো। মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং রুহ্[৩৯] তাঁর নিকট থেকেই আগত। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস কর এবং বলো না যে, 'আল্লাহ্ তিন (জন)'। নিবৃত্ত হও, তোমাদের মঙ্গল হবে। আল্লাহ্ই তো একমাত্র উপাস্য, তাঁর সন্তান হবে—তিনি এর অনেক উর্ধ্বে। আকাশে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই, কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

২৪. রুকূ ।। ১৭২. মসীহ্ আল্লাহ্‌র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফিরিশ্‌তাগণও নয়, বস্তুত যারা তাঁর উপাসনা করতে লজ্জা বোধ করে আর অহঙ্কার করে, তিনি তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন। ১৭৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তিনি তাদের পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন, কিন্তু যারা হেয় জ্ঞান করে ও অহঙ্কার করে তাদের তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি দান করবেন এবং আল্লাহ্ ছাড়া তাদের জন্য তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ১৭৪. হে মানব! তোমাদের

অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনও সুবিচার না করতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। ৯. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার আছে। ১০. আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার আয়াত (বাক্য)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির অধিবাসী। ১১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আল্লাহ্‌রই প্রতি বিশ্বাসীগণের নির্ভর করা উচিত।

৩. রুকূ ।। ১২. এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বনি-ঈস্রাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য হতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করেছিলেন আর বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমরা যদি নামায পড়, যাকাত দাও, আর আমার রাসূলগণকে বিশ্বাস কর ও তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান কর তবে তোমাদের দোষ অবশ্যই মোচন করব এবং নিশ্চয়ই তোমাদের জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করব যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এর পরও যে অবিশ্বাস করবে সে সরল পথ হারাবে। ১৩. তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদের অভিসম্পাত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠিন করেছি, তারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গেছে, তুমি সর্বদা ওদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবে। সুতরাং ওদের ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরোপকারীদের ভালোবাসেন। ১৪. এবং যারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান (নাসারা)' তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গেছে। সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি, তারা যা করত আল্লাহ্ তাদের তা জানিয়ে দেবেন। ১৫. হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে সে তার অনেক অংশ তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু মাফ করে থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট অবশ্যই এসেছে। ১৬. যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ দ্বারা (কুরআনের দ্বারা) তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বার করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং ওদের সরল পথে পরিচালিত করেন। ১৭. নিশ্চয়ই তারা অবিশ্বাস করে যারা বলে, 'মারইয়াম-তনয় মসীহ্‌ই আল্লাহ্'। বল, 'আল্লাহ্ মারইয়াম-তনয় মসীহ্, তার মাতা এবং পৃথিবীর সকলকে যদি ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁকে বাধা দেবার শক্তি কার আছে? আকাশ ও ভূমণ্ডলের এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। ১৮. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়'! বল, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেন? বরং তোমরা তাঁরই সৃষ্ট মানুষ। যাকে ইচ্ছা তিনি (আল্লাহ্) ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন, এবং আকাশ-পাতালের এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই আর তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে'। ১৯. হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! রাসূলগণের আগমণ বন্ধ থাকার পর তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছে, সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে যাতে তোমরা বলতে না পার, 'কোন সুসংবাদবাহী ও

সতর্ককারী আমাদের নিকট আসেনি, এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী এসেছে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪. রুকূ ।। ২০. (স্মরণ কর), মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে নাবী করেছেন ও তোমাদের রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং বিশ্বজগতে কাউকেও যা দেননি তা তোমাদের দিয়েছেন। ২১. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি (বায়তুল মুকাদ্দাস বা কুদ্‌স শহর বা আরিহা শহর) নির্দিষ্ট করেছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করো না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।' ২২. তারা বলল, 'হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় (আমালেকা সম্প্রদায়) রয়েছে এবং তারা সেই স্থান হতে বার না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না। তারা সেই স্থান হতে বার হয়ে গেলে আমরা প্রবেশ করব।' ২৩. তাদের মধ্যে দু জন যারা ভয় করেছিল, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, 'তোমরা প্রবেশদ্বারে তাদের মুকাবিলা কর, প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে আর তোমরা বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর কর।' ২৪. তারা বলল, 'হে মূসা! তারা যত দিন সেখানে থাকবে ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না, সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব'। ২৫. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কারও উপর আমার আধিপত্য নেই, সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।' ২৬. আল্লাহ্ বললেন, 'তবে এ চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল, তারা পৃথিবীতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে, সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না'।

৫. রুকূ ।। ২৭. আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিল) বৃত্তান্ত তুমি তাদের যথাযথভাবে শোনাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্য জনের কুরবানী কবুল হল না। তাদের একজন (কাবিল) বলল, 'আমি তোমাকে হত্যা করবই।' অপরজন (হাবিল) বলল, 'আল্লাহ্ সংযমীদের কুরবানী কবুল করেন', **(পারার অর্ধাংশ)**। ২৮. আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলব না, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি। ২৯. 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং জাহান্নামবাসী (নরকবাসী) হও, এই তো আমি চাই এবং এ জালেম (অনাচারী) দের কর্মফল'। ৩০. অতঃপর তার চিত্ত ভ্রাতৃ-হত্যায় তাকে উত্তেজিত করল এবং সে (কাবিল) তাকে (হাবিলকে) হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল। ৩১. অতঃপর আল্লাহ্ এক কাক পাঠালেন যে তার ভাই-এর শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার উদ্দেশ্যে মাটি খনন করতে লাগল। সে বলল, 'হায়! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাই-এর শবদেহ গোপন করতে পারি'? অতঃপর সে অনুতপ্ত হল। ৩২. এ কারণেই বণি-ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারও প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। তাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এর পরও অনেকে পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল। ৩৩. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক

কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক[৪৩] হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। ৩৪. তবে, তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে যারা তাওবা (অনুশোচনা) করবে তাদের জন্য নয়। সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. রুকূ ।। ৩৫. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ৩৬. যারা অবিশ্বাস করেছে কিয়ামাতের দিন (শেষ বিচারের দিন) শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ পৃথিবীতে যা কিছু আছে যদি তাদের তার সমস্ত থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে তবুও তাদের নিকট হতে তা গৃহীত হবে না এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি বর্তমান। ৩৭. তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে। ৩৮. পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর, এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড, বস্তুত আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৩৯. কিন্তু কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৪০. তুমি কি জান না যে, আকাশ ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ৪১. হে রাসূল! যারা মুখে বলে, 'বিশ্বাস করেছি', কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নয় ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। ওরা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল, যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসেনি ওরা তাদের জন্য কান পেতে থাকে। শব্দগুলি যথাযথ বিন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তারা সেগুলির অর্থ বিকৃত করে। তারা বলে, 'এ প্রকার বিকৃত বিধান দিলে গ্রহণ কর এবং এ বিকৃত না হলে বর্জন কর'। এবং আল্লাহ্ যার পথচ্যুতি চান তার জন্য আল্লাহ্র নিকট তোমার কিছুই করার নেই। ঐ সকল লোকের হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না, তাদের জন্য আছে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও পরকালে মহাশাস্তি। ৪২. তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ উপায়ে লব্ধ বস্তু (এখানে ঘুষ, সুদ ইত্যাদিকে বোঝাচ্ছে) ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত, তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর অথবা তাদের উপেক্ষা কর তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায় বিচার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন। ৪৩. আর তারা তোমার উপর কিরূপে বিচার-ভার ন্যস্ত করবে যখন তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত—যাতে আছে আল্লাহ্র আদেশ? এর পরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওরা বিশ্বাসী নয়।

৭. রুকূ ।। ৪৪. নিশ্চয়ই তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, ওতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো, নাবীগণ যারা আল্লাহ্র অনুগত ছিল তারা ইয়াহুদীদের তদনুসারে বিধান দিত, জ্ঞান-সাধক এবং পণ্ডিতগণও বিধান দিত, কারণ তাদের আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল ওর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই

অবিশ্বাসী। ৪৫. আর তাদের জন্য ওতে (তাওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, নাকের বদল নাক, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত এবং জখমের বদল অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে ওতে তারই পাপ মোচন হবে। এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অত্যাচারী। ৪৬. মারইয়াম-তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে ওদের উত্তরসাধক করেছিলাম এবং সাবধানকারীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জিল (ঐশীগ্রন্থ) দিয়েছিলাম, ওতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো। ৪৭. এবং ইঞ্জিলের অনুসরণকারীদের উচিত যে, আল্লাহ্ ওতে (ইঞ্জিলে) যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেওয়া আর যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয় না তারা শান্তি ভঙ্গকারী। ৪৮. এবং এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য (তিনি তা করেন নি)। অতএব সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর, আল্লাহ্র দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন। ৪৯. এবং (পুণঃ বলছি) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তুমি তদনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না এবং এ সম্বন্ধে সতর্ক থাক যাতে আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ যে তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্য-ত্যাগী। ৫০. তবে কি তারা প্রাক-ইসলামী যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?

৮. রুকূ ।। ৫১. হে বিশ্বাসীগণ! ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ৫২. এবং যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে তুমি তাদের সত্বর এ বলে তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবে যে, 'আমাদের আশঙ্কা হয় আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটবে'। হয়তো আল্লাহ্ বিজয় অথবা তাঁর নিকট হতে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল তার জন্যে অনুতপ্ত হবে। ৫৩. এবং বিশ্বাসীগণ বলবে, 'এরাই কি তারা যারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে'? নিশ্চয়ই তাদের কাজ নিষ্ফল হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ৫৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদের তিনি ভালবাসেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। ৫৫. নিশ্চয়ই, তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর

রাসূল ও বিশ্বাসীগণ, যারা বিনত হয়ে নামায পড়ে ও যাকাত দেয়। ৫৬. এবং যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দল বিজয়ী হবে।

৯. রুকূ ।। ৫৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদের ও অবিশ্বাসীদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ৫৮. আর তোমরা যখন নামাযের জন্য আহ্বান কর তখন তারা ওকে (আযানকে) হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে—কেননা এরা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই। ৫৯. বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! আমরা আল্লাহ্‌তে ও আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি, এ ছাড়া অন্য কারণে তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নও, এবং তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী'। ৬০. বল, 'আমি কি তোমাদের এ অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব যা আল্লাহ্‌র নিকট আছে? যাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর করেছেন এবং যারা সীমালংঘনকারীদের উপাসনা করে, মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত'। ৬১. এবং তারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি', কিন্তু তারা অবিশ্বাসসহ আসে এবং তা নিয়েই বার হয়ে যায়। এবং তারা যা গোপন করে আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত। ৬২. আর তাদের অনেককেই তুমি পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখবে, তারা যা করে নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট। ৬৩. সুধিগণ (মাসায়েখ) ও পণ্ডিতগণ কেন তাদের পাপ-কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? এরা যা করে নিশ্চয়ই তাও নিকৃষ্ট। ৬৪. ইয়াহুদীগণ বলে, 'আল্লাহ্ ব্যয়কুণ্ঠ', বস্তুত তারাই ব্যয়কুণ্ঠ এবং তারা যা বলে তার জন্য তারা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহ্‌র উভয় হস্তই মুক্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। তাদের মধ্যে আমি কিয়ামাত (শেষ বিচারের দিন) পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি। যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, ততবার আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করেন এবং তারা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, বস্তুত আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কাজে-লিপ্তদের ভালবাসেন না। ৬৫. ঐশীগ্রন্থধারীগণ যদি বিশ্বাস করত ও ভয় করত তা হলে তাদের দোষ ক্ষমা করতাম এবং তাদের সুখদায়ক উদ্যানে প্রবেশদান করাতাম। ৬৬. আর যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জিল ও যা তাদের প্রতিপালকের নিটক হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহলে তারা সকল দিক দিয়ে প্রাচুর্য লাভ করত। তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী, কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করে তা নিকৃষ্ট!

১০. রুকূ ।। ৬৭. হে রাসূল তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ৬৮. বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! তাওরাত, ইঞ্জিল ও যা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নেই'। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও

অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না। ৬৯. নিশ্চয়ই, যারা বিশ্বাসী, ইয়াহুদী, সাবেয়ী ও খৃষ্টান তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং সৎকাজ করবে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না। ৭০. বনি ঈস্রাঈলের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ও তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই কোন রাসূল তাদের নিকট এমন কিছু আনে যা তাদের মনঃপূত নয় তখনই তারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে। ৭১. আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের কোন শাস্তি হবে না, ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছিলেন। পুনরায় তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েছিল এবং তারা যা করে আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা। ৭২. যারা বলে, 'আল্লাহ্‌ই মারইয়াম-তনয় মসীহ' তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী, অথচ মসীহ্ বলেছিল, 'হে বনি-ইস্রাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপাসনা কর'। অবশ্য যে কেউ আল্লাহ্‌র অংশী করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও আগুন তার বাসস্থান, এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। ৭৩. যারা বলে, 'আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন,' তারা তো নিশ্চয়ই অবিশ্বাসী—এক উপাস্য ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই। তারা যা বলে তা হতে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে। ৭৪. তবে কি তারা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭৫. মারইয়াম-তনয় মসীহ্ তো কেবল একজন রাসূল, তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তারা উভয়ে খাদ্যাহার করত। দেখ, ওদের জন্য আয়াত (বাক্য) কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি, আরও দেখ, ওরা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়। ৭৬. বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ ভিন্ন এমন কিছুর উপাসনা কর, যার তোমাদের ক্ষতি ও উপকার করার কোন ক্ষমতা নেই? বস্তুত আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। ৭৭. বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না, এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না।

১১. রুকূ ।। ৭৮. বনি-ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা দাউদ ও মারইয়াম তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল কেন না তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। ৭৯. তারা যে সব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট। ৮০. তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তাদের কৃতকর্ম কত নিকৃষ্ট—যে কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন! এবং তারা চিরকাল শাস্তিভোগ করবে। ৮১. তারা আল্লাহ্‌তে, নাবীতে ও তার (মুহাম্মাদের) প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করলে ওদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অনেকে সত্যত্যাগী। ৮২. অবশ্য বিশ্বাসীদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহুদী ও অংশীবাদীদেরই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে এবং যারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান' মানুষের মধ্যে তাদেরই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবে, কারণ তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী (দরবেশ) আছে, আর তারা অহংকারও করে না।

৬ষ্ঠ পারা সমাপ্ত

৭ম পারা ।। ওয়াএযা সামেয়ু'মা উন্‌যেলা ইলার রাসূলে তারা

৮৩. এবং যখন তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শ্রবণ করে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি, অতএব তুমি আমাদের (সত্যের) সমর্থকদের দলভুক্ত কর। ৮৪. আর আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ্ আমাদের সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন তখন আল্লাহ্‌তে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কী কারণ থাকতে পারে'? ৮৫.অতঃপর তাদের এ কথার জন্য আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ পরোপকারীদের পুরস্কার। ৮৬. এবং যারা অবিশ্বাস করেছে ও আমার আয়াতকে (বাক্যকে) অগ্রাহ্য করেছে তারাই জাহান্নামবাসী।

১২. রুকূ ।। ৮৭. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করেছেন সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না, সীমালংঘনকারীদের আল্লাহ্ মোটেই ভালবাসেন না। ৮৮. এবং আল্লাহ্ তোমাদের যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমরা সকলে বিশ্বাসী। ৮৯. আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। অতঃপর এর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরণের খাদ্য দান করা যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও, অথবা তাদের বস্ত্র দান করা, কিংবা একজন দাস মুক্ত করা, এবং যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন রোযা ব্রত পালন করা। তোমরা শপথ করলে এটিই হল তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্‌ফারা), তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কর। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। ৯০. হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শাইতানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ৯১. শাইতান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহ্‌র স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? ৯২. এবং আল্লাহ্‌র অনুসরণ কর ও রাসূলের অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও—তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য। ৯৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্য তাদের কোন পাপ নেই। যদি তারা সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুণরায় সাবধান হয় এবং উপকার করে। এবং আল্লাহ্ পরোপকারীগণকে ভালবাসেন।

১৩. রুকূ ।। ৯৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের হাত ও বর্শা দ্বারা যা শিকার করা যায় সে বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের (এহ্‌রামের সময়) পরীক্ষা করবেন—যাতে আল্লাহ্ অবহিত হন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। সুতরাং এরপর কেউ সীমালংঘন করলে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। ৯৫. হে বিশ্বাসীগণ! এহ্‌রামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু বধ করো না, তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা বধ করলে, যা বধ করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত

জন্তু, যার মীমাংসা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক—কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। অথবা ওর বিনিময় হবে দরিদ্রকে অন্নদান করা কিংবা সমপরিমাণ রোযা পালন করা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন, আর কেউ তা পুণরায় করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন, এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা। ৯৬. তোমাদের প্রতি সমুদ্রের শিকার ও তার ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে—তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য এবং তোমরা যতক্ষণ এহ্‌রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাঁর নিকট তোমাদের একত্র করা হবে। ৯৭. আল্লাহ্ পবিত্র কা'বাগৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মাল্যপরিহিত পশুকে[৪৪] মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন, এটি এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার যা কিছু আকাশে ও ভূমণ্ডলে আছে নিশ্চয়ই তা আল্লাহ্ জানেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। ৯৮. তোমরা জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯৯. প্রচার করা ছাড়া রাসূলের অন্য কোন কর্তব্য নেই। আর আল্লাহ্ তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ তা জানেন। ১০০. বল, (হে মুহাম্মাদ!) 'ভাল ও মন্দ এক নয় যদিও প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর—যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার'।

১৪. রুকূ ।। ১০১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। কুরআন অবতরণের সময় তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ সে সব বিষয় ক্ষমা করেছেন, বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল। ১০২. তোমাদের পূর্বেও তো এ সব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছিল, অতঃপর তারা তা অস্বীকার করে। ১০৩. আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করেননি বহীরা[৪৫] স্বায়েবা[৪৬], ওস্বীলা[৪৭], হাম[৪৮]। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, বস্তুত তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না। ১০৪. আর যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে এস', তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে যাতে পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না ও সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তথাপি? ১০৫. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌রই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করবেন। ১০৬. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হয় তখন অসিয়ৎ করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে নামাযের পর তাদের অপেক্ষমান রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা ওর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা নিশ্চয়ই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ১০৭. তবে যদি এ প্রকাশ পায় যে, তারা দুজন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তবে যাদের স্বার্থহানি

ঘটেছে তাদের মধ্য হতে নিকটতম দুজন তাদের স্থলবর্তী হবে এবং আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের হতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, করলে আমরা অবশ্যই যালিমদের (অনাচারীদের) দলভুক্ত হব'। ১০৮. এ পদ্ধতিতেই লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অধিকতর সম্ভাবনা আছে অথবা শপথের পর আবার তাদের শপথ করান হবে এ ভয়ের। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং শ্রবণ কর। অধিকন্তু আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

১৫. রুকূ ।। ১০৯. (স্মরণ কর), যেদিন আল্লাহ্ রাসূলগণকে একত্র করবেন, অতঃপর বলবেন, 'তোমরা কি সাড়া[৪৯] পেয়েছিলে'? তারা বলবে, 'আমাদের কোন জ্ঞান নেই, নিশ্চয়ই, তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত'। ১১০. (স্মরণ কর), যখন আল্লাহ্ বলবেন, 'হে মারইয়াম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ্ স্মরণ কর ঃ পবিত্র আত্মা (জিব্রীল) ফিরিশ্‌তা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে, তোমাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি কাদা দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখী হয়ে যেত, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে, আমি তোমার থেকে বনি ঈস্রাঈলকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম। তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলেছিল, 'এ যাদু ছাড়া আর কিছুই না!' ১১১. আরও স্মরণ কর, আমি যখন 'হাওয়ারী'দের[৫০] এ প্রেরণা দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর'। তারা বলেছিল, 'আমরা বিশ্বাস করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে আমরা আত্মসমর্পণকারী'। ১১২. স্মরণ কর, 'হাওয়ারী'গণ বলেছিল, 'হে মারইয়াম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে সক্ষম'? সে বলেছিল, 'আল্লাহ্কে তোমরা ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও'। ১১৩. তারা বলেছিল, 'আমাদের ইচ্ছা করে যে তা থেকে কিছু আমরা খাব ও আমাদের চিত্ত সান্তনা লাভ করবে। আর আমরা জানতে চাই যে, তুমি আমাদের সত্য বলেছ এবং আমরা তার সাক্ষী থাকতে চাই' **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ১১৪. মারইয়াম-তনয় ঈসা বলল, 'হে আল্লাহ্, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য পূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর, এ হবে আমাদের ও আমাদের সকলের জন্য তোমার নিকট থেকে নিদর্শন এবং আনন্দোৎসব স্বরূপ। এবং আমাদের জীবিকা দান কর, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা'। ১১৫. আল্লাহ্ বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তা প্রেরণ করব, কিন্তু এরপরও তোমাদের মধ্যে কেউ অবিশ্বাস করলে তাকে এমন শাস্তি দেব যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকেও দেব না'।

১৬. রুকূ ।। ১১৬. আর (স্মরণ কর), যখন আল্লাহ্ বলবেন, 'হে মারইয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর'? সে বলবে, 'তুমি মহিমান্বিত। যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি

আছেন। ৪. এবং তাদের প্রতিপালকের এমন কোন নিদর্শন তাদের নিকট উপস্থিত হয় না যা থেকে তারা মুখ ফেরায় না। ৫. সত্য যখনই তাদের কাছে এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। অচিরেই তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার যথার্থ তারা অবহিত হবে। ৬. তারা কি দেখে না যে তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে বিনাশ করেছি, তাদের পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যা তোমাদেরও করিনি এবং তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম আর তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম, অতঃপর তাদের পাপের জন্য তাদের বিনাশ করেছি এবং তাদের পরে নূতন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি। ৭. যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও(গ্রন্থ) অবতারণ করতাম আর তারা যদি তা হাত দিয়ে স্পর্শও করত তবু অবিশ্বাসীগণ বলত, 'এ স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।' ৮. এবং তারা বলে, 'তার নিকট কোন ফিরিশ্‌তা কেন প্রেরিত হয় না?' যদি আমি ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করতাম তা হলে তাদের কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসাই তো হয়ে যেত আর তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হত না। ৯. যদি তাকে ফিরিশ্‌তা করতাম তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম আর তাদের সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে। ১০. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে, পরিণামে, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল তা বিদ্রুপকারিগণকে পরিবেষ্টন করেছে।

২. **রুকূ**।। ১১. বল, (হে মুহাম্মাদ!) 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল'। ১২. বল, 'আকাশ ও ভূমণ্ডলে যা আছে তা কার'? বল, 'আল্লাহ্‌রই'। দয়া করা তিনি তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। কিয়ামাতের দিন তিনি তোমাদের অবশ্যই একত্র করবেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই। যারা নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস করবে না। ১৩. রাত ও দিনে যা কিছু থাকে তা তাঁরই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১৪. বল, 'আমি কি আকাশ ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? তিনিই জীবিকা দান করেন কিন্তু তাঁকে কেউ জীবিকা দান করে না', এবং বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পণকারিগণের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই', (আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে) 'তুমি অংশীবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না'। ১৫. বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার উপর আপতিত হবে। ১৬. সে দিন যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করা হবে তার প্রতি তিনি তো দয়া করবেন এবং ঐটি স্পষ্ট সফলতা।' ১৭. আর যদি আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্লেশদান করেন তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ করেন তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ১৮. এবং তিনি নিজের দাসদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ১৯. বল, 'সাক্ষী হিসাবে কোন্‌ জিনিস সর্বশ্রেষ্ঠ'? তুমি বল, 'তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহ্‌ই (শ্রেষ্ঠ) সাক্ষী, এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদের এবং যার নিকট এটি পৌঁছাবে তাদের এ দ্বারা আমি সতর্ক করি ঃ তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে'? বল, 'আমি সে সাক্ষ্য দিই না'। বল, 'তিনি একক উপাস্য এবং তোমরা যে অংশী স্থাপন কর তা হতে আমি নির্লিপ্ত'। ২০. যাদের কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ চেনে যেরূপ তাদের সন্তানদের চেনে। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস করবে না।

৩. **রুকূ**।। ২১. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা আর কে অধিক যালিম (অত্যাচারী)? যালিমগণ অবশ্যই সফলকাম হয় না। ২২. এবং (স্মরণ কর), যেদিন তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর অংশীবাদীদের বলব, 'যাদের তোমরা (আমার) অংশী মনে করতে তারা আজ কোথায়'? ২৩. অতঃপর তাদের এ ভিন্ন বলার অন্য কোন অজুহাত থাকবে না যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না', ২৪. দেখ, তারা নিজেরাই নিজেদের কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করত তা কিভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হল। ২৫. আর তাদের মধ্যে কিছু লোক তোমার দিকে কান পেতে রাখে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে, তাদের বধির করেছি, এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা তাতে বিশ্বাস করবে না, এমন কি তারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন অবিশ্বাসীগণ বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়'। ২৬. আর তারা অন্যকে তা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে এবং তারা নিজেরাই শুধু নিজেদের ধ্বংস করে অথচ তারা উপলব্ধি করে না। ২৭. তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদের অগ্নির পাশে দাঁড় করান হবে এবং তারা বলবে 'হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে মিথ্যা বলতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'। ২৮. বরং, পূর্বে তারা যা গোপন করত তা এখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল পুণরায় তারা তাই করত এবং তারাই মিথ্যাবাদী। ২৯. এবং তারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুণরুত্থিতও হব না'। ৩০. তুমি যদি তাদের দেখতে পেতে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হবে এবং তিনি বলবেন, 'এটা কি প্রকৃত সত্য নয়'? তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য।' তিনি বলবেন, 'তবে তোমরা যে অবিশ্বাস করতে তার জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর'।

৪. **রুকূ**।। ৩১. যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এমন কি অকস্মাৎ তাদের নিকট যখন কিয়ামাত (শেষ বিচারের দিন) উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, 'হায়! একে (কিয়ামাতকে) আমরা অবহেলা করেছি তার জন্য আক্ষেপ'। তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করবে, দেখ তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট। ৩২.আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয় এবং যারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি (তা) অনুধাবন কর না? ৩৩. অবশ্য জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়, কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, কিন্তু অত্যাচারীগণ আল্লাহ্‌র আয়াতকেই (বাক্য বা বাণীকে) অস্বীকার করে। ৩৪. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আল্লাহ্‌র আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না এবং সত্য-সত্যই প্রেরিত পুরুষগণের (পয়গম্বরদের) সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে। ৩৫. যদি তাদের উপেক্ষা তোমার

নিকট কষ্টকর হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর এবং তাদের নিকট কোন নিদর্শন আন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। **(পারার অর্ধাংশ)**। ৩৬. যারা শ্রবণ করে শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয় আর মৃতকে আল্লাহ্ পুণর্জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে। ৩৭. তারা বলে 'তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন'? বল, 'নিদর্শন অবতারণ করতে আল্লাহ্ সক্ষম, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। ৩৮. ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না যা তোমাদের মত এমন একটি দল নয়'। কিতাবে (কুরআনে) কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি, অতঃপর তারা সকলে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে একত্র হবে। ৩৯. যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে তারা বধির ও মূক (এবং তারা) অন্ধকারে রয়েছে। যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে স্থাপন করেন। ৪০. বল, 'তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামাত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? ৪১. না শুধু তাঁকেই ডাকবে?' ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করবেন এবং যাকে তোমরা তাঁর অংশী করতে তা তোমরা বিস্মৃত হবে।

৫. রুকূ।। ৪২. আর তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর তাদের অর্থসঙ্কট ও দুঃখ-দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়। ৪৩. আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হল তখন তারা কেন বিনীত হল না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শাইতান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল। ৪৪. তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম, অবশেষে, তাদের যা দেওয়া হল যখন তারা তাতে মত্ত হল তখন অকস্মাৎ তাদের ধরলাম,[৫২] ফলে তখনি তারা নিরাশ হল। ৪৫. অতঃপর যালিম-সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৪৬. 'বল, তোমরা আমাকে বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন্ উপাস্য আছে যে তোমাদের ঐগুলি ফিরিয়ে দেবে'? লক্ষ্য কর কিরূপে কথাগুলি নানাভাবে বর্ণনা করি। এতদসত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৭. বল, 'তোমরা আমাকে বল, আল্লাহ্‌র শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হলে অনাচারী-সম্প্রদায় ব্যতীত আর কে ধ্বংস হবে'? ৪৮. রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্করূপেই প্রেরণ করি, কেউ বিশ্বাস করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না। ৪৯. যারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছে সত্য-ত্যাগের জন্য তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে। ৫০. বল, 'আমি তোমাদের এ বলি না যে আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং তোমাদের এ কথাও বলি না যে আমি ফিরিশ্‌তা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি অনুধাবন কর না'?

৬. রুকূ।। ৫১. যারা ভয় করে যে, তাদের প্রতিপালকের নিটক তাদের এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না, তুমি এ দ্বারা (কুরআন দ্বারা) সতর্ক কর, হয়ত তারা সাবধান হবে। ৫২. যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাদের তুমি বিতাড়িত করো না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে, করলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৫৩.এবং এভাবে তাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে, 'আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন'? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন? ৫৪. যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদের তুমি বল, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক', তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন যে তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশতঃ যদি খারাপ কাজ করে অতঃপর তাওবা (অনুশোচনা) করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ৫৫. এভাবে আয়াতকে(বাক্য) বিশদভাবে বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের পথ প্রকাশিত হয়।

৭. রুকূ।। ৫৬. বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের আহ্বান কর নিশ্চয়ই তাদের উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে'। বল, 'আমি তোমাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করি না, করলে আমি বিপথগামী হব এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না'। ৫৭. বল, 'আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, অথচ তোমরা ঐটিকে প্রত্যাখ্যান করেছ, তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ তা আমার নিকট নেই, কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্‌রই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং মীমাংসাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। ৫৮. বল, 'তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ তা যদি আমার নিকট থাকত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যেকার ব্যাপারে তো মীমাংসাই হয়ে যেত এবং আল্লাহ্ অনাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত'। ৫৯. তাঁরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত, তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) নেই। ৬০. তিনি রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যা কর তা তিনিই জানেন, অতঃপর দিবসে তোমাদের তিনি পুণরায় জাগরিত করেন যাতে নির্ধারিতকাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমাদের তিনি অবহিত করবেন।

৮. রুকূ।। ৬১. তিনিই স্বীয় দাসগণের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন, অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা (ফিরিশতা) তার মৃত্যু ঘটায় এবং তার কোন ত্রুটি করে না। ৬২. অতঃপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তারা আনীত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাঁরই এবং হিসাবগ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর। ৬৩. বল, 'কে তোমাদের ত্রাণ করে যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদে কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় কর ঃ আমাদের এ হতে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। ৬৪. বল, 'আল্লাহ্ই তোমাদের তা থেকে এবং সমস্ত দুঃখ কষ্ট

থেকে ত্রাণ করেন। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁর অংশী স্থাপন কর'। ৬৫. বল, 'তোমাদের উর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে, তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অপর দলের নিপীড়ণের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম'। দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াত বিবৃত করি যাতে তারা অনুধাবণ করে। ৬৬. তোমার সম্প্রদায় তো ওকে মিথ্যা বলেছে অথচ উহা সত্য। বল, 'আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নই'। ৬৭. প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে। ৬৮. তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে যাবে যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শাইতান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। ৬৯. ওদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তবে উপদেশ দেওয়া তাদের কর্তব্য যাতে ওরাও সাবধান হয়। ৭০. যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়াকৌতূকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করে তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন কর এবং এ (কুরআন) দ্বারা তাদের উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না, এরাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে, অবিশ্বাস করার কারণে এদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

৯. রুকূ।। ৭১. বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ্ আমাদের সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব যাকে শাইতান পৃথিবীতে পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে?' যদিও তার সহচরগণ তাকে ঠিকপথে আহ্বান করে বলে 'আমাদের নিকট এস'। বল, 'আল্লাহ্‌র পথই পথ এবং আমরা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি। ৭২. এবং নামায পড় এবং তাঁকে ভয় কর এবং তাঁরই নিকট তোমাদের সমবেত করা হবে'। ৭৩. তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যখন তিনি বলেন, 'হও' (কুন্) তখনই হয়ে যায়। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। তাঁর কথাই সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুতকার দেওয়া হবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁরই, অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। ৭৪. স্মরণ কর, ইব্রাহীম তার পিতা আজরকে বলেছিল, 'আপনি কি মূর্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি'। ৭৫. এভাবে ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৭৬. অতঃপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, 'ঐটিই আমার প্রতিপালক'। অতঃপর যখন ঐটি অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না'। ৭৭. অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, 'এটি আমার প্রতিপালক'। যখন সেটি অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ৭৮. অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, 'এটি আমার মহান প্রতিপালক'। যখন সেটিও অস্তমিত হল তখন বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী কর, তা থেকে আমি নির্লিপ্ত'। ৭৯. নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ

ফেরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই'। ৮০. তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর অংশী কর তাকে আমি ভয় করি না। সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবে কি তোমরা অনুধাবন করবে না? ৮১. তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী কর আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? যে বিষয়ে তিনি তোমাদের কোন সনদ দেননি তাকে তোমরা আল্লাহ্‌র অংশী করতে ভয় কর না। সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল দু'দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?' ৮২. যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে (অংশীস্থাপন) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

১০. রুকূ।। ৮৩. এবং এ আমার যুক্তি যা ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের সাথে মুকাবিলা করতে দিয়েছিলাম। যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নত করি, তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী। ৮৪. এবং তাকে দান করেছিলাম ইস্‌হাক ও ইয়াকুব এবং এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে নূহ্‌কেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকেও আর এভাবে সৎকর্মপরায়ণদের আমি পুরস্কৃত করি। ৮৫. এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা ও ইল্‌য়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। ৮৬. আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে এবং প্রত্যেককে বিশ্ব-জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। ৮৭. এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম, তাদের মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। ৮৮. এ আল্লাহ্‌র পথ, নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন, তারা যদি অংশী স্থাপন করত, তবে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হত। ৮৯. এদেরকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নাবুয়্যত প্রদান করেছি। অতঃপর যদি এরা এগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলির ভার অর্পণ করেছি—যারা এগুলি প্রত্যাখ্যান করবে না। ৯০. এদেরই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর। বল, 'এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না, এ তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ'।

১১. রুকূ।। ৯১. এবং তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি যখন তারা বলে, 'আল্লাহ্ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেননি'। বল, 'তবে মূসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশক ছিল, যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর ও যার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না, তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তা কে অবতারণ করেছিল? বল, 'আল্লাহ্‌ই'! অতঃপর তাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় তাদের মগ্ন হতে দাও। ৯২. এ কিতাব (কুরআন) কল্যাণময় করে অবতারণ করেছি, যা ওর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যা দিয়ে তুমি মাক্কা ও ওর পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা ওতে (কুরআনে) বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাযের হেফাজত করে। ৯৩. আর যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, 'আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়,' যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে 'আল্লাহ যা অবতারণ

করেছেন আমিও ওর অনুরূপ অবতারণ করব', তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? এবং যদি তুমি দেখতে পেতে যখন যালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে আর ফিরিশ্‌তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সেজন্য আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে'। ৯৪. তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ যেমন প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, তোমাদের যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছ, তোমরা যাদের অংশী করতে সেই সুপারিশকারিগণকেও তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হয়েছে এবং তোমরা যা ধারণা করেছিলে তাও নিষ্ফল হয়েছে।

১২. রুকূ।। ৯৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ শস্যবীজকে ও আঁটিকে অঙ্কুরিত করেন। তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে নির্গত করেন। এই তো আল্লাহ্‌, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে। ৯৬. তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান এবং তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। ৯৭. আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমরা তা দিয়ে স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। ৯৮. আর তিনিই তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রয়েছে, অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য (তিনি) এ বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। ৯৯. এবং তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে (তিনি) সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করেন, অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা উদ্‌গত করেন, পরে তা থেকে ঘনসন্নিবিষ্ট শস্য-দানা সৃষ্টি করেন এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন আর আঙুরের উদ্যানরাজি সৃষ্টি করেন এবং জয়তুন ও দাড়িম্বও যা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও; যখন উহা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয় তখন সেগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, নিশ্চয়ই এগুলিতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ১০০. এবং তারা জ্বিনকে আল্লাহ্‌র অংশী স্থাপন করে, অথচ তিনিই ওদের সৃষ্টি করেছেন এবং ওরা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে, তিনি মহিমান্বিত! এবং ওরা যা বলে তিনি তার ঊর্দ্ধে।

১৩. রুকূ।। ১০১. তিনি আকাশ ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁর তো কোন ভার্যা নেই, তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। ১০২. এই তো আল্লাহ্‌, তোমাদের প্রতিপালক! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা কর, তিনি সব কিছুরই তত্ত্বাবধায়ক। ১০৩. তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত। ১০৪. তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্য এসেছে, সুতরাং কেউ তা দেখলে তা দিয়ে সে নিজেই লাভবান হবে। আর কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। ১০৫. আর এভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি। ফলে অবিশ্বাসীগণ বলে, 'তুমি এ পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করে বলছ'। আমি কিন্তু জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি। ১০৬. তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তারই অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত

অন্য কোন উপাস্য নেই এবং অংশীবাদীদের হতে দূরে থাক। ১০৭. আর যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন তবে তারা অংশী-স্থাপন করত না এবং তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি, আর তুমি তাদের অভিভাবকও নও। ১০৮. এবং তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ডাকে তাদের তোমরা গালি[৫৩] দেবে না, কেননা তারা (সীমালংঘন করে) অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌কেও গালি দেবে। এভাবে প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি, অতঃপর, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তিনি তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে তাদের অবহিত করবেন। ১০৯. আর তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে বলে, 'তাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা ওতে বিশ্বাস করত'। বল, 'নিশ্চয়ই নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত। এবং তাদের নিকট নিদর্শনাবলী এলেও তারা যে বিশ্বাস করবে না এ কিভাবে তোমাদের বোধগম্য করানো যাবে'? ১১০. এবং তারা যেমন প্রথমবারে বিশ্বাস করেনি তেমনি আমিও তাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব এবং তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেব।

৭ম পারা সমাপ্ত

৮ম পারা ।। ওয়ালাও আন্নানা-নায্‌যালনা ইলাই হিমুল মালায়িকাতা

১৪. রুকূ।। ১১১. (আল্লাহ্) তাদের নিকট ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করলেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সম্মুখে হাজির করলেও যদি না আল্লাহ্ অন্যরকম ইচ্ছা করেন তারা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ। ১১২. এবং এরূপে মানব ও জ্বিনের মধ্যে শাইতানকে প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে; যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এ করত না, সুতরাং তুমি তাদের এবং তাদের মিথ্যা রচনাকে পরিত্যাগ কর। ১১৩. আর তারা এ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের মন যেন ওর (শাইতানের) প্রতি অনুরাগী হয় এবং ওতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয় আর তারা যা করে তাতে যেন তারা লিপ্ত থাকতে পারে। ১১৪. (বল) 'তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সালিশ মানব? যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন'! যাদের কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে ঐটি (কুরআন) তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ১১৫. এবং সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১১৬. আর যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে, তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে। আর তারা শুধু মিথ্যাই বলে। ১১৭. তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথগামী হয় নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও তিনি বিশেষরূপে অবহিত। ১১৮. যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহে বিশ্বাসী হও—তবে যাতে আল্লাহ্‌র নাম (আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যেগুলিকে জবাই করা হয়েছে) নেওয়া হয়েছে তোমরা তা আহার কর। ১১৯. আর তোমাদের কি হয়েছে যে যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়েছে তোমরা তা আহার করবে না? যদিও তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে; তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ১২০. আর তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর; যারা পাপ করে, তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি তাদের দেওয়া হবে। ১২১. এবং যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়নি, তা তোমরা আহার করো না; উহা অবশ্যই পাপ; আর নিশ্চয়ই শাইতান তার বন্ধুদের তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়, যদি তোমরা তাদের কথামত চল তবে অবশ্যই তোমরা অংশীবাদী হবে।

১৫. রুকূ।। ১২২. যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি—সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির মত যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সে স্থান হতে বের হবার নয়? এরূপে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্ম শোভন করে রাখা হয়েছে। ১২৩. এরূপে প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের প্রধান করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে, কিন্তু তারা শুধু তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না। ১২৪. আর যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তারা তখন বলে, 'আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে যা দেওয়া হয়েছিল আমাদের তা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও বিশ্বাস করব না'। রাসূলের পদ বা দায়িত্ব আল্লাহ্ কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন। যারা চক্রান্তের জন্য অপরাধ করেছে আল্লাহ্‌র নিকট হতে তাদের উপর লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি আপতিত হবে। ১২৫. আল্লাহ্ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় অতিশয় সঙ্কীর্ণ করে দেন, তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাদের এরূপে লাঞ্ছিত করেন। ১২৬. আর এটিই তোমার প্রতিপালক-নির্দেশিত সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি। ১২৭. তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলয় এবং তারা যা করত তার জন্য তিনি তাদের অভিভাবক। ১২৮. এবং যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন (এবং বলবেন) 'হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করেছিলে', এবং মানব-সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুগণ বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা ওতে উপনীত হয়েছি'। সেদিন আল্লাহ্ বলবেন, 'অগ্নিই তোমাদের বাসস্থান, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে'—যদি না আল্লাহ্ অন্যরকম ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই, তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। ১২৯. এরূপে ওদের কৃতকর্মের জন্য যালিমদের এক দলকে অন্য দলের উপর প্রবল করে থাকি।

১৬. রুকূ।। ১৩০. (আমি ওদের বলব), 'হে জ্বিন ও মানব-সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করত এবং তোমাদের এদিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত'? ওরা বলবে, 'আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম'। বস্তুত পার্থিব জীবন ওদের প্রতারিত করেছিল, আর ওরা যে অবিশ্বাসী ছিল এটিও ওরা স্বীকার করবে, ১৩১. এটি এ কারণে যে, অধিবাসীবৃন্দ যখন অজ্ঞ তখন কোন জনপদকে ওর অন্যায় আচরণের জন্য ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়। ১৩২. এবং প্রত্যেকে যা করে তদনুসারে তার স্থান রয়েছে এবং ওরা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন। ১৩৩. তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তোমাদের তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন। ১৩৪. তোমাদের নিকট যা ঘোষণা করা হয়েছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। ১৩৫. বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা করছ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার পরিণাম মঙ্গলময় এবং যালিমেরা কখনও সফলকাম হবে না। ১৩৬. আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্য হতে তারা আল্লাহ্‌র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণানুযায়ী বলে, 'এ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এ আমাদের দেবতাদের জন্য'। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহ্‌র অংশ তা

তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়, তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট! ১৩৭. এরূপে তাদের দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এ করত না। সুতরাং তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদের থাকতে দাও। ১৩৮. আর তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, 'এ সব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ, আমি যাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেউ এইসব আহার করতে পারে না, এবং কতক গবাদি পশু রয়েছে যাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করা নিষিদ্ধ এবং কিছু পশু আছে যাদের জবাই করার সময় তারা আল্লাহ্‌র নাম নেয় না। এ সমস্তই তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে বলে, তাদের এ মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি শীঘ্রই তাদের দেবেন। ১৩৯. তারা আরও বলে, 'এসব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এ আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ, আর এ যদি মৃত হয় তবে নারী-পুরুষ সকলে ওতে অংশীদার', তাদের এরূপ বলার প্রতিফল তিনি তাদের শীঘ্রই দেবেন, নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ১৪০. যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী এবং তারা সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

১৭. রুকূ।। ১৪১. এবং তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যশস্য, জয়তুন ও দাড়িম্ব (আনার) সৃষ্টি করেছেন—ঐগুলি একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন ওর ফল আহার করবে আর ফসল তোলার দিনে ওর দেয়[৫৪] প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না, কারণ তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। ১৪২. আর গবাদি পশুর মধ্যে কিছু ভারবাহী ও কিছু ক্ষুদ্রাকার পশু রয়েছে। আল্লাহ্ যা জীবিকারূপে তোমাদের দিয়েছেন তা আহার কর এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না—নিশ্চয়ই, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, ১৪৩. এ পশুগুলি আট প্রকার ঃ মেষ হতে দুটি ও ছাগল হতে দুটি। বল, 'নর দুটি কিংবা মাদি দুটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অথবা মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তা? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণসহ আমাকে জানাও'। ১৪৪. এবং উট হতে দুটি ও গরু হতে দুটি। বল, 'নর দুটি কিংবা মাদি দুটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অথবা মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তা? এবং আল্লাহ্ যখন এ সব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে'? সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

১৮. রুকূ।। ১৪৫. বল, 'আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে তার মধ্যে মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না'—কেননা এ সব অপবিত্র—অথবা যা অবৈধ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হলে তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৪৬. এবং ইয়াহুদীদের জন্য নখযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং গরু ও

ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম, তবে এগুলির পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্র কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি নিষিদ্ধ ছিল না, তাদের অবাধ্যতার দরুণ তাদের এ প্রতিফল দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। ১৪৭. তবুও যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তবে বল, 'তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর হতে তাঁর শাস্তি রদ হয় না'। ১৪৮. যারা অংশী স্থাপন করেছে তারা বলবে, 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ অংশী স্থাপন করতাম না, এবং কোন কিছুই নিষিদ্ধ করতাম না'। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও প্রত্যাখ্যান করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বল, 'তোমাদের নিকট কোন যুক্তি আছে কি? থাকলে আমার নিকট তা পেশ কর। তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মিথ্যাই বল'। ১৪৯. বল, 'চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্‌রই, তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন'। ১৫০. বল, 'আল্লাহ্ যে এ নিষিদ্ধ করেছেন এ সম্বন্ধে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদের হাজির কর'। তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের সাথে এ স্বীকার করো না, যারা আমার আয়াতকে (বাক্যকে) প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।

১৯. রুকূ।। ১৫১. বল, 'এস, তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদের পড়ে শোনাই। তা এই ঃ তোমরা তাঁর কোন অংশী করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটবর্তীও হয়ো না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না'। তোমাদের তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর। ১৫২. 'পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎউদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে দেবে, আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না, আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে এবং আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর'। ১৫৩. এবং নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদের তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও। ১৫৪. এবং মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ এবং দয়াস্বরূপ—যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

২০. রুকূ।। ১৫৫. এ কিতাব (কুরআন) আমি অবতারণ করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং ওর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। ১৫৬. যেন তোমরা না বলতে পার যে 'কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো অজ্ঞ ছিলাম'। ১৫৭. কিংবা যেন তোমরা না বলতে পার যে 'যদি কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত তবে আমরা তো তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পথ পেতাম'। এখন তো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ, পথ-নির্দেশ ও দয়া এসেছে। অতঃপর যে কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে

প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে—তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? যারা আমার নিদর্শনসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের এ আচরণের জন্য আমি তাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দেব। ১৫৮. তারা শুধু এরই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের নিকট ফিরিশ্‌তা আসবে, কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন, কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে। যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে বিশ্বাস করেনি তার বিশ্বাস কোন কাজে আসবে না কিংবা যার বিশ্বাস কল্যাণপ্রসূ ছিল না তার সৎকর্মও কোন কাজে আসবে না। বল, 'প্রতীক্ষা কর, আমিও প্রতীক্ষা করছি'। ১৫৯. অবশ্য যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের অবহিত করবেন। ১৬০. কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু এটিরই প্রতিফল দেওয়া হবে, আর তারা অত্যাচারিতও হবে না। ১৬১. বল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' ১৬২. বল, 'আমার নামায, আমার উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে'। ১৬৩. তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম'। ১৬৪. বল, 'আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে অন্বেষণ করব? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তারপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটিয়েছিলে তা তিনি তোমাদের অবহিত করবেন। ১৬৫. তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছুকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। তোমার প্রতিপালক সত্বর শাস্তিদান করেন এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। **(পারার অর্ধাংশ)।**

৭. সূরা আ'রাফ

২৪ রুকূ ।। ২০৬ আয়াত ।। ৩৩৮৭ শব্দ ।। ১৪৬৩৫ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কুরআন শারীফ আল্লাহ্‌র বাণীর সমষ্টি, আমলনামা বা পাপ ও পুণ্যের হিসাব-নিকাশ, আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফিরিশ্‌তাদের সম্মান প্রদর্শন, হাযরাত আদম ও হাওয়া (আ)-এর ঘটনা, উপাসনাকালে সর্ববিধ কুকর্ম ও কুচিন্তা নিষিদ্ধ এবং উত্তম বস্ত্র পরিধান করার নির্দেশ, পাপ-পুণ্যের অধিকারীগণ, সর্ববিষয়ে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব, আল্লাহ্‌র রাজ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি মহাপাপ, হাযরাত নূহ্, হাযরাত সালেহ্, সামুদ জাতি, উষ্ট্রী হত্যা এবং শাস্তি, হাযরাত শোয়াইব্ ও মাদিয়ানবাসিগণ, হাযরাত মূসা এবং ফেরাউনের ঘটনা, হাযরাত মূসার তাওরাত লাভ, মূসার অনুসরণকারীদের গো-বৎস পূজা, মূসার জীবনের অন্যান্য ঘটনা। হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) বিশ্বনাবী, ইয়াহুদীদের বারটি দল, শনিবারের মৎস্যশিকার ও তার পরিণাম, ইয়াহুদী জাতির অধঃপতন, একই মানুষ বা হাযরাত আদম হতে বিশ্ব-

মানবের উৎপত্তি, সুসন্তান প্রার্থনা করা, অংশীবাদী ও মূর্তি পূজকদের পাপ, ক্ষমা-সদুপদেশ, কুরআন পাঠকালে মনোযোগী হওয়া এবং চুপ থাকা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ, লাম, মীম, স্বাদ। ২. তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে তুমি এর দ্বারা সতর্ক কর—এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটি উপদেশ। অতঃপর তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন দ্বিধা না থাকে। ৩. তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। ৪. এবং কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল। ৫. যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তখন তাদের কথা শুধু এটিই ছিল যে, 'নিশ্চয়ই আমরা সীমালংঘন করেছি'। ৬. অতঃপর যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের আমি জিজ্ঞাসা করবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করব। ৭. তারপর তাদের নিকট সজ্ঞানে তাদের কার্যাবলী বিবৃত করবই, আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না। ৮. সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হবে, যাদের ওজন ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। ৯. আর যাদের ওজন হাল্‌কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করত। ১০. এবং আমি তো তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং ওতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

২. রুকূ।। ১১. আমিই তোমাদের সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের রূপদান (মানবাকারে) করি, এবং তারপর ফিরিশ্‌তাদের আদমের নিকট নত হতে বলি। ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হল। যারা নত হল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল না। ১২. তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কে তোমাকে নিবৃত্ত করল যে তুমি নত হলে না'? সে বলল, 'আমি তার (আদম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছ'। ১৩. তিনি বললেন, 'এ স্থান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে, এ হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত'। ১৪. সে বলল, 'পুণরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও'। ১৫. তিনি বললেন, 'যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে'। ১৬. সে বলল, 'যাদের উপলক্ষ্য করে তুমি আমার সর্বনাশ করলে, এ জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয়ই ওত পেতে থাকব; ১৭. অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসবই এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।' ১৮. তিনি বললেন, 'এ স্থান হতে বিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও, মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয়ই আমি তাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই'। ১৯. এবং বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। ২০. অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল তা, প্রকাশ করার জন্য শাইতান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা

হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেব নিষেধ করেছেন'। ২১. সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খীদের একজন'। ২২. এভাবে সে তাদের প্রবঞ্চিত করল। তারপর যখন তারা সেই বৃক্ষফলের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের পত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের সম্বোধন করে বললেন, 'আমি কি তোমাদের এ বৃক্ষ সম্বন্ধে সাবধান করিনি এবং শাইতান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আমি কি তা তোমাদের বলিনি'? ২৩. তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ২৪. তিনি বললেন, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে নেমে যাও এবং (সেখানে) তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল'। ২৫. তিনি বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান হতেই তোমাদের বের করে আনা হবে'।

৩. **রুকূ**।। ২৬. হে বনি আদম (হে মানবজাতি)! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। এ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ২৭. হে আদমের সন্তান! শাইতান যেন তোমাদের কিছুতেই প্রলোভিত না করে—যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে সে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান তাদের দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দল তোমাদের এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না, যারা বিশ্বাস করে না, শাইতানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি। ২৮. যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে এ করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্‌ও আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন'। বল, 'আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই?' ২৯. বল, 'আমার প্রতিপালক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।' প্রত্যেক নামাযে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে, তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে। ৩০. একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি সংগতভাবে নির্ধারিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শাইতানকে তাদের অভিভাবক করেছিল ও নিজেদের তারা সৎপথগামী মনে করত। ৩১. হে আদমের বংশধরগণ! প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।

৪. **রুকূ**।। ৩২. বল, 'আল্লাহ্ স্বীয় দাসদের জন্য যে সব বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে (কোন্ ব্যক্তি) নিষিদ্ধ করেছে'? বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামাতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে'। এরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি। ৩৩. বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপাচারকে ও অসঙ্গত বিরোধিতাকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র অংশী করা—যার

কোন দলিল তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নেই'। ৩৪. আর প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না। ৩৫. হে মানবজাতি! যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল তোমাদের নিকট এসে আমার নিদর্শনসমূহ বিবৃত করে তখন যারা সাবধান হবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না। ৩৬. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অহঙ্কারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারাই জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে? তাদের গ্রন্থের নির্ধারিত অংশ এদের নিকট পৌঁছবে, যতক্ষণ না আমার প্রেরিত ফিরিশতারা প্রাণ হরণের জন্য তাদের নিকট আসবে ও জিজ্ঞাসা করবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাদের তোমরা ডাকতে তারা কোথায়'? তারা বলবে, 'তারা অন্তর্নিহিত হয়েছে এবং তারা স্বীকার করবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল। ৩৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর', যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে, এমন কি যখন সকলে ওতে একত্র হবে তখন তাদের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তিদের সকলকে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং তাদের দ্বিগুণ নরক-শাস্তি দাও'। আল্লাহ্ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে কিন্তু তোমরা জান না'। ৩৯. এবং তাদের পূর্ববর্তিগণ তাদের পরবর্তিদের বলবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ কর'।

৫. **রুকূ**।। ৪০. অবশ্য যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহঙ্কারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আকাশের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদের প্রতিফল দেব। ৪১. তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে জাহান্নামের, এভাবে আমি অত্যাচারীদের প্রতিফল দেব। ৪২. আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারাই জান্নাতি, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ৪৩. আর আমি তাদের অন্তর হতে মনোমালিন্য দূর করব, তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী এবং তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদের এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্য বাণী এনেছিল', এবং তাদের সম্বোধন করে বলা হবে যে, 'তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদের এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।' **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ৪৪. জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদের সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের যা বলেছিল তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি'? ওরা বলবে, 'হ্যাঁ'! অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের নিকট ঘোষণা করবে, 'পাপিষ্ঠদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত'। ৪৫. যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় এবং তাতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে, তারাই পরকালকে অবিশ্বাস করে থাকে। ৪৬. উভয়ের (জান্নাত ও জাহান্নামের) মধ্যে পর্দা আছে এবং আ'রাফে (জান্নাত ও

জাহান্নামের মধ্যস্থলের প্রাচীর) কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনবে এবং জান্নাতবাসীদের সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক'। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আশা করে। ৪৭. এবং যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপিষ্ঠদের সঙ্গী করো না'।

৬. **রুকূ**।। ৪৮. আ'রাফবাসীগণ যাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে তাদের সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না'। ৪৯. দেখ, এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না। এদেরই বলা হবে 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না'। ৫০. জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদের সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদের যা দিয়েছেন তা হতে কিছু দাও'। তারা বলবে, 'আল্লাহ্ এ দুটি বস্তু অবিশ্বাসীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। ৫১. যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করেছিল'। সুতরাং আজ আমি তাদের বিস্মৃত হব, যেভাবে তারা তাদের এদিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল। ৫২. অবশ্য তাদের আমি এমন এক কিতাব দিয়েছি যেটিকে জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিল বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া। ৫৩. তারা শুধু ওর পরিণামের (শাস্তির) প্রতীক্ষা করে যেদিন ওর পরিণাম বাস্তবায়িত হবে সেদিন যারা পূর্বে ওর কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্য এনেছিল, আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদের কি পুণরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে যেন আমরা পূর্বে যা করতাম তা হতে ভিন্ন কিছু করতে পারি'? তারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করত তাও অন্তর্নিহিত হয়েছে।

৭. **রুকূ**।। ৫৪. নিশ্চয়ই, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে[৫৫] সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দান তাঁরই কাজ। তিনি মহিমাময় বিশ্ব-প্রতিপালক। ৫৫. তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। ৫৬. পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ঘটাবে না, তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী। ৫৭. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের (বৃষ্টির) প্রাক্কালে সমীরণকে (বায়ু) সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত যখন উক্ত বাতাস সঘন মেঘমালা বহন করে আনে, একটি নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে আমি তা প্রেরণ করি, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর তা দিয়ে সর্বাধিক ফলমূল উৎপাদন করি। এভাবে মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পার; ৫৮. এবং উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল তার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না। এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত করি।

৮. **রুকূ**।। ৫৯. অবশ্যই আমি নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম এবং সে

বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির নিশ্চিত আশঙ্কা করছি'। ৬০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি'। ৬১. সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই, আমি তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রাসূল, ৬২. আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি ও তোমাদের হিতোপদেশ দিচ্ছি এবং তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্র নিকট হতে জানি। ৬৩. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর'। ৬৪. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল আমি তাদের উদ্ধার করি। নিশ্চয়ই, তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

৯. **রুকূ**।। ৬৫. এবং আ'দ জাতির নিকট ওদের ভ্রাতা হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তোমরা কি সাবধান হবে না'? ৬৬. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ—যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলেছিল, 'আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি'। ৬৭. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, আমি তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রাসূল। ৬৮. আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদেরই একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা। ৬৯. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে তোমাদের নিকট তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র অণুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হবে'। ৭০. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে আমরা যেন শুধু আল্লাহ্র উপাসনা করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার উপাসনা করত তা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।' ৭১. হুদ বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের উপর নির্ধারিত হয়েই আছে, তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও, এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সৃষ্টি করেছ এবং সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠাননি? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি'। ৭২. অতঃপর তাকে ও তার সঙ্গীদের আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম, আর আমার নিদর্শনসমূহকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং যারা বিশ্বাসী ছিল না তাদের নির্মূল করেছিলাম।

১০. **রুকূ**।। ৭৩. সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র উপাসনা কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমার নিকট তোমাদের প্রতিপালক হতে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসেছে। এ আল্লাহ্র উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। এটিকে আল্লাহ্র জমিতে চরে খেতে দাও এবং এটিকে

কোন ক্লেশ দিও না, দিলে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে। ৭৪. স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদের তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদের পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতলভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ। সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিওনা'। ৭৫. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা দুর্বল-বিশ্বাসীদের বলল, 'তোমরা কি জান যে সালেহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত'? তারা বলল, 'তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী'। ৭৬. দাম্ভিকেরা বলল, 'তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা অবিশ্বাস করি'। ৭৭. অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রী বধ করে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালেহ্! তুমি রাসূল হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর'। ৭৮. অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। ৭৯. অতঃপর সে তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তো উপদেষ্টাদের পছন্দ কর না।' ৮০. এবং লুতকেও পাঠিয়েছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। ৮১. তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমণ কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'। ৮২. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদের (লুত এবং তাঁর সঙ্গীদের) জনপদ হতে বহিষ্কৃত কর—এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র হতে চায়।' ৮৩. অতঃপর তার স্ত্রী ব্যতীত তাকে ও তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম। তার স্ত্রী ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। ৮৪. তাদের উপর মুষলধারে পাথর বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।

১১. রুকূ।। ৮৫. এবং মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে। লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটিও না—তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের জন্য এটিই কল্যাণকর। ৮৬. এবং তোমরা বিশ্বাসীগণকে ভয় প্রদর্শনের জন্য পথে বসে থাকবে না, আল্লাহ্‌র পথে তাদের বাধা দেবে না এবং ওতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে না। স্মরণ কর তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ্য কর। ৮৭. এবং আমার প্রতি যা প্রেরিত হয়েছে—তাতে যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী'।

৮ম পারা সমাপ্ত

৯ম পারা ।। কালালমালায়ুল্লাজীনা স্ তাক্‌বারু মিন কাওমে

৮৮. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলল, 'আমাদের ধর্মাদর্শে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। অন্যথায় হে শোয়াইব্! তোমাকে ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তাদের আমাদের জনপদ হতে বহিষ্কৃত করবই'। সে বলল, 'কী, আমরা অনিচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও?' ৮৯. তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ্ আমাদের উদ্ধার করার পর যদি আমরা ওতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করব, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আর ওতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়, সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করি। 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' ৯০. আর তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীগণ (নেতারা) বলল, 'তোমরা যদি শোয়াইব্‌কে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। ৯১. অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, ফলে তারা নিজগৃহে প্রত্যুষে উপুড় অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। ৯২. মনে হল শোয়াইব্‌কে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেইনি। শোয়াইব্‌কে যারা মিথ্যা ভেবেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ৯৩. সে তাদের হতে মুখ ফিরাল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের সমাচার তো আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। সুতরাং আমি এক ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করি'।

১২. রুকূ।। ৯৪. আমি কোন জনপদে নাবী পাঠালে ওর অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাতে তারা নতি স্বীকার করে। ৯৫. অতঃপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি, অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণও তো আনন্দ-বেদনা ভোগ করেছে।' ফলে আমি তাদের এমন অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেছি যে তারা টের পর্যন্ত পায়নি। ৯৬. আর যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করত ও সাবধান হত তবে তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম, কিন্তু তারা অবিশ্বাস করেছিল, সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছি। ৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে নিশীথকালে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন? ৯৮. অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত? ৯৯. তারা কি আল্লাহ্‌র চক্রান্তের ভয় রাখে না? এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহ্‌র চক্রান্ত হতে নিরাপদ বোধ করে না।

১৩. রুকূ।। ১০০. কোন দেশের জনগণের পর যারা ওর উত্তরাধিকারী হয় তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুণ তাদের শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের হৃদয় মোহর করে দিতে পারি, আর তারা শুনবে না। ১০১. এই জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছিঃ তাদের রাসূলগণ তো তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল কিন্তু যা তারা পূর্বে অবিশ্বাস করেছিল তাতে তাদের আর বিশ্বাস করবার অবস্থা ছিল না। এভাবে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের হৃদয় মোহর করে দেন। ১০২. এবং আমি তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি

পালনকারীরূপে পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশকে সত্যত্যাগীই পেয়েছি। ১০৩. তাদের পর মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। ১০৪. মূসা বলল, 'হে ফেরাউন! আমি বিশ্বপ্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত, ১০৫. আমি এতে দৃঢ় যে আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলব না, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট এনেছি, সুতরাং বনি ইস্রাঈল সম্প্রদায়কে আমার সঙ্গে যেতে দাও।' ১০৬. ফেরাউন বলল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাক তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর।' ১০৭. অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ ঐটি এক সাক্ষাৎ অজগর হল, ১০৮. এবং সে তার হাত বার করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।

১৪. রুকূ।। ১০৯. ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'এ-তো একজন সুদক্ষ যাদুকর। ১১০. এ তোমাদের দেশ হতে তোমাদের বহিষ্কৃত করতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও'? ১১১. তারা বলল, 'তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও। ১১২. এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদের পাঠাও, যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে'। ১১৩. যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট এসে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো'? ১১৪. সে বলল, 'হ্যাঁ, এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হবে'। ১১৫. তারা বলল, 'হে মূসা! তুমিই নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব'? ১১৬. সে বলল, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর'। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকের চোখে যাদু করল, তাদের আতঙ্কিত করল এবং তারা এক বড় রকমের যাদু দেখাল। ১১৭. মূসার প্রতি আমি আদেশ করলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর'। সহসা ঐটি (লাঠিটি) তাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল। ১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। ১১৯. সেখানে তারা পরাভূত হল ও লাঞ্ছিত হল। ১২০. এবং যাদুকরেরা সাজদাবনত (মাথা নত) হল। ১২১. তারা বলল, 'আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম ১২২. যিনি মূসা ও হারুণেরও প্রতিপালক'। ১২৩. ফেরাউন বলল, 'কী! আমি তোমাদের অনুমতি দেবার পূর্বে তোমরা ওতে বিশ্বাস করলে? তোমরা নগরবাসীদের ওখান হতে বহিষ্কারের জন্য এ চক্রান্ত করেছ। এ-তো একটি চক্রান্ত। আচ্ছা! তোমরা শীঘ্রই এর (পরিণাম) জানবে। ১২৪. আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করবই, অতঃপর তোমাদের সকলকেই শূলবিদ্ধ করবই'। ১২৫. তারা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। ১২৬. তুমি তো আমাদের উপর দোষারোপ করছ শুধু এজন্য যে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ যখন আমাদের নিকট এসেছে তাতে বিশ্বাস করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও'।

১৫. রুকূ।। ১২৭. ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদের বর্জন করতে দেবেন'? সে বলল, 'আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখব আর আমরা তো তাদের উপর প্রতাপশালী।' ১২৮. মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহ্র

নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, রাজ্য তো আল্লাহ্রই! তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ওর উত্তরাধিকারী করেন এবং সাবধানীদের জন্যই তো শুভ পরিণাম!' ১২৯. তারা বলল, 'আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমরা আসার পরেও'। সে বলল, 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি রাজ্যে তাদের (বদলে) তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তোমাদের কার্যকলাপ তিনি নিরীক্ষণ করবেন'।

১৬. রুকূ।। ১৩০. আমি তো ফেরাউনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা দ্বারা আক্রান্ত করেছি যাতে তারা অনুধাবন করে। ১৩১. যখন তাদের কোন কল্যাণ হত তারা বলত এতো আমাদের প্রাপ্য। আর যখন কোন অকল্যাণ হত তখন তা মূসা ও তার সঙ্গীদের উপর আরোপ করত। শোন, তাদের শুভাশুভ আল্লাহ্রই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ জানে না। ১৩২. তারা বলল, 'আমাদের যাদু করার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট উপস্থিত কর না কেন আমরা তোমাতে বিশ্বাস করব না।' ১৩৩. অতঃপর আমি তাদের প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক (ব্যাঙ) ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলি স্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। ১৩৪. এবং যখন তাদের উপর শাস্তি আসত তারা বলত, 'হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সঙ্গে তার যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী যদি তুমি আমাদের হতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাতে বিশ্বাস করবই এবং ইস্রাঈল বংশধরগণকেও তোমার সাথে যেতে দেব'। ১৩৫. যখনই তাদের উপর হতে এক নির্দিষ্টকালের জন্য শাস্তি অপসারিত করতাম, যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। ১৩৬. সুতরাং আমি তাদের প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদের অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল অনবধান (তারা এর ধার ধারেনি)। ১৩৭. এবং যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের (শাম বা সিরিয়া ও মিসর) উত্তরাধিকারী করি এবং ইস্রাঈলী সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ১৩৮. এবং ইস্রাঈল সম্প্রদায়কে সমুদ্র পার করিয়ে দিই, অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে আসে। তারা বলল, 'হে মূসা! তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়ে দাও'। সে বলল, 'তোমরা তো এক মুর্খ সম্প্রদায়-এর মত কথা বলছ। ১৩৯. এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো ধ্বংস করা হবে এবং তারা যা করছে তাও অমূলক'। ১৪০. সে আরও বলল, 'কী! আল্লাহ্কে ছেড়ে তোমাদের জন্য আমি অন্য উপাস্য খুঁজব যখন তিনি তোমাদের বিশ্ব-জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন'? ১৪১. এবং স্মরণ কর, আমি তোমাদের ফেরাউনের অনুসারীদের হাত হতে উদ্ধার করেছি যারা তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিত, তারা তোমাদের পুত্র-সন্তানকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের মহাপরীক্ষা ছিল।

২৪. রুকূ।। ১৮৯. তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার
সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে সঙ্গত হয়
তখন সে এক লঘু গর্ভ ধারণ করে এবং এ নিয়ে সে কাল অতিবাহিত করে, গর্ভ যখন গুরুভার
হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদের এক
পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকবই'। ১৯০. তিনি যখন তাদের এক পূর্ণাঙ্গ
সন্তান দান করেন, তারা তাদের যা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র অংশী করে, কিন্তু তারা যাকে
অংশী করে আল্লাহ্ তা অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে। ১৯১. তারা কি এমন বস্তুকে অংশী-স্থাপন করে
যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট। ১৯২. ওরা তাদের সাহায্য করতে পারে না
এবং ওদের নিজেদেরও নয়। ১৯৩. তোমরা তাদের সৎপথে আহ্বান করলে ওরা তোমাকে
অনুসরণ করবে না। তোমরা ওদের আহ্বান কর বা চুপ করে থাক তোমাদের পক্ষে উভয় সমান।
১৯৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরই ন্যায় দাস,
তোমরা তাদের আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক।
১৯৫. তাদের কি চলার পা আছে? তাদের কি ধরার হাত আছে? তাদের কি দেখার চোখ আছে?
কিংবা তাদের কি শোনার কান আছে? বল, 'তোমরা যাদের আল্লাহ্‌র অংশী করেছ তাদের ডাক
ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না'। ১৯৬. নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক
আল্লাহ্, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।
১৯৭. এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদের সাহায্য করতে পারে
না এবং তাদের নিজেদেরও নয়। ১৯৮. যদি তাদের সৎপথে আহ্বান কর তবে তারা শ্রবণ করবে
না এবং তুমি দেখতে পাবে যে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তারা দেখে না। ১৯৯.
তুমি ক্ষমার অভ্যাস কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের উপেক্ষা কর। ২০০. এবং যদি
শাইতানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ নেবে, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা,
সর্বজ্ঞ। ২০১. নিশ্চয়ই যারা সাবধান হয় যখন তাদের শাইতান কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা
আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়। ২০২. আর যারা শাইতানের ভাই,
শাইতানেরা তাদের ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয় এবং এ বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে না। ২০৩.
এবং তুমি যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত করনা তখন তারা বলে, 'তুমি নিজেই
একটি কিছু বেছে নাওনা কেন'? বল, 'আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে আদেশ পেয়েছি
আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি। এ কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী
সম্প্রদায়ের জন্য এটি পথনির্দেশ ও দয়া'। ২০৪. এবং যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা
মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা
হয়। ২০৫. তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায়
স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীন হবে না। ২০৬. নিশ্চয়ই যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে
রয়েছে তারা অহঙ্কারে তাঁর উপাসনায় বিমুখ হয় না ও তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই
নিকট তারা সাজদাবনত হয়। **(সাজদা ঃ ১)** (পারার তিন চতুর্থাংশ)।

৮. সূরা আন্‌ফাল[৬০]

১০ রুকূ ।। ৭৫ আয়াত ।। ১২৫৩ শব্দ ।। ৫৫২২ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ বিশ্বাসীদের লক্ষণ, বদর যুদ্ধের সূচনা ও অঙ্গীকার, বদর যুদ্ধ ও ফিরিশ্‌তাদের অবতরণ, যুদ্ধের নির্দেশ, বদর-যুদ্ধের ফলাফল, জাতীয় অধঃপতন ও দুর্বলতার কারণ, জাতীয় জীবনের মূল-নীতি ধর্মযুদ্ধ, সন্ধি, যুদ্ধলব্ধ ধনের বিবরণ, যুদ্ধ বন্দী সমস্যা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের, সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপন কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর'। ২. বিশ্বাসী তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। ৩. যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে দান করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। ৪. তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্য মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। ৫. এ এরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হতে বের করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এ পছন্দ করেনি[৬১]। ৬. সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে। ৭. এবং স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে, অথচ তোমরা চাইছ যে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক—আর আল্লাহ্ চাইছিলেন যে তিনি সত্যকে তাঁর বাণীদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অবিশ্বাসীদের নির্মূল করতে। ৮. এজন্য যে তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন[৬২] করেন যদিও অপরাধিগণ এ পছন্দ করে না। ৯. স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং (বলেছিলেন) 'আমি তোমাকে সাহায্য করব এক সহস্র ফিরিশ্‌তা দ্বারা যারা একের পর এক আসবে'। ১০. এবং আল্লাহ্ এ করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে এবং সাহায্য শুধু আল্লাহ্‌র নিকট হতেই আসে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২. রুকূ।। ১১. স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন তা দিয়ে তোমাদের পবিত্র করার জন্য, তোমাদের হতে শাইতানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য। ১২. স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদের সাথে আছি', সুতরাং বিশ্বাসীগণকে অবিচলিত রাখ, যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব, সুতরাং তাদের স্কন্ধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর। ১৩. এ-কারণে যে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে—(তারা মনে রাখুক) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

১৪. সুতরাং এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। ১৫. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন অবিশ্বাসীদের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। ১৬. সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত কেউ তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর সে কত নিকৃষ্ট! ১৭. তোমরা তাদের বধ করনি, আল্লাহ্‌ই তাদের বধ করেছেন এবং তুমি যখন নিক্ষেপ[৬৩] করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করেছিলেন এবং এ বিশ্বাসীগণকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য, নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে শ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১৮. এভাবে আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন। ১৯. তোমরা (অবিশ্বাসীরা) সত্যের জয়(মীমাংসা) চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের (অবিশ্বাসীদের) নিকট এসেছে, যদি তোমরা বিরত হও (প্রত্যাবর্তন কর) তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর[৬৪], যদি তোমরা পুণরায় কর তবে আমিও পুণরায় শাস্তি দেব এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের (ঈমানদারদের) সাথে রয়েছেন।

৩. **রুকূ**।। ২০. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শ্রবণ করছ তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। ২১. এবং তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বলে, 'শ্রবণ করলাম', বস্তুত তারা শ্রবণ করে না। ২২. নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব বধির ও মূক যারা কিছুই বোঝে না। ২৩. এবং আল্লাহ্‌ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখতেন তবে তিনি তাদেরও শোনাতেন কিন্তু তাদের শোনালেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফেরাত। ২৪. হে বিশ্বাসীগণ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে তখন আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্‌ মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদের একত্রিত করা হবে। ২৫. তোমরা ধর্মদ্রোহীতাকে ভয় কর, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম (অত্যাচারী) কেবল তাদেরই ক্লিষ্ট করবে না[৬৫] এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর। ২৬. স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্পসংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল রূপে পরিগণিত হতে, তোমরা আশঙ্কা করতে যে লোকেরা তোমাদের অকস্মাৎ ধরে নিয়ে যাবে, অতঃপর তিনি তোমাদের আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করেন এবং তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। ২৭. হে বিশ্বাসীগণ! জেনে-শুনে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্যের সম্পর্কেও নয়। ২৮. এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা—এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে মহাপুরস্কার।

৪. **রুকূ**।। ২৯. হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্‌ অতিশয় মঙ্গলময়। ৩০. স্মরণ কর, অবিশ্বাসীগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্‌ও ষড়যন্ত্র করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ[৬৬]। ৩১. আর

যখন তাদের নিকট আমার আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা তো শ্রবণ করলাম ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, এ-তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা'[৬৭]। ৩২. আরও স্মরণ কর, তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ্‌! এ (এ ধর্ম) যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দাও'। ৩৩. এবং আল্লাহ্‌ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদের শাস্তি দেবেন এবং তিনি এরূপ নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদের শাস্তি দেবেন। ৩৪. এবং তাদের কীই বা বলার আছে যে, আল্লাহ্‌ তাদের শাস্তি দেবেন না যখন তারা লোকদের মাসজিদুল-হারাম (পবিত্র কা'বা) হতে নিবৃত্ত করে? যদিও তারা ওর তত্ত্বাবধায়ক নয়, সাবধানীগণই ওর তত্ত্বাবধায়ক কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ অবগত নয়। ৩৫. আর কা'বা গৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই ছিল তাদের নামায। সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কর। ৩৬. নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী, আল্লাহ্‌র পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা অবিশ্বাস করে তাদের জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। ৩৭. এ জন্য যে, আল্লাহ্‌ কুজনকে (অপবিত্র) সুজন (পবিত্র) হতে পৃথক করবেন এবং কুজনদের এককে অপরের উপর রাখবেন, অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এরাই তো ক্ষতিগ্রস্থ।

৫. **রুকূ**।। ৩৮. বল, 'যারা অবিশ্বাস করে তাদের, যদি তারা বিরত হয় তবে যা অতীতে হয়েছে আল্লাহ্‌ তা ক্ষমা করবেন, কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুণরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে'। ৩৯. এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না অধর্ম দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র ধর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তার সম্যক দ্রষ্টা। ৪০. আর যদি তারা মুখ ফিরায় তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌ই তোমাদের অভিভাবক এবং উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

৯ম পারা সমাপ্ত

১০ম পারা ।। ওয়া'লামূ আন্নামা গানেম্তুম মিন শায়্ইন ফাআন্না

৪১. আরও জেনে রাখ যে যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূলের, রাসূলের স্বজন, পিতৃহীন দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য, যদি তোমরা আল্লাহ্তে বিশ্বাস কর এবং সে বিষয়ের উপর মীমাংসার দিন (বদরের দিন) যা আমি আমার দাসের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম যখন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ৪২. স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে। যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করতে চাইতে তবে এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটত, কিন্তু বস্তুত যা ঘটার ছিল আল্লাহ্ তা সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে (সমবেত করলেন) যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে, নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৪৩. স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে তারা সংখ্যায় স্বল্প, যদি তোমাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করেছেন এবং অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত। ৪৪. স্মরণ কর, বস্তুত যা ঘটার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদের তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন। এবং আল্লাহ্র দিকেই সকল কর্মের শেষ গতি।

৬. রুকূ।। ৪৫. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। ৪৬. এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের চিত্তের দৃঢ়তা বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই রয়েছেন। ৪৭. আর তোমরা তাদের হয়ো না যারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজ গৃহ হতে বের হয় এবং লোককে আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে। বলাবাহুল্য তাদের সকল কীর্তিকলাপই আল্লাহ্র আয়ত্তে রয়েছে। ৪৮. স্মরণ কর, শাইতান (কুচক্রী) তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটেই থাকব'। অতঃপর দু দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল তখন সে সরে পড়ল ও বলল, 'তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইল না, তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি। আমি আল্লাহ্কে ভয় করি এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর'।

৭. রুকূ।। ৪৯. স্মরণ কর, মুনাফিক (কপট) ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে—তারা বলে, 'এদের ধর্ম এদের প্রতারিত করেছে'। আর যে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করবে—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। ৫০. তুমি দেখতে পেলে ফিরিশ্তাগণ অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে এবং বলছে, 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর'। ৫১. এ তাদের কর্মফল, এবং আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি কখনও অত্যাচার করেন না। ৫২. ফেরাউনের

স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীগণের অভ্যাসের ন্যায় এরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং আল্লাহ্ এদের পাপের জন্য এদের শাস্তি দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর। ৫৩. এ জন্য যে যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নন যে তিনি তাদের যে সম্পদ দান করেন তিনি তা পরিবর্তন করবেন এবং নিশ্চিত আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৫৪. ফেরাউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীগণের অভ্যাসের ন্যায় এরা এদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদের ধ্বংস করেছি এবং ফেরাউনের স্বজনকে নিমজ্জিত করেছি এবং তারা সকলেই ছিল অত্যাচারী। ৫৫. নিশ্চয়ই, আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং অবিশ্বাস করে। ৫৬. ওদের মধ্যে তুমি যাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ তারা প্রত্যেকবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা সাবধান হয় না। ৫৭. যুদ্ধে ওদের তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে ওদের পশ্চাতে যারা আছে তাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে ওদের এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে যাতে ওরা শিক্ষা লাভ করে। ৫৮. যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথভাবে বাতিল করবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।

৮. রুকূ।। ৫৯. আর অবিশ্বাসীগণ যেন কখনও মনে না করে যে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, নিশ্চয়ই তারা (সত্যানুসারিগণকে) হতবল করতে পারবে না। ৬০. এবং তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত রাখবে, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহ্র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত রাখবে এবং এ ছাড়া অন্যদের যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন, আর আল্লাহ্র পথে যা ব্যয় করবে ওর পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে না। ৬১. আর যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৬২. এবং যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট—তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও বিশ্বাসীগণ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। ৬৩. এবং তিনি ওদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৬৪. হে নাবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসীগণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৯. রুকূ।। ৬৫. হে নাবী! বিশ্বাসীদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু-শত জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকলে এক সহস্র অবিশ্বাসীর উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই। ৬৬. আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা[৬৮] আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশত জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু-শত জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে আল্লাহ্র অনুজ্ঞাক্রমে তারা দু'সহস্রের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন। ৬৭. দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নাবীর জন্য সঙ্গত নয়, তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্ চান পরলোকের কল্যাণ, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৬৮. আল্লাহ্র পূর্ব

৯. সূরা তাওবা

১৬ রুকূ ।। ১২৯ আয়াত ।। ২৫৩৭ শব্দ ।। ১১৩৬০ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ অংশীবাদীদের আচরণ, অবিশ্বাসীদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, আল্লাহ্‌র মাসজিদের কর্তৃত্ব, হজ্ব-যাত্রীদের সেবাযত্ন করা এবং কা'বা শারীফ পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ, আল্লাহ্ প্রীতি, হোনাইন যুদ্ধ, অংশীবাদীর কা'বায় প্রবেশ নিষেধ, কর না দেওয়া, জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ), খৃষ্টানগণ কর্তৃক হাযরাত ঈসাকে আল্লাহ্ বলা, পণ্ডিত বা পুরোহিত পূজা, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের অনুমতি। জিহাদ, হেরা গুহা, বিশ্বাসী ও কপট যোদ্ধা, দানের যোগ্য ব্যক্তি, গুজব, তাবুক যুদ্ধ, কপটদের পরিণাম, অবিশ্বাসী ও কপটদের বিরুদ্ধে জিহাদ, অসমর্থের দান, বিশ্বাসীর নয়টি লক্ষণ, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় ইব্রাহীমের দৃষ্টান্ত অনুসরণের নির্দেশ, তাবুক যুদ্ধ ও অনুতপ্ত তিন ব্যক্তির ক্ষমা, ধর্মযুদ্ধের উপদেশ দান।]

১. রুকূ ।। ১. তোমরা যাদের সাথে অনির্দিষ্টকালের সন্ধি স্থাপন করেছিলে, আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ হতে সে সকল অংশীবাদীদের সাথে চুক্তি বাতিল করা হল। ২. অতঃপর তোমরা দেশে চার মাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রাখ যে তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছিত করে থাকেন। ৩. মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর

রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এ এক ঘোষণা যে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীবাদীদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গেও নয়। তোমরা যদি তাওবা (অনুতাপ) কর তবে তোমাদের কল্যাণ হবে, আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না। এবং অবিশ্বাসীদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। ৪. তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তিরক্ষায় কোন ক্রটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মিয়াদ (সময়) পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন। ৫. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তাওবা (অনুতাপ) করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত দেয় (দান করে) তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬. আর অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে, কারণ তারা অজ্ঞ লোক।

২. রুকূ ।। ৭. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট অংশীবাদীদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মাসজিদুল হারামের (কা'বা) সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যতদিন তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরা তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন। ৮. কেমন করে থাকবে? তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয় তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না, তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে, বস্তুত তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। ৯. তারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে ও তারা লোকদের তাঁর পথ হতে নিবৃত্ত করে। নিশ্চয়ই তারা যা করে থাকে তা অতি জঘন্য! ১০. তারা কোন বিশ্বাসীর সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, তারাই সীমালংঘনকারী। ১১. অতঃপর তারা যদি তাওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের ধর্মভাই (দ্বীনী ভাই) এবং জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্টরূপে বিবৃত করি। ১২. আর তারা যদি তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে বিদ্রুপ করে, তবে অবিশ্বাসীদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করবে, এরা এমন লোক যাদের প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই নয়, সম্ভবত তারা নিরস্ত হতে পারে। ১৩. তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সঙ্কল্প করেছে? ওরাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? বিশ্বাসী হলে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এটিই আল্লাহ্‌র নিকট শোভনীয়। ১৪. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দেবেন, ওদের লাঞ্ছিত করবেন, ওদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করবেন ও বিশ্বাসীদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন, ১৫. এবং ওদের চিত্তের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১৬. তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্ তোমাদের এমনি ছেড়ে দেবেন অথচ এখনও আল্লাহ্ জেনে নেননি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে, কে আল্লাহ্,

তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীগণ ব্যতীত অন্য কাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি? তোমরা যা কব সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

৩. রুকূ ।। ১৭. অংশীবাদীরা যখন নিজেরাই নিজেদের অবিশ্বাস স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহ্র মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন হতে পারে না। ওরা এমন, যাদের সকল কাজ ব্যর্থ এবং ওরা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। ১৮. তারাই তো আল্লাহ্র মাসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ্তে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় (দান করে) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাকেও ভয় করে না, ওদেরই সৎপথপ্রাপ্তির আশা আছে। ১৯. যারা হাজীদের (হজ যাত্রীদের) পানি সরবরাহ করে এবং মাসজিদুল হারামের (পবিত্র কা'বার) রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমরা কি ওদের সমজ্ঞান কর যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে? আল্লাহ্র নিকট ওরা সমতুল্য নয়। আল্লাহ্ অনাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। ২০. যারা বিশ্বাস করে তারা আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, ধর্মের জন্য গৃহত্যাগ করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে—এরাই তো সফলকাম। ২১. তাদের প্রতিপালক তাদের নিজ দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের সংবাদ দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখসমৃদ্ধি রয়েছে। ২২. সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে আছে মহাপুরস্কার। ২৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে শ্রেয় জ্ঞান করে তবে ওদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদের অভিভাবক করে, তারাই অপরাধী। ২৪. বল, 'তোমাদের পিতাপুত্র, ভ্রাতৃবৃন্দ, পত্নী-পরিজন, অর্জিত ধন-সম্পদসমূহ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয় তবে আল্লাহ্র আদেশ পাঠান পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুত আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

৪. রুকূ ।। ২৫. আল্লাহ্ তোমাদের তো বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হোনাইনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্তেও তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। ২৬. অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদের উপর দয়া বর্ষণ করেন যাতে ওদের চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান করেন। এটিই অবিশ্বাসীদের কর্মফল। ২৭. এর পরও যার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ হতে পারেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ২৮. হে বিশ্বাসীগণ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র, সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তিনি তোমাদের অভাব মুক্ত করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ২৯. যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া[৬৯] দেয়।

৫. রুকূ ।। ৩০. আর ইয়াহুদীরা বলে, 'ওজাইর আল্লাহ্র পুত্র' এবং খৃষ্টানেরা বলে, 'মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র'। এ তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা অবিশ্বাস করেছিল ওরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন। তারা কেমন করে সত্যবিমুখ হয়! ৩১. তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম-তনয় মসীহ্কেও। কিন্তু ওরা এক উপাস্যের উপাসনা করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তারা যাকে অংশী করে তা হতে তিনি কত পবিত্র! ৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। অবিশ্বাসীগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না। ৩৩. অংশীবাদীগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্মসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন। **(পারার অর্ধাংশ)**। ৩৪. হে বিশ্বাসীগণ! পণ্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে। যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না—ওদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। ৩৫. যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে চিহ্ন দেওয়া হবে (সেদিন বলা হবে), এটিই তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে। সুতরাং যা তোমরা পুঞ্জীভূত করতে তার আস্বাদ গ্রহণ কর। ৩৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস[৭০], এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না এবং তোমরা অংশীবাদীদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে। এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্ সাবধানীদের সঙ্গেই আছেন। ৩৭. নিষিদ্ধ কাল অন্য মাসে পিছিয়ে দেওয়া কেবল অবিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা, যারা অবিশ্বাস করে তারা ওকে কোন বছর বৈধ করে এবং কোন বছর অবৈধ করে যাতে তারা আল্লাহ্ যেগুলিকে নিষিদ্ধ করেছেন তা বৈধ করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলি তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে। আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

৬. রুকূ ।। ৩৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কি হল যে যখন আল্লাহ্র পথে তোমাদের অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ঘরমনা হয়ে গড়িমসি কর? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিতকর। ৩৯. যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। ৪০. যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর (তবে স্মরণ কর) আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন অবিশ্বাসীগণ তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দুজনের (একজন স্বয়ং হাযরাত মুহাম্মাদ সা এবং অপরজন হাযরাত আবু বাক্র রা) একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল। সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'বিষন্ন হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন'। অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর তাঁর দয়া বর্ষণ করেন

যাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়। এবং তাকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা শক্তিশালী করেন যা তোমরা দেখনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের কথা হেয় করেন, আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোপরি। এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৪১. অভিযানে বের হয়ে পড় লঘু রণসম্ভারে হোক অথবা গুরু রণসম্ভারে হোক এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম কর। ঐটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। ৪২. আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও যাত্রাপথ নাতিদীর্ঘ হলে ওরা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু ওদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। ওরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, 'পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম'। ওরা নিজেদেরই ধ্বংস করে। ওরা যে মিথ্যাচারী এ তো আল্লাহ্‌ জানেন।

৭. রুকূ ।। ৪৩. আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্ষমা করুন। কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদের অব্যাহতি দিলে? ৪৪. যারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা সংগ্রামে অব্যাহতি পাবার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্‌ সাবধানীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ৪৫. তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল ওরাই যারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। ওরা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। ৪৬. ওরা বের হতে চাইলে ওরা নিশ্চয়ই এর জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু ওরা যাত্রা করে এ আল্লাহ্‌র মনঃপুত ছিল না সুতরাং তিনি ওদের বিরত রাখেন এবং ওদের বলা হয় 'যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক'। ৪৭. ওরা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করত এবং তেমাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করত। তোমাদের মধ্যে ওদের কথা শোনবার লোক আছে। আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ৪৮. পূর্বেও ওরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং ওরা তোমার কর্ম পণ্ড করার জন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিল যতক্ষণ না ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য অবতীর্ণ হল এবং আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যক্ত হল। ৪৯. এবং ওদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে 'আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে বিশৃঙ্খলায় ফেলো না'। সাবধান! ওরাই বিশৃঙ্খলায় পড়ে আছে। এবং নিশ্চয়ই জাহান্নাম অবিশ্বাসীদের বেষ্টন করেই আছে। ৫০. তোমার মঙ্গল হলে তা ওদের পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটলে ওরা বলে, 'আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম'। এবং ওরা উৎফুল্লচিত্তে সরে পড়ে। ৫১. বল, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হবে না, তিনি আমাদের কর্মবিধায়াক' এবং আল্লাহ্‌র উপরেই বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত। ৫২. বল, 'তোমরা শুধু আমাদের দুটি[৭১] কল্যাণের একটির প্রতিক্ষা করতে পার এবং আমরা তোমাদের জন্য আশা করছি যে আল্লাহ্‌ নিজের তরফ হতে কিংবা আমাদের হাত দ্বারা তোমাদের উপর বিপজ্জনক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর এবং আমরাও তোমাদের সঙ্গে প্রতিক্ষা করছি'। ৫৩. বল, 'তোমাদের অর্থ-সাহায্য ইচ্ছাকৃত হোক অথবা অনিচ্ছাকত হোক তোমাদের নিকট হতে গৃহীত হবে না, নিশ্চয়ই তোমরা সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'। ৫৪. ওরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, নামাযে শৈথিল্যের সঙ্গে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থসাহায্য করে। ৫৫. সুতরাং ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন

বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্‌ তো ওর দ্বারাই ওদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে। ৫৬. ওরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে ওরা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ওরা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুত ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা কাপুরুষ। ৫৭. ওরা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরি-গুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পেলে ওতে ক্ষিপ্রগতিতে পলায়ন করবে। ৫৮. ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে 'সাদকা'[৭২] সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, অতঃপর এর কিছু দেওয়া হলে ওরা পরিতুষ্ট হয় এবং এর কিছু ওদের না দেওয়া হলে ওরা বিক্ষুব্ধ হয়। ৫৯. আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল ওদের যা দিয়েছেন তাতে যদি ওরা পরিতুষ্ট হত তা হলে ভাল হত এবং যদি বলত 'আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্‌ অবশ্যই শীঘ্রই নিজের অনুগ্রহ হতে আমাদের দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও (দান করবেন)। আমরা আল্লাহ্‌রই প্রতি আসক্ত'।

৮. রুকূ ।। ৬০. দান-খায়রাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ ও দান খায়রাতের কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের মনকে (ইসলামের প্রতি) অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণে ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী ও পর্যটকদের জন্য। এ আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৬১. এবং ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নাবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, 'সে তো যা শোনে তাই বিশ্বাস করে'। বল, 'তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তাই শোনে। সে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদের বিশ্বাস করে, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী সে তাদের জন্য আশীর্বাদ এবং যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে ক্লেশ দেয় তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৬২. ওরা তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র শপথ করে। অথচ আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলকে খুশী করাই ছিল তাদের অবশ্য কর্তব্য, যদি বিশ্বাসী হয়। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ৬৩. ওরা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন—সেখানে সে চিরকাল থাকবে! ঐটিই তো চরম লাঞ্ছনা। ৬৪. মুনাফিকরা (কপটেরা) ভয় করে এমন এক সূরা অবতীর্ণ না হয় যা ওদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দেবে। বল, 'বিদ্রূপ করতে থাক, তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ্‌ তা প্রকাশ করে দেবেন'। ৬৫. এবং তুমি ওদের প্রশ্ন করলে ওরা নিশ্চয়ই বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম'। বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌, তাঁর নিদর্শন ও রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে? ৬৬. দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না, তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাস করেছ। তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব—কারণ তারা অপরাধী'।

৯. রুকূ ।। ৬৭. মুনাফিক (কপট) নর-নারী একে অপরের অনুরূপ, ওরা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, ওরা ব্যায়কুণ্ঠ, ওরা আল্লাহ্‌তে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে তিনিও ওদের বিস্মৃত হয়েছেন, মুনাফিকরা (কপটেরা) তো সত্যত্যাগী। ৬৮. আল্লাহ্‌ মুনাফিক (কপট) নর-নারী ও অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে। এটিই ওদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্‌ ওদের অভিসম্পাত করেছেন এবং ওদের জন্য আছে চিরস্থায়ী শাস্তি। ৬৯. তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত যারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের অপেক্ষা

অধিক এবং ওরা ওদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে, তোমাদের যা ছিল তোমরাও তা ভোগ করলে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের ভাগ্যে যা ছিল তাই তারা ভোগ করেছে, ওরা এমন অনর্থক আলাপ-আলোচনা করেছিল তোমরাও সেরূপ আলাপ-আলোচনা করেছ। ওরাই তো তারা যাদের কর্মফল ইহলোকে, পরলোকে (তারা) ব্যর্থ এবং ওরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। ৭০. ওদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও সামূদের সম্প্রদায়, ইব্রাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদিয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীগণের সংবাদ কি ওদের নিকট আসেনি? ওদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ ওদের রাসূলগণ এসেছিল। আল্লাহ্ তো তাদের উপর অবিচার করার জন্য নন, কিন্তু ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অনাচার করত। ৭১. বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, এদেরই আল্লাহ্ কৃপা করবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৭২. আল্লাহ্ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এবং চিরস্থায়ী বাগানে (জান্নাতে) মনোরম প্রাসাদসমূহ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ঐটিই চরম সাফল্য।

১০. রুকূ ।। ৭৩. হে নাবী! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের (কপটদের) বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর এবং ওদের প্রতি কঠোর হও। জাহান্নাম ওদের আবাসস্থল, (এবং) তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম। ৭৪. ওরা আল্লাহ্র শপথ করে যে ওরা কিছু বলেনি, কিন্তু ওরা তো সত্য প্রত্যাখ্যানের কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর ওরা অবিশ্বাস করেছে। ওরা যা কামনা করেছিল তা পায়নি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় ওদের অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই ওরা দোষারোপ করেছিল। ওরা তাওবা (অনুতাপ) করলে ওদের জন্য ভাল হবে, কিন্তু ওরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ ইহলোকে ও পরলোকে ওদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন, পৃথিবীতে ওদের কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নেই। ৭৫. ওদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকার করেছিল, 'আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদের দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সাদকাহ্ দেব এবং সৎ হব'। ৭৬. অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় ওদের দান করলেন তখন ওরা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফেরাল। ৭৭. পরিণামে ওদের অন্তরে কপটতা রইল আল্লাহ্র সহিত ওদের সাক্ষাৎদিবস পর্যন্ত, কারণ ওরা আল্লাহ্র নিকট যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং ওরা ছিল মিথ্যাচারী। ৭৮. ওরা কি জানতনা যে ওদের অন্তরের গোপন কথা ও ওদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানেন এবং যা অদৃশ্য তা তিনি বিশেষভাবে জানেন? ৭৯. বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদ্কা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না তাদের যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ্ ওদের বিদ্রূপ করুন, ওদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৮০. তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা, তুমি সত্তরবার ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ ওদের কখনই ক্ষমা করবেন না, এ এজন্য যে, ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

১১. রুকূ ।। ৮১. যারা (তাবুক অভিযানে) পশ্চাতে রয়ে গেল তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতেই আনন্দলাভ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করল না এবং তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না'। বল,

'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম'। যদি তারা বুঝত! ৮২. অতএব তারা কিঞ্চিত হেসে নিল, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তারা প্রচুর কাঁদবে। ৮৩. আল্লাহ্ যদি তোমাকে ওদের কোন দলের নিকট ফেরৎ আনেন এবং ওরা অভিযানে বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি বলবে, 'তোমরা তো আমার সাথে কখনও বের হবে না এবং তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, সুতরাং যারা পিছনে থাকে তাদের সাথে বসে থাক'। ৮৪. ওদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও ওর জানাযায় (শব ও শবাধারে) প্রার্থনা করার জন্য ওর কবর পার্শ্বে দাঁড়াবে না, ওরা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং সত্যত্যাগী অবস্থায় ওদের মৃত্যু হয়েছে। ৮৫. সুতরাং ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো ওর দ্বারাই ওদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান, ওরা অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে। ৮৬. 'আল্লাহ্তে বিশ্বাস কর এবং রাসূলের সঙ্গী হয়ে সংগ্রাম কর' এই মর্মে যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন ওদের মধ্যে যাদের শক্তি সামর্থ্য আছে তারা তোমার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, 'আমাদের রেহাই দাও, যারাই বসে থাকে আমরা তাদের সঙ্গেই থাকব'। ৮৭. ওরা অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে অবস্থান করাই পছন্দ করে, ওদের অন্তর মোহর করা হয়েছে, ফলে ওরা বুঝতে পারে না। ৮৮. কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করেছে। ওদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং ওরাই সফলকাম। ৮৯. আল্লাহ্ ওদের জন্য পস্তুত করেছেন জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটিই মহাসাফল্য।

১২. রুকূ ।। ৯০. মাক্কাবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত উপস্থিত করে অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য এল এবং যারা আল্লাহ্কে ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল তারা বসে রইল। ওদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হবে। ৯১. আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি অবিমিশ্র অনুরাগ থাকলে যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাদের কোন অপরাধ নেই। যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নেই, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯২. ওদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোন হেতু নেই যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে, 'তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না', ওরা অর্থব্যয়ে অসামর্থজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেল। ৯৩. যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। ওরা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছিল, আল্লাহ্ ওদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন, তাই তো তারা জানতে পারে না।

১০ম পারা সমাপ্ত

১১শ পারা ।। য়্যা'তাযেরূনা এলায়কুম ইজা রাজা'তুম ইলায়হিম

৯৪. তোমরা ওদের নিকট ফিরে এলে ওরা তোমাদের নিকট অজুহাত উপস্থিত করবে। বল, 'অজুহাত পেশ করো না, আমরা তোমাদের কখনও বিশ্বাস করব না, আল্লাহ্ তোমাদের সংবাদ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন। অতঃপর, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁর নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করা হবে এবং তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদের জানিয়ে দেবেন'। ৯৫. তোমরা ওদের নিকট ফিরে এলে যাতে তোমরা ওদের উপেক্ষা কর এ উদ্দেশ্যে ওরা আল্লাহ্‌র শপথ করবে। সুতরাং তোমরা ওদের উপেক্ষা করবে, নিশ্চয়ই ওরা ঘৃণ্য। এবং ওদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম ওদের আবাসস্থল। ৯৬. ওরা তোমাদের নিকট শপথ করবে এ জন্যে যে যাতে তোমরা ওদের প্রতি তুষ্ট হও, তোমরা ওদের প্রতি তুষ্ট হলেও নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না। ৯৭. অবিশ্বাস ও কপটতায় মাক্কাবাসীগণ কঠোরতর এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখার জ্ঞানলাভ না করার যোগ্যতা এদের অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৯৮. মাক্কাবাসীগণের কেউ কেউ যা তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে তাকে বাধ্যতামূলক অনর্থক ব্যয় মনে করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র ওদেরই হোক। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৯৯. মাক্কাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও রাসূলের আশীর্বাদ লাভের অবলম্বন মনে করে। বাস্তবিকই তা ওদের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের অবলম্বন। আল্লাহ্ সত্ত্বর ওদের নিজ করুণাগ্রাহী করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩. রুকূ ।। ১০০. মুহাজির[৭৩] ও আনসারদের[৭৪] মধ্যে যারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং যারা সদনুষ্ঠানের সাথে তাদের অনুগমণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করেছেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ মহাসাফল্য। ১০১. মাক্কাবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশে-পাশে আছে তাদের কেউ কেউ এবং মাদীনাবাসীদের কেউ কেউ মুনাফিক (কপট), ওরা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি ওদের জান না, আমি ওদের জানি। আমি ওদের দুবার শাস্তি দেব ও পরে ওরা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। ১০২. আর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, ওরা এক সৎকর্মের সাথে অপর এক অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে। আল্লাহ্ হয়ত ওদের ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১০৩. ওদের সম্পদ হতে সাদকাহ (দান) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি ওদের পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি ওদের আশীর্বাদ করবে। নিশ্চয়ই, তোমার আশীর্বাদ ওদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১০৪. ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের তাওবা (অনুশোচনা) গ্রহণ করেন এবং সাদকাহ (দান) গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু? ১০৫. এবং বল, 'তোমরা কাজ কর, আল্লাহ্ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীগণও করবে এবং তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা

তোমাদের জানিয়ে দেবেন।' ১০৬. এবং অন্য একদল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল—আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দেবেন, না ক্ষমা করবেন তাঁর এ আদেশের প্রতীক্ষায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১০৭. এবং যারা ক্ষতি করার জন্যে, বিদ্রোহভাবে, বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে তাদের গোপন ঘাঁটিস্বরূপ (একটি নতুন) মাসজিদ নির্মান করেছে[৭৪(ক)]—তারা অবশ্যই শপথ করবে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই তা করেছি, আল্লাহ্ সাক্ষী, নিশ্চয়ই ওরা মিথ্যাবাদী। ১০৮. তুমি (নামাযের) জন্য এতে কখনও দাঁড়িয়ো না, যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই ধর্মানুষ্ঠানের জন্য স্থাপিত হয়েছে ওতেই নামাযের জন্য দাঁড়ানো তোমার জন্য সমুচিত। ওতে, পবিত্র হতে চায় এমন লোক আছে এবং যারা পবিত্র হয় আল্লাহ্ তাদের পছন্দ করেন। ১০৯. যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সেই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে পতন-প্রায় ধ্বসের কিনারায়, এবং যা (গৃহ) ওকে সহ (পতনোন্মুখ ধ্বস সহ) জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আর আল্লাহ্ অনাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। ১১০. ওদের গৃহ যা ওরা নির্মাণ করেছে তা ওদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে—যে পর্যন্ত না ওদের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৪. রুকূ ।। ১১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ বেহেশ্‌তের মূল্য বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে, (অসৎ ব্যক্তিদের) নিহত করে অথবা (নিজেরা) নিহত হয়। বস্তুত তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং ঐটিই মহাসাফল্য। ১১২. ওরা তাওবা (অনুতাপ) করে উপাসনা করে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, রোযাব্রত পালন করে, রুকূ ও সাজদাহ করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎকর্ম নিষেধ করে এবং আল্লাহ্‌র সীমারেখা সংরক্ষণ করে। (হে মুহাম্মাদ) তুমি (এ সকল) বিশ্বাসীদের শুভ সংবাদ দাও। ১১৩. আত্মীয়-স্বজন হলেও অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী এবং বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয় যখন এ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে ওরা জাহান্নামবাসী। ১১৪. ইব্রাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং তা (ক্ষমা প্রদর্শন) তাকে (ইব্রাহীমকে) দেওয়া আল্লাহ্‌র একটি প্রতিশ্রুতির জন্য সম্ভব হয়েছিল, অতঃপর যখন এ তার নিকট সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন ইব্রাহীম তার সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিল কোমল হৃদয় ও সহনশীল। ১১৫. আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য নন—যে পর্যন্ত না ওদের কি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এ ওদের নিকট সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ১১৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই। ১১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই নাবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হলেন যারা সঙ্কটকালে তার (মুহাম্মাদের) অনুগমন করেছিল এমন কি যখন তাদের এক দলের চিত্ত বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন ওদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। ১১৮. এবং তিনি অপর

তিনজনকেও (হাযরাত কাব ইবনে মালেক, মুরারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া রা) ক্ষমা করলেন যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা (পৃথিবী) সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই— পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হলেন যাতে তারা তাওবা করে (অনুতাপ করে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।

১৫. রুকূ ।। ১১৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। ১২০. আল্লাহ্র রাসূলের সহগামী না হয়ে পিছনে থেকে যাওয়া এবং তার (মুহাম্মাদ) জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা মাদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মাক্কাবাসীদের জন্য সঙ্গত নয়; কারণ আল্লাহ্র পথে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং অবিশ্বাসীদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন স্থানে পদক্ষেপ করা আর শত্রুদের নিকট হতে কিছু লাভ করা তাদের সৎকর্মরূপে গণ্য হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। ১২১. তারা ছোট বড় যা কিছু ব্যয় করে এবং কোন প্রান্তর অতিক্রম করে চলে তাও তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়—যাতে তারা যা করে তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার আল্লাহ্ তাদের দিতে পারেন। ১২২. এবং বিশ্বাসীদের সকলের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হোক, (অবশিষ্টরা) ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করুক এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে এসে যাতে (তারা) আত্মরক্ষা করে চলে, সেজন্য স্বজাতিকে সতর্ক করুক।

১৬. রুকূ ।। ১২৩. হে বিশ্বাসীগণ! অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সাবধানীদের সাথে আছেন। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ১২৪. এবং যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, 'এ তোমাদের মধ্যে কার বিশ্বাস বৃদ্ধি করল'? যারা বিশ্বাসী এতো তাদেরই বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়। ১২৫. এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এ তাদের কলুষের সাথে আরও কলুষ যুক্ত করে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় তাদের মৃত্যু ঘটে। ১২৬. তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর দু-একবার বিপর্যস্ত হয়? এর পরও তারা তাওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না। ১২৭. আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় (এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে), 'তোমাদের কেউ লক্ষ্য করছ কি?' অতঃপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করেছেন, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই। ১২৮. তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট অবশ্যই এক রাসূল এসেছে তোমাদের কষ্টভোগ তার পক্ষে দুঃসহ। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বাসীদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। ১২৯. অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বল, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের (সৃষ্টির বিষয়-বিষয়াদির পরিচালন কেন্দ্রের) অধিপতি।

দ্বিতীয় মঞ্জিল সমাপ্ত

১১. সূরা হুদ

১০ রুকূ ।। ১২৩ আয়াত ।। ১৯৩৬ শব্দ ।। ৭৯২৪ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ জীবিকা আল্লাহ্‌র হাতে, মহাপ্রলয়, গর্ব ও তার কুফল, হাযরাত নূহের উপদেশ, নূহের নৌকা প্রস্তুতকরণ, মহা জলপ্লাবন, জুদী পাহাড়, হাযরাত হুদ (আ) ও আদ জাতি; হাযরাত সালেহ (আ) ও সামূদ গোত্র, হাযরাত ইব্রাহীম (আ), ফিরিশ্‌তা, লুতের সম্প্রদায়, শোয়াইব্‌ (আ) ও মাদিয়ানবাসিগণ, ঠিক ঠিক ওজন-মাপ দানের নির্দেশ, সাধু ও অসাধু, হাযরাত মূসা (আ) ও তাওরাত, নামায ও নামাযের সময় নির্ণয়, ধৈর্যের অবলম্বন নামায, অন্যান্য উপদেশ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ-লাম-রা—যিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ—এ গ্রন্থ তাঁর নিকট হতে (এসেছে), এর বাক্যসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত করা হয়েছে ও পরে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, ২. তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করবে না। আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহক। ৩. (আরও বলা হয়েছে) যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদের এক নির্দিষ্ট কাজের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন এবং তিনি ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান প্রত্যেককে অধিক দান করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করি। ৪. আল্লাহ্‌রই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৫. সাবধান! ওরা তাঁর নিকট গোপন রাখার জন্য ওদের অন্তরের বিদ্বেষ গোপন রাখে। সাবধান! ওরা যখন ওদের অভিসন্ধি গোপন করে তখন ওরা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তা জানেন, অন্তরে যা আছে তা তিনি সবিশেষ অবহিত।

১১শ পারা সমাপ্ত

৬. পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই, তিনি ওদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত, সুস্পষ্ট গ্রন্থে সব কিছুই আছে। ৭. যখন তাঁর আরশ পানির উপর ছিল তখন তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন তোমাদের মধ্যে কে আচরণে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য। 'মৃত্যুর পর তোমরা পুণরুত্থিত হবে' তুমি এ বললেই অবিশ্বাসীরা নিশ্চয়ই বলবে, 'এ তো (কুরআন) স্পষ্টত অলীক কল্পনা'। ৮. নির্দিষ্ট কিছুদিনের জন্য আমি যদি ওদের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে ওরা নিশ্চয়ই বলবে, 'কিসে এ নিবারণ করছে'? সাবধান! যেদিন ওদের নিকট এ (শাস্তি) আসবে সেদিন ওদের নিকট হতে তা ফিরবে না এবং যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তা ওদের পরিবেষ্টন করবে।

২. রুকূ।। ৯. যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হতে অণুগ্রহের আস্বাদ করাই ও পরে তা হতে ওকে বঞ্চিত করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়। ১০. দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ করাই তখন সে বলেই থাকে, 'আমার বিপদ-আপদ কেটে গিয়েছে' আর সে হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী। ১১. কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। ১২. 'তার নিকট ধনভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন' অথবা 'তার সাথে ফিরিশ্‌তা আসে না কেন'?—ওরা তোমার সম্বন্ধেযখন এ কথা বলে (তখন) তুমি যেন তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু বর্জন করো না এবং এজন্য ব্যথিত হয়ো না। তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং আল্লাহ্‌ই সর্ববিষয়ের দায়িত্বভার নিয়েছেন। ১৩. তারা কি বলে, 'সে (হাযরাত মুহাম্মাদ) এটি রচনা করেছে'? বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান কর।' ১৪. যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখ এ আল্লাহ্‌রই নিকট হতে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে না? ১৫. যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তবে পৃথিবীতে আমি ওদের কর্মের পরিমিত ফল দান করি এবং পৃথিবীতে ওরা কম পাবে না। ১৬. ওদেরই জন্য পরলোকে আগুন (জাহান্নাম) ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে এবং ওরা যা করে থাকে তা নিরর্থক। ১৭. যারা কেবল পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তারা কি ওদের সমতুল্য যারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে (কুরআনে) প্রতিষ্ঠিত, যারা (কুরআনের) অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত সাক্ষী (হাযরাত মুহাম্মাদ) এবং যারা পূর্ব সাক্ষী মূসার গ্রন্থ, আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ? ওরাই এতে (কুরআনে) বিশ্বাসী। অন্যান্য দলের যারা একে অস্বীকার করে অগ্নিই (জাহান্নাম) তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এতে সন্দিগ্ধ হয়ো না। এ তো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না। ১৮. যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাদের অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? ওদের প্রতিপালকের সম্মুখে ওদের উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষীগণ বলবে, 'এরাই এদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল'। সাবধান! যালিমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। ১৯. যারা আল্লাহ্‌র পথে

বাধা দেয় এবং ওতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে এরাই পরলোককে প্রত্যাখ্যান করে। ২০. ওরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র বিধান ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত ওদের অপর কোন অভিভাবকও নেই, ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। ওদের শোনবার সামর্থ্য ছিল না এবং ওরা দেখত না। ২১. ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করল এবং যা ওদের কল্পনাপ্রসূত ছিল তা ওদের নিকট মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। ২২. নিশ্চয়ই ওরা পরলোকে (আখিরাতে) সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২৩. নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসী, সৎকর্মপরায়ণ এবং তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। ২৪. দল দুটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্নের উপমা, তুলনায় দুটি কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

৩. রুকূ।। ২৫. এবং নিশ্চয়ই নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল), 'আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। ২৬. যাতে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর উপাসনা না কর, আমি তোমাদের জন্য এক মর্মন্তুদ দিনের শাস্তি আশঙ্কা করি'। ২৭. তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যারা ছিল অবিশ্বাসী, তারা বলল, 'আমরা তোমাকে তো আমাদের মতই মানুষ দেখছি, আমরা তো দেখছি যারা, আমাদের মধ্যে অধম তারাই অনুধাবন না করে তোমার অনুসরণ করছে এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।' ২৮. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, অথচ এ বিষয়ে তোমরা জ্ঞানান্ধ হও, আমি কি এ বিষয়ে তোমাদের বাধ্য করতে পারি যখন তোমরা এ অপছন্দ কর? ২৯. হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধনসম্পদ চাই না। আমার শ্রমফল আল্লাহ্র নিকট আছে এবং বিশ্বাসীগণকে তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়, তবে তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটবে। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। ৩০. হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দিই তবে আল্লাহ্র শাস্তি হতে আমাকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? ৩১. আমি তোমাদের বলি না, আমার নিকট আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার আছে। অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত নই, এবং আমি এ কথাও বলি না যে আমি ফিরিশ্তা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে আল্লাহ্ তাদের কখনই মঙ্গল দান করবেন না, তাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (এরূপ বললে) আমি অবশ্যই সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব।' ৩২. তারা বলল, 'হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বিতণ্ডা করেছ, তুমি আমাদের সাথে অতিমাত্রায় বিতণ্ডা করেছ, সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।' ৩৩. সে বলল, 'ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ই তা তোমাদের নিকট উপস্থিত করবেন এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। ৩৪. আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না যদি আল্লাহ্ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই নিকট আমরা প্রত্যাবর্তন করব।' ৩৫. তারা কি বলে যে, সে রচনা করেছে? বল, 'আমি যদি এ রচনা করে থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব। তোমরা যে অপরাধ করছ তার জন্য আমি দায়ী নই।'

৪. রুকূ।। ৩৬. নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল, 'যারা বিশ্বাস করেছে তারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনও বিশ্বাস করবে না। সুতরাং তারা যা করে তার জন্য তুমি ক্ষোভ করো না। ৩৭. তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যারা সীমালংঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোল না। নিশ্চয়ই, তারা নিমজ্জিত হবে।' ৩৮. সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তার নিকট দিয়ে যেত তাকে উপহাস করত। সে বলত—'তোমরা যদি আমাদের উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদের উপহাস করব যেমন তোমরা উপহাস করছ। ৩৯. এবং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কার উপর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আসবে ও স্থায়ী শাস্তি কার জন্য অবশ্যম্ভাবী।' ৪০. অবশেষে আমার আদেশ এলে ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হল। আমি বললাম, 'এতে প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া উঠিয়ে নাও (এবং) যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদের (উঠিয়ে নাও)।' তার সঙ্গে অল্প কয়েকজন বিশ্বাস করেছিল। ৪১. সে বলল, 'এতে আরোহণ কর, আল্লাহ্র নামে এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ৪২. পর্বত প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে এ (নৌকা) তাদের নিয়ে বয়ে চলল, নূহ্ তার পুত্রকে (যে ওদের থেকে পৃথক ছিল), আহ্বান করে বলল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং অবিশ্বাসীদের সঙ্গী হয়ো না।' ৪৩. সে (নূহের পুত্র 'কেনান') বলল, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেব যা আমাকে প্লাবন হতে রক্ষা করবে।' সে (হাযরাত নূহ আ) বলল, 'আজ আল্লাহ্র বিধান হতে রক্ষা করার কেউই নেই, (রক্ষা পাবে) সে যাকে আল্লাহ্ দয়া করবেন।' এর পর তরঙ্গ ওদের বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে (নূহের পুত্র) নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল। ৪৪. এরপর বলা হল, (অর্থাৎ আল্লাহ্ বললেন), 'হে পৃথিবী! তুমি আমার পানি শোষণ করে নাও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও'। এরপর বন্যা প্রশমিত হল এবং কার্য সমাপ্ত হল, নৌকা জুদী[৭৬] পর্বতের উপর স্থির হল এবং বলা হল—ধ্বংসই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের পরিণাম। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।** ৪৫. নূহ্ তার প্রতিপালককে সম্বোধন করে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক'। ৪৬. তিনি বললেন, 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি—তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।' ৪৭. সে (হাযরাত নূহ আ) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি এজন্য আমি আপনার শরণ নিচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ৪৮. বলা হল, (অর্থাৎ আল্লাহ্ বললেন), 'হে নূহ! অবতরণ কর আমার দেওয়া শান্তিসহ ও তোমার প্রতি এবং যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি কল্যাণসহ, অপর সম্প্রদায়সমূহকে জীবন উপভোগ করতে দেব, পরে আমার থেকে মর্মন্তুদ শাস্তি ওদের স্পর্শ করবে। ৪৯. এ সমস্ত অদৃশ্য লোকের সংবাদ আমি তোমাকে (হাযরাত মুহাম্মাদকে) ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করেছি যা এর পূর্বে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর, শুভ-পরিণাম সাবধানীদেরই জন্য'।

৫. রুকূ।। ৫০. এবং আদ জাতির নিকট ওদের ভ্রাতা হূদকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। ৫১. হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট শ্রমফল কামনা করি না। আমার শ্রমফল আছে তাঁরই নিকট, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? ৫২. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের আরও শক্তি দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।' ৫৩. ওরা বলল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আননি, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব না এবং আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না। ৫৪. আমরা তো এ বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে।' সে বলল, 'আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী কর, আমি তা হতে নির্লিপ্ত। ৫৫. আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না। ৫৬. আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ওপর, এমন কোন জীবজন্তু নেই যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন। ৫৭. অতঃপর, তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যা নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি আমি তো তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের হতে পৃথক কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুরই রক্ষণাবেক্ষণ করেন।' ৫৮. এবং যখন আমার নির্দেশ এল তখন আমি হূদ ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের আমার অনুগ্রহে ক্ষমা করলাম এবং তাদের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করলাম। ৫৯. এ আ'দ জাতি তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল। এবং তাঁর রাসূলগণকে (প্রেরিত পুরুষ) অমান্য করেছিল এবং ওরা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করত। ৬০. এ পৃথিবীতে ওদের অভিশাপগ্রস্ত করা হয়েছিল এবং ওরা শেষ বিচারের দিনেও (অভিশাপগ্রস্ত হবে)। জেনে রাখ, আ'দ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রাখ! ধ্বংসই ছিল হূদের সম্প্রদায় আ'দের পরিণাম।

৬. রুকূ।। ৬১. সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি তোমাদের ভূমি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং ওতেই তিনি তোমাদের বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চই আমার প্রতিপালক নিকটেই (আছেন)। তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।' ৬২. তারা বলল, 'হে সালেহ্! এর পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল। আমাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের উপাসনা করত তুমি কি তাদের উপাসনা করতে আমাদের নিষেধ করছ? আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে যার প্রতি তুমি আমাদের আহ্বান করছ।' ৬৩. সে (সালেহ্) বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত

হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাকে কে রক্ষা করবে, আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি। সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছ। ৬৪. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র এ উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহ্‌র জমিতে চরে খেতে দাও, একে কোন ক্লেশ দিয়ো না, ক্লেশ দিলে আশু শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।' ৬৫. কিন্তু ওরা ওটিকেই বধ করল। অতঃপর সে বলল, 'তোমরা তোমাদের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও। এ একটি প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হওয়ার নয়।' ৬৬. এবং যখন আমার নির্দেশ এল তখন আমি সালেহ্ ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের আমার অনুগ্রহে সেদিনের লাঞ্ছনা হতে রক্ষা করলাম। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শক্তিমান, পরাক্রমশালী। ৬৭. অতঃপর যারা সীমালংঘন করেছিল মহানাদ তাদের আঘাত করল, ফলে ওরা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল, ৬৮. যেন তারা কখনও সেখানে বসবাস করেনি। জেনে রাখ! সামূদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রাখ! ধ্বংসই ছিল সামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।

৭. রুকূ।। ৬৯. আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের নিকট এল, তারা বলল, 'সালাম' (শান্তি)। সেও বলল, 'সালাম' (শান্তি)। সে অবিলম্বে এক কাবাব করা গো-বৎস নিয়ে এল। ৭০. সে যখন দেখল তারা (ফিরিশ্‌তা) ওর দিকে হাত বাড়াচ্ছে না তখন তাদের অবাঞ্ছিত মনে করল (সন্দিগ্ধ হল) এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতি সঞ্চার হল। তারা বলল, 'ভয় করো না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।' ৭১. তখন তার স্ত্রী (বিবি সারা) দাঁড়িয়েছিল এবং সে হাসল। অতঃপর আমি তাকে ইস্‌হাকের ও ইস্‌হাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। ৭২. সে বলল, 'কি আশ্চর্য! সন্তানের আমি জননী হব যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ, অবশ্যই এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।' ৭৩. তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র কাজে বিস্ময়বোধ করছ? হে নাবীর পরিবার! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ। নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত ও সম্মানিত'। ৭৪. অতঃপর যখন ইব্রাহীমের ভীতি দূরীভূত হল এবং তার নিকট সুসংবাদ এল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাদের সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। ৭৫. ইব্রাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ্ অভিমুখী। ৭৬. 'হে ইব্রাহীম! এ হতে বিরত হও, তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে, নিশ্চয়ই ওদের প্রতি এক অনিবার্য শাস্তি আসবে'। ৭৭. এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ লূতের নিকট এল তখন তাদের আগমণে সে (লূত) বিষণ্ণ হল এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল এবং বলল, 'এ নিদারুন দিন।' ৭৮. তার সম্প্রদায় তার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এল, এবং পূর্ব হতে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অতিথিদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই'? ৭৯. তারা বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই জান, তোমার কন্যাগণের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা কি চাই তা তুমি ভালভাবেই জান।' ৮০. সে বলল, 'হায়! তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোন শক্তিশালী দলের।' ৮১. তারা বলল,

'হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত ফিরিশ্তা। ওরা কখনই তোমার নিকট পৌঁছাতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাতের কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পিছন দিকে চেয়ো না, কিন্তু তোমার স্ত্রী যাবে না, ওদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। প্রভাত ওদের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়'? ৮২. অতঃপর যখন আমার আদেশ এল তখন আমি নগরগুলিকে উলটিয়ে দিলাম এবং ওদের ওপর ক্রমাগত কাঁকর বর্ষণ করলাম। ৮৩. যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। এ স্থান (নগরগুলি) সীমালংঘনকারীদের হতে দূরে নয়। **(পারার অর্ধাংশ)**।

৮. রুকূ।। ৮৪. মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শোয়াইব্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই, মাপে ও ওজনে কম করো না, আমি তোমাদের সমৃদ্ধশালী দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। ৮৫. হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপবে ও ওজন করবে। লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না। ৮৬. যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্‌র অনুমোদিত যা থাকবে তোমাদের জন্য তা উত্তম। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই'। ৮৭. ওরা বলল, 'হে শোয়াইব! তোমার প্রার্থনা কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার উপাসনা করত আমাদের তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা ধনসম্পদ সম্পর্কে যা খুশি করতে পারব না? নিশ্চয়ই তুমি সহিষ্ণু সদাচারী'। ৮৮. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালকপ্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর নিকট হতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করে থাকেন তবে কি করে আমি আমার কর্তব্য হতে বিরত থাকব? আমি তোমাদের যা নিষেধ করি আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। ৮৯. হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে মতানৈক্য যেন কিছুতেই তোমাদের এমন আচরণ না করায় যাতে তোমাদের উপর তার অনুরূপ শাস্তি আপতিত হবে, যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর, আর হুদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালেহ্‌র সম্প্রদায়ের উপর, আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের হতে দূরে নয়। ৯০. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।' ৯১. ওরা বলল, 'হে শোয়াইব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝিনা এবং আমরা অবশ্য আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম, আমাদের চেয়ে তুমি শক্তিশালী নও।' ৯২. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছ। তোমরা যা কর আমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই তা পরিবেষ্টন করে আছেন। ৯৩. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেমন করছ এবং করে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'

৯৪. যখন আমার নির্দেশ এল তখন আমি শোয়াইব ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেব আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, অতঃপর যারা সীমালংঘন করেছিল মহানাদ তাদের আঘাত করল, ফলে ওরা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল, ৯৫. যেন তারা সেখানে কখনও বসবাস করেনি। জেনে রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদিয়ানবাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল সামূদ সম্প্রদায়।

৯. রুকূ।। ৯৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম, ৯৭. ফেরাউন ও তার প্রধানদের নিকট। কিন্তু ওরা ফেরাউনের কার্যকলাপের অনুসরণ করত এবং ফেরাউনের কার্যকলাপ ঠিক ছিল না। ৯৮. সে কিয়ামাতের দিনে (শেষ বিচারের দিনে) তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে ওদের নিয়ে অগ্নিতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে। যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান! ৯৯. এ পৃথিবীতে ওদের অভিশাপগ্রস্ত করা হয়েছিল এবং কিয়ামাতের দিনেও ওরা অভিশাপগ্রস্ত হবে। ওরা যে পুরস্কার লাভ করবে তা কত নিকৃষ্ট। ১০০. এ জনপদসমূহের কিছু সংবাদ যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, ঐগুলির মধ্যে কিছু এখনও বিদ্যমান এবং কিছু নির্মূল হয়েছে। ১০১. আমি ওদের প্রতি জুলুম (অত্যাচার) করিনি, কিন্তু ওরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান এল তখন ওদের উপাস্যসমূহ, আল্লাহ্ ব্যতীত ওরা যাদের উপাসনা করত তারা, ওদের কোন কাজে লাগল না। ধ্বংস ব্যতীত ওদের অন্য কিছু বৃদ্ধি পেল না। ১০২. এরূপই তোমার প্রতিপালকের আঘাত। তিনি আঘাত করেন জনপদসমূহকে যখন ওরা সীমালংঘন করে থাকে। তাঁর আঘাত মর্মন্তুদ, কঠিন। ১০৩. যে পরলোকের শাস্তিকে ভয় করে নিশ্চয়ই এতে তার জন্য নিদর্শন আছে। এ সেই দিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে, এ সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে। ১০৪. এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য তা (সেদিন কিয়ামাত) স্থগিত রাখব। ১০৫. যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেউ বাক্যালাপ করতে পারবে না। ওদের মধ্যে অনেকে হবে হতভাগ্য ও অনেকে হবে ভাগ্যবান। ১০৬. অতঃপর যারা হতভাগ্য তারা অগ্নিতে (জাহান্নামে) থাকবে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে চীৎকার ও আর্তনাদ। ১০৭. সেখানে তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন। ১০৮. এবং যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। এ এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। ১০৯. সুতরাং ওরা যাদের উপাসনা করে তাদের সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত হয়ো না, পূর্বে ওদের পিতৃপুরুষেরা যাদের উপাসনা করত ওরা তাদের উপাসনা করে। আমি অবশ্যই তাদের প্রাপ্য (আযাব) তাদের পুরোপুরি দেব—কিছুমাত্র কম দেব না।

১০. রুকূ।। ১১০. আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে ওদের মীমাংসা হয়ে যেত। ওরা অবশ্যই এর সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল। ১১১. যখন সময় আসবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক ওদের প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দেবেন। ওরা যা করে নিশ্চয়ই তিনি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ১১২. সুতরাং তুমি ও তোমার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করছে তারা—তুমি যেভাবে আদিষ্ট

হয়েছ তাতে স্থির থাকো এবং সীমালংঘন করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই তিনি তার দ্রষ্টা। ১১৩. যারা সীমালংঘন করেছে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড় না—পড়লে, অগ্নি(জাহান্নাম) তোমাদের স্পর্শ করবে। এ অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না। ১১৪. নামায যথাযথভাবে পড়বে দিনের দু'প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম (কুচিন্তা)-কে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ তাদের জন্য এক উপদেশ। ১১৫. তুমি ধৈর্য ধারণ কর—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরোপকারীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। ১১৬. তোমাদের পূর্বযুগে আমি যাদের রক্ষা করেছিলাম তাদের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করত। সীমালংঘনকারীগণ যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেত তারই অনুসরণ করত এবং ওরা ছিল অপরাধী। ১১৭. অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়, যখন ওর অধিবাসীরা আপোষ-মীমাংসাকারী। ১১৮. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। ১১৯. তবে তোমার প্রতিপালক যাদের দয়া করেন তারা নয় এবং তিনি ওদের এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন। 'আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই' তোমার প্রতিপালকের এ কথা পূর্ণ হবেই। ১২০. রাসূলদের সকল বৃত্তান্ত, যা দিয়ে আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, তোমার নিকট বর্ণনা করছি। এর মাধ্যমে তোমার নিকট সত্য এসেছে এবং বিশ্বাসীদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধান বাণী। ১২১. এবং যারা বিশ্বাস করে না তাদের বল, 'তোমরা যেমন করছ করতে থাক এবং আমরাও আমাদের কাজ করছি। ১২২. এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমরাও প্রতীক্ষা করছি'। ১২৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের (জ্ঞান) আল্লাহ্রই এবং তাঁরই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে। সুতরাং তাঁর উপাসনা কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।

১২. সূরা ইউসুফ

১২ রুকূ ।। ১১১ আয়াত ।। ১৮০৮ শব্দ ।। ৭৪১১ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ** হাযরাত ইউসুফ (আ) ও তাঁর স্বপ্ন, তাঁকে কূপে নিক্ষেপ ও বিক্রয়, যুলেখার চক্রান্ত ও বিচার, জেলে দুজন সাথীর স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণন, মিশর রাজের স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণন, ইউসুফের মন্ত্রীত্ব লাভ, খাদ্য-সংগ্রহে ইউসুফ-ভ্রাতাদের মিশর আগমণ, বিন্য়ামীন ইউসুফের সহোদর ভাই, বিন্য়ামীনকে নিয়ে আসার জন্য ইউসুফের নির্দেশ, ইউসুফের পিতা হাযরাত ইয়াকুব (আ) কর্তৃক পুত্রদের অঙ্গীকার গ্রহণ এবং মিশরে প্রবেশ সংক্রান্ত উপদেশ, বিন্য়ামীন ইউসুফ-দরবারে। ইউসুফের কৌশল, বিন্য়ামীন আটক, ভ্রাতৃবৃন্দের ব্যর্থ অনুনয়, সংবাদ শ্রবণে ইয়াকুবের ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা, ইউসুফ এবং বিন্য়ামীনের সন্ধান নিমিত্ত পুত্রদের প্রতি নির্দেশ, ইউসুফ-

দরবারে ভ্রাতৃবৃন্দের পুনঃপ্রবেশ, ইউসুফের আত্ম-প্রকাশ, পিতাকে মিশরে নিয়ে আসার জন্য ভাইদেব প্রতি নির্দেশ, ইউসুফের জামা স্পর্শে হাযরাত ইয়াকুবের দৃষ্টিশক্তি লাভ, মিশর যাত্রা, পিতা-পুত্রের পুণর্মিলন, ভাইদের অনুতাপ, ইউসুফ কর্তৃক ভাইদের মঙ্গলকামনা, হাযরাত মুহাম্মাদের (সা) পথ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ-লাম-রা, এগুলি সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত (বাক্য)। ২. নিশ্চয়ই কুরআন, এটি আমি আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। ৩. ওহীর (প্রেরিত ফিরিশতা) মাধ্যমে তোমার নিকট এ কুরআন প্রেরণ করে আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি। এর পূর্বে অবশ্য তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। ৪. স্মরণ কর, ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা আমি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখেছি—দেখেছি ওদের আমার প্রতি সাজদাবনত অবস্থায়।' ৫. সে বলল, 'হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নবৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের বর্ণনা করো না; করলে (তারা) তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয়ই শাইতান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। ৬. এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইস্‌হাকের প্রতি পূর্বে এ পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।

২. রুকূ।। ৭. ইউসুফ এবং তার ভ্রাতাদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৮. স্মরণ কর, ওরা বলেছিল, 'আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তার ভ্রাতাই আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যদিও আমরা দলে অধিক—নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন। ৯. ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে নির্বাসন দাও, ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে।' ১০. ওদের মধ্যে একজন বলল, 'ইউসুফকে হত্যা করো না এবং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও—তবে তাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।' ১১. ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদের বিশ্বাস করছ না কেন, যদিও আমরা তার শুভাকাঙ্খী? ১২. তুমি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ কর, সে ফলমূল খাবে ও খেলাধূলা করবে। আমরা নিশ্চয়ই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।' ১৩. সে বলল, 'এ আমাকে কষ্ট দেবে যে তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।' ১৪. ওরা বলল, 'আমরা এক ভারী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হব।' ১৫. অতঃপর ওরা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করল তখন ওরা তাকে কূপে নিক্ষেপ করল এবং আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, 'তুমি ওদের এ কাজের কথা অবশ্যই ওদের বলে দেবে যখন ওরা তোমাকে চিনবে না।' ১৬. ওরা রাতে কাঁদতে কাঁদতে ওদের পিতার নিকট এল। ১৭. ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু তুমি তো আমাদের বিশ্বাস করবে না যদিও আমরা সত্যবাদী।' **(পারার**

ব্যাখ্যা, আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত করে এবং শাইতান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদের মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১০১. হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্যদান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারীর মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর।' ১০২. এ অদৃশ্যলোকের সংবাদ—যা তোমাকে আমি ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করছি। ষড়যন্ত্রকালে যখন ওরা মতৈক্যে পৌঁচেছিল তখন তুমি ওদের সঙ্গে ছিলে না। ১০৩. তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবার নয়। ১০৪. এবং তুমি তাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক দাবী করছ না। এ (কুরআন) তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত (আর কিছুই) নয়।

১২. রুকূ।। ১০৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সব দেখে কিন্তু তারা এসবের প্রতি উদাসীন। ১০৬. তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁর অংশী করে। ১০৭. তবে কি তারা আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামাতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ? ১০৮. বল, 'এটিই আমার পথ ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি, আমি এবং আমার অনুসারীগণ সজ্ঞানে বিশ্বাসী, আল্লাহ্ মহিমান্বিত, এবং যারা আল্লাহ্‌র অংশী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।' ১০৯. তোমার পূর্বে জনপদবাসীদের অনেককে প্রত্যাদেশসহ প্রেরণ করেছিলাম, অবিশ্বাসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখেনি? যারা সাবধানী তাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়, তোমরা বোঝ না? ১১০. অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হল এবং লোকে ভাবল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য এল। এভাবে আমি যাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না। ১১১. ওদের কাহিনীতে বোধ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। কুরআনের বাণী মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এ পূর্বগ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ-নির্দেশ (হেদায়াত) ও দয়া (রহমত)।

১৩. সূরা রা'দ

৬ রুকূ ।। ৪৩ আয়াত ।। ৮৬৩ শব্দ ।। ৩৬১৪ অক্ষর ।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্‌র রহস্যের মাহাত্ম্য ও তাঁর নিদর্শন, দুষ্কর্মে মানুষের দ্রুততা, আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং শাস্তি, হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) বিশ্বনাবী, আল্লাহ্‌র সর্বময় প্রভুত্ব এবং একাধিপত্য, বিশ্বাসীদের গুণাবলী ঃ অঙ্গীকার করা, আত্মীয়তা রক্ষা করা, ধৈর্য, নামায, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান এবং তার মহাপুরস্কার, আত্মীয়তা রক্ষা না করা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ভয়ঙ্কর পরিণতি; অবিশ্বাসীদের ধৃষ্টতা,

আল্লাহ্‌র স্মরণই শান্তির উৎস, বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদের পুরস্কার, অবিশ্বাসীদের উপহাস ও তার পরিণাম; জান্নাতের বর্ণনা, মহাপুরুষগণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন, অবিশ্বাসীদের উক্তি।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ-লাম্‌-মীম্‌-রা, এগুলি কুরআনের আয়াত(বাক্য)। যা তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাই সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। ২. আল্লাহ্‌ই ঊর্ধ্বদেশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন—তোমরা এ দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন, প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। ৩. তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করেছেন দুই প্রকারের। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৪. ভূমির পরস্পর অংশ সংলগ্ন, ওতে আছে দ্রাক্ষা-কানন (আঙ্গুর বাগান), শস্য-ক্ষেত্র, একাধিক শির-বিশিষ্ট অথবা এক শির-বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। ওদের একই পানি দেওয়া হয় এবং ফলের হিসাবে ওদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। ৫. যদি তুমি বিস্মিত হও—তবে বিস্ময়ের বিষয় ওদের কথা ঃ মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব? ওরাই ওদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ-শৃঙ্খল। ওরাই অগ্নিবাসী (জাহান্নামবাসী) ও সেখানে ওরা স্থায়ী হবে। ৬. মঙ্গলের পরিবর্তে ওরা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে যদিও ওদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানেও কঠোর। ৭. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা বলে, 'মুহাম্মাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ-প্রদর্শক আছে।

২. রুকূ।। ৮. স্ত্রীজাতির প্রত্যেকের গর্ভে যা আছে এবং জরায়ুতে যা কিছু পরিবর্তন ঘটে আল্লাহ্‌ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। ৯. যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত, তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। ১০. তোমাদের মধ্যে যে কথা রাখে অথবা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তারা সমভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞানগোচর। ১১. মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে, ওরা আল্লাহ্‌র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ্‌ অবশ্যই কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না—যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্‌ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ করার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত ওদের কোন অভিভাবক নেই। ১২. তিনিই তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান— যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনি সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। ১৩. বজ্র-নির্ঘোষ ও ফিরিশ্‌তাগণ সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত

করেন, তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, যদিও তিনি মহাশক্তিশালী। ১৪. আল্লাহ্ব প্রতি আহ্বানই বাস্তব। যারা তাঁকে ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করে ওরা তাদের কোনই সাড়া দেয় না, তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এ আশায় তার হস্তদ্বয় এমন পানির দিকে প্রসারিত করে যা তার মুখে পৌঁছাবার নয়। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আহ্বান নিষ্ফল। ১৫. ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহ্র প্রতি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সমস্ত এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায় সাজদায় অবনত থাকে। **(সাজদা ৪২)**। ১৬. বল, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বল, '(তিনি) আল্লাহ্'। বল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়?' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' তবে কি তারা আল্লাহ্র এমন অংশী করেছে যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি ওদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বল, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা, তিনি এক, পরাক্রমশালী।' ১৭. তিনি আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকা-সমূহ ওদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে। যখন অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় তখন এরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে। এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেওয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন। ১৮. কল্যাণ তাদের যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়। এবং যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না তাদের যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্তই থাকত এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকত, ওরা মুক্তিপণ স্বরূপ তা দিত। ওদের হিসাব হবে কঠোর এবং জাহান্নাম হবে ওদের আবাস এবং তা কত নিকৃষ্ট বাসস্থান। **(পারার অর্ধাংশ)।**

৩. **রুকূ।।** ১৯. তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে যে ব্যক্তি তা সত্য বলে জানে, সে আর জ্ঞানান্ধ কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। ২০. যারা আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, ২১. এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে, তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে, ২২. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্ট বরণ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দকে দূর করে—এদেরই জন্য শুভ পরিণাম। ২৩. স্থায়ী জান্নাত, ওতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দ্বার দিয়ে উপস্থিত হবে, ২৪. এবং বলবে, 'তোমরা কষ্ট বরণ করেছ (সবর করেছ) বলে তোমাদের প্রতি শান্তি। এ পরিণাম কত ভাল!' ২৫. যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদেরই জন্য আছে অভিশাপ এবং তাদেরই জন্য আছে নিকৃষ্ট আবাস। ২৬. আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন। কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে উল্লসিত অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী।

৪. **রুকূ।।** ২৭. যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, 'মুহাম্মাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?' বল, 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদের তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর অভিমুখী। ২৮. যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ—আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। ২৯. যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে কল্যাণ এবং শুভ পরিণাম তাদেরই।' ৩০. (অতীতে যেমন পাঠিয়েছিলাম) সেভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এক জাতির প্রতি যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে। যা আমি তোমাকে প্রত্যাদেশ করেছি (তা) ওদের নিকট আবৃত্তি করার জন্য (আমি তোমাকে) পাঠিয়েছিলাম। তথাপি ওরা যিনি অনন্ত করুণাময় তাঁকে অস্বীকার করে'। বল, 'তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।' ৩১. যদি কোন কুরআন এমন হত যার দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা হত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা হত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত (তবুও ওরা ওতে বিশ্বাস করত না)। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে কি যারা বিশ্বাস করেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন। যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে অথবা বিপর্যয় তাদের আশেপাশে আপতিত হতেই থাকবে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি (ওয়াদা) সমাগত হয় নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না (আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না)।

৫. **রুকূ।।** ৩২. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম। তখন কিরূপ ভয়ানক হয়েছিল আমার শাস্তি। ৩৩. তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে তা যিনি লক্ষ করেন, তিনি তাদের সমান, যাদের ওরা অংশী করে? অথচ ওরা আল্লাহ্র বহু অংশী করেছে বল, 'ওদের পরিচয় দাও।' তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেন না? অথবা এ অসার উক্তি মাত্র? না, ওদের ছলনা ওদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং ওরা সৎপথ হতে নিবৃত্ত হয়। আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। ৩৪. ওদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরলোকের শাস্তি তো কঠোর। এবং আল্লাহ্র শাস্তি হতে ওদের রক্ষা করার কেউ নেই। ৩৫. সাবধানীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার উপমা এরূপ ঃ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী এ জান্নাতবাস যারা সাবধানী তাদের কর্মফল এবং অবিশ্বাসীদের কর্মফল (অগ্নি) জাহান্নাম। ৩৬ আমি যাদের গ্রন্থ দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ (বোধ করে) পায়। কিন্তু কোন কোন দল ওর কিছু অংশ অস্বীকার করে। বল, 'আমি তো আল্লাহ্র উপাসনা করতে ও তাঁর কোন অংশী না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি (সকলকে) আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।' ৩৭. এভাবে আমি আরাবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি কুরআন—এক নির্দেশ। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।

৬. **রুকূ।।** ৩৮. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও

সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন আয়াত (বাক্য) উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য এক গ্রন্থ থাকে। ৩৯. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা বাতিল করেন এবং যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন এবং তাঁরই নিকট আছে গ্রন্থের মূল। ৪০. ওদের যে শাস্তির কথা বলি তার কিছু যদি তোমাকে দেখাই অথবা যদি (এর পূর্বে) তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে দিই—তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ। ৪১. ওরা কি দেখে না যে আমি ওদের দেশকে চতুর্দিক হতে সঙ্কুচিত করে এনেছি? আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। ৪২. ওদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তারাও চক্রান্ত করেছিল কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ্‌র অধীন। প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন এবং শুভ পরিণাম কাদের জন্য তা অবিশ্বাসীরা শীঘ্রই জানবে। ৪৩. যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, 'তুমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নও।' বল, 'আল্লাহ্ এবং যাদের নিকট গ্রন্থের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট'।

১৪. সূরা ইব্রাহীম

৭ রুকূ ।। ৫২ আয়াত ।। ৮৪৫ শব্দ ।। ৩৬১০ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

বিষয়-সূচী ঃ বিশ্বমানবের ধর্মপুস্তক, বিশ্বনাবীর বিশেষত্ব, জাতির উদ্দেশ্যে হাযরাত মূসার উক্তি, কৃতজ্ঞতাই সম্পদ বৃদ্ধির মূল, পূর্ব পয়গম্বরদের কথা, শাইতানের বক্তৃতা, পাপ ও পুণ্য, আল্লাহ্ যাকে চান পুণ্যপথে অবিচলিত রাখেন, সর্বময় কর্তৃত্ব ও একাধিপত্য তাঁরই, সবকিছু তাঁরই দান, মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ; নামায ও সদ্ব্যয়, হাযরাত ইব্রাহীমের প্রার্থনা, মানুষের কীর্তিকলাপ আল্লাহ্‌র অগোচর নয়, কিয়ামাতের দিনেই শেষ বিচার, কিয়ামাতের মহাবিপ্লব।

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ-লাম-রা, এ ঐশী গ্রন্থ, এ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, অন্ধকার হতে আলোকে বের করে আনতে পার, তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত। ২. সেই আল্লাহ্‌র পথে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই যাঁর। অবিশ্বাসীদের জন্য (কিন্তু একটি) কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ (রয়েছে) ৩. যারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং আল্লাহ্‌র (সরল) পথ বাঁকা করতে চায়, ওরাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ৪. আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের নিকট পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৫. মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ-সহ প্রেরণ করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), 'তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোকে আনয়ন কর এবং ওদের অতীতের ঘটনাসমূহ স্মরণ করিয়ে দাও।' পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য, নিশ্চয়ই

এতে নিদর্শন রয়েছে। ৬. (স্মরণ কর) মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদের রক্ষা করেছিলেন ফেরাউনী-সম্প্রদায়ের কবল হতে, যারা তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিত, যারা তোমাদের পুত্রদের খুন করত ও তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত এবং এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা।'

২. রুকূ।। ৭. স্মরণ কর, 'তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদের অবশ্যই অধিক দেব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।' ৮. মূসা বলেছিল, 'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও—তথাপি আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত'। ৯. তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নূহের সম্প্রদায়ের, আ'দের ও সামূদদের এবং তাদের পরবর্তীদের? ওদের বিষয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। ওদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ওদের রাসূল এসেছিল, ওরা তাদের কথা বলতে বাধা দিত এবং বলত, যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অবিশ্বাস করি এবং যার প্রতি তোমরা আমাদের আহ্বান করছ সে বিষয়ের প্রতি আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ১০. ওদের রাসূলগণ বলেছিল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে?—যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! তিনি তাঁর দিকে তোমাদের আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করার জন্য এবং এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেবার জন্য।' ওরা বলত, 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের উপাসনা করত তোমরা তাদের উপাসনা হতে আমাদের বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোন প্রমাণ উপস্থিত কর।' ১১. ওদের রাসূলগণ ওদের বলত, 'সত্য বটে আমরা তোমাদেরই মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। বিশ্বাসীগণের আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করা উচিত। ১২. আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করব না কেন? তিনিই তো আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। তোমরা আমাদের যে ক্লেশ দিচ্ছ আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করব এবং যারা আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করতে চায় তারা নির্ভর করুক।'

৩. রুকূ।। ১৩. অবিশ্বাসীরা ওদের রাসূলদের বলেছিল, 'আমরা আমাদের দেশ হতে অবশ্যই তোমাদের বহিস্কৃত করব অথবা আমাদের ধর্মাদর্শে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে।' অতঃপর রাসূলগণকে তাদের প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করলেন, 'সীমালংঘনকারীদের আমি অবশ্যই বিনাশ করব।' ১৪. ওদের পরে আমি তোমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই। যারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং আমার শাস্তির ভয় রাখে এ তাদের জন্য। ১৫. (এবং) ওরা (রাসূলগণ) বিজয় কামনা করল (আর) প্রত্যেক দুরাচার স্বৈরাচারী (লোক) ব্যর্থ মনোরথ হল। ১৬. ওদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে গলিত পুঁজ পান করান হবে। ১৭. যা সে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সব দিক হতে তার নিকট মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে। ১৮. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের কর্মের দৃষ্টান্ত ভস্ম—যাকে ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা

তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এটিই ঘোর বিভ্রান্তি। ১৯. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন! ২০. এবং এ আল্লাহ্র জন্য কঠিন নয়। ২১. সকলে আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হবেই। তখনই দুর্বলেরা, যারা অহঙ্কার করত তাদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম এখন তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি হতে আমাদের কি কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?' ওরা বলবে, 'আল্লাহ্ আমাদের সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করতাম। এখন আমাদের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা। আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।'

৪. রুকূ।। ২২. যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে, 'আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—সত্য প্রতিশ্রুতি। আমিও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদের আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা নিজেদেরই উপর দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ্র অংশী করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অত্যাচারীদের জন্য আছে অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি।' ২৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করান হবে—যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'। ২৪. তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ—যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, ২৫. যে প্রত্যেক মৌসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফলদান করে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। ২৬. অসার বাক্যের তুলনা এক অসার বৃক্ষ যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। ২৭. যারা 'শাশ্বত বাণী'তে বিশ্বাসী, তাদের ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যারা সীমালংঘনকারী, আল্লাহ্ তাদের বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।

৫. রুকূ।। ২৮. তুমি কি ওদের লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে অস্বীকার করে এবং ওরা ওদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে—২৯. জাহান্নামে? যার মধ্যে ওরা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল! ৩০. এবং ওরা মানুষকে আল্লাহ্র পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর সমকক্ষ উদ্ভাবন করে। বল, 'ভোগ করে নাও, পরিণামে অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।' ৩১. আমার দাসদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদের বল, 'যথাযথভাবে নামায পড়তে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে—সে দিনের পূর্বে, যে দিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।' ৩২. তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি নদীসমূহকে তোমাদের অধীন

করেছেন। ৩৩. তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের অধীন করেছেন রাত ও দিনকে। ৩৪. এবং তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি তা তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্র অণুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় সীমালংঘনকারী, অকৃতজ্ঞ।

৬. রুকূ।। ৩৫. স্মরণ কর—ইব্রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখো। ৩৬. হে আমার প্রতিপালক! এ সব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩৭. হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কিছুকে অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করালাম এ জন্য যে ওরা যেন যথাযথ নামায পড়ে। এখন তুমি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা ওদের জীবিকার ব্যবস্থা কর, যাতে ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি, আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকে না। ৩৯. প্রশংসা (কৃতজ্ঞতা) আল্লাহ্রই প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইস্মাঈল ও ইস্হাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই, আমার প্রতিপালক প্রার্থনা শুনে থাকেন। ৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার বংশধরদের কিছুকে যথাযথ নামায প্রতিষ্ঠাকারী কর। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর। ৪১. হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্বাসীগণকে ক্ষমা কর।'

৭. রুকূ।। ৪২. তুমি কখনও মনে করো না যে, আল্লাহ্, সীমালংঘনকারীরা যা করে সে বিষয়ে অনবধান, তবে তিনি ওদের সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। ৪৩. হীনতায় আকাশের দিকে চেয়ে ওরা ভীত-বিহ্বল চিত্তে ছুটাছুটি করবে, ওদের নিজেদের প্রতি ওদের দৃষ্টি থাকবে না এবং ওদের অন্তর বিকল হবে। ৪৪. যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিনের সম্বন্ধে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন সীমালংঘনকারীরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দেব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব।' তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের কোন পরজীবন নেই? ৪৫. যদিও তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তোমাদের নিকট আমি ওদের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছিলাম। ৪৬. ওরা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল কিন্তু আল্লাহ্র নিকট ওদের চক্রান্ত রক্ষিত আছে। ওদের চক্রান্ত এমন ছিল না, যাতে পর্বত টলে যেত। ৪৭. তুমি কখনও মনে করো না যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক। ৪৮. যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলী ও মানুষ আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে—যিনি এক পরাক্রমশালী, ৪৯. সেই দিন তুমি অপরাধীগণকে দেখবে হস্তপদশৃঙ্খলিত অবস্থায়। ৫০. ওদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি ওদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে। ৫১. এ এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের

কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর। ৫২. এ মানুষের জন্য এক বার্তা যাতে এ দ্বারা ওরা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করেন।

১৫. সূরা হিজ্‌র

৭ রুকূ ।। ৯৯ আয়াত ।। ৬৬৩ শব্দ ।। ২৯০৭ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

বিষয়-সূচী ঃ কুরআনের মাহাত্ম্য, অবিশ্বাসীদের অনুতাপ, কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ নিয়েছেন। নাবীদের প্রতি বিদ্রূপ অবিশ্বাসীদের পুরানো নীতি, আকাশে শাইতানের অণুপ্রবেশ নিষিদ্ধ, আদি মানুষের সৃষ্টিকথা এবং শাইতানের অবাধ্যতা, জাহান্নামের বিবরণ, হাযরাত ইব্রাহীমের (আ) অতিথি-বৃত্তান্ত, হাযরাত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের শাস্তি, হিজ্‌রবাসীদের বর্ণনা, অবিশ্বাসীদের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ করতে নেই।

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১. রুকূ।। ১. আলীফ-লাম-রা, এগুলি পরিপূর্ণ মহাগ্রন্থের আয়াত (বাক্য)।

১৩শ পারা সমাপ্ত

২. কখনও কখনও অবিশ্বাসীরা চাইবে যে, তারা মুসলমান হলে ভাল হত। ৩. ওরা যা করে করুক—খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদের মোহাচ্ছন্ন রাখুক—পরিণামে ওরা বুঝবে। ৪. আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস করি না। ৫. কোন জাতি তার নির্দিষ্টকালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না। ৬. ওরা বলে, 'ওহে যার প্রতি (তোমার নিকট নাকি) কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তুমি তো নিশ্চয়ই উন্মাদ' ৭ তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাগণকে উপস্থিত করছ না কেন?' ৮. আমি ফিরিশ্‌তাদের হুকুম জারি করার জন্যই প্রেরণ করি, ফিরিশ্‌তাগণ উপস্থিত হলে ওরা অবকাশ পাবে না। ৯. নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব। ১০. তোমার পূর্বে অবশ্যই আমি পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। ১১. তাদের নিকট এমন কোন রাসূল আসেনি যাকে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত না। ১২. এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে বিদ্রূপ-প্রবণতা সঞ্চার করি। ১৩. এরা কুরআনে বিশ্বাস করবে না এবং অতীতে পূর্ববর্তীগণেরও (এরূপ) আচরণ ছিল। ১৪. যদি ওদের জন্য আকাশের এক দ্বার খুলে দিই এবং ওরা দিনের বেলা ওতে আরোহণ করে, ১৫. তবুও ওরা বলবে, 'আমাদের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট হয়েছে, নতুবা আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।'

২. রুকূ।। ১৬. আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্য ওকে করেছি সুশোভিত। ১৭. প্রত্যেক অভিশপ্ত শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা করে থাকি। ১৮. আর কেউ চুরি করে আকাশের সংবাদ জানতে চাইলে প্রদীপ্ত শিখা তার পশ্চাদধাবন করে। ১৯. পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং ওতে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি, আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিত ভাবে সৃষ্টি করেছি। ২০. এবং ওতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও। ২১. প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার নিকট আছে এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। ২২. আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বারিবর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করতে দিই। ওর ভাণ্ডার তোমাদের নিকট নেই। ২৩. আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। ২৪. তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদের জানি এবং তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরও জানি। ২৫. তোমাদের প্রতিপালকই ওদের একত্র সমবেত করবেন, নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

৩. রুকূ।। ২৬. আমি তো ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করেছি। ২৭. এবং এর পূর্বে অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হতে জ্বিন সৃষ্টি করেছি। ২৮. স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের বললেন, 'আমি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করছি, ২৯. যখন আমি ওকে সুঠাম করব এবং ওতে আমার রুহ্ (প্রাণ) সঞ্চার করব তখন তোমরা ওর প্রতি সাজদাবনত হও'। ৩০. তখন ফিরিশ্‌তাগণ সকলেই সাজদা করল, ৩১. কিন্তু ইবলীস করল না, সে সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। ৩২. আল্লাহ্ বললেন, 'হে ইবলীস! তোমার কি হল যে তুমি সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?' ৩৩. সে বলল, 'আপনি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা হতে

যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সাজদা করার জন্য নই।' ৩৪. আল্লাহ্ বললেন, 'তবে তুমি এখান হতে বেরিয়ে যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত। ৩৫. এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি অভিশাপ রইল।' ৩৬. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুণরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' ৩৭. আল্লাহ্ বললেন, 'যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে, ৩৮. অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।' ৩৯. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমার সর্বনাশ করলে তার শপথ, আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে শোভন করে তুলব এবং আমি তাদের সকলেরই সর্বনাশ সাধন করব।' ৪০. তবে তাদের মধ্যে তোমার নির্বাসিত দাসগণকে নয়। ৪১. আল্লাহ্ বললেন, 'এটিই আমার নিকট পৌঁছানোর সরল পথ। ৪২. বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার দাসদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না। ৪৩. অবশ্যই তোমার অনুসরণকারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম। ৪৪. ওর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।'

৪. রুকূ।। ৪৫. সাবধানীরা থাকবে প্রস্রবণ-বহুল জান্নাতে। ৪৬. (তাদের বলা হবে), 'তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ওতে প্রবেশ কর।' ৪৭. আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব, তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। ৪৮. সেখানে তাদের অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখানে হতে বহিষ্কৃত হবে না। ৪৯. আমার দাসদের বলে দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৫০. এবং আমার শাস্তি—সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি। ৫১. এবং ওদের বল, ইব্রাহীমের অতিথিদের কথা। ৫২. যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম', তখন সে বলেছিল 'আমরা তোমাদের ভয় করছি।' ৫৩. ওরা বলল, 'ভয় করো না, আমরা তোমাকে এক পুত্রের শুভ সংবাদ দিচ্ছি'? ৫৪. সে বলল, 'তোমরা কি আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছ? তোমরা কি বিষয়ে শুভ সংবাদ দিচ্ছ?' ৫৫. ওরা বলল, 'আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি, সুতরাং তুমি হতাশ হয়ো না।' ৫৬. সে বলল, 'যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে হতাশ হয়?' ৫৭. সে বলল, 'হে ফিরিশ্‌তাগণ! তোমাদের আর বিশেষ কি কাজ আছে?' ৫৮. ওরা বলল, 'আমাদের এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে— ৫৯. লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই ওদের সকলকে রক্ষা করব। ৬০. কিন্তু লূতের স্ত্রীকে নয়, আমরা জেনেছি যে যারা ধ্বংস হবে সে অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

৫. রুকূ।। ৬১. ফিরিশ্‌তাগণ যখন লূত পরিবারের নিকট এল, ৬২. তখন লূত বলল, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক।' ৬৩. তারা বলল, 'না, ওরা যে শাস্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা তোমার নিকট তাই নিয়ে এসেছি, ৬৪. আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী। ৬৫. সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বেরিয়ে পড় এবং তুমি তাদের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন দিকে না চায়, তোমাদের যেখানে যেতে বলা হচ্ছে—সেখানে চলে যাও।' ৬৬. আমি লূতকে প্রত্যাদেশ দ্বারা জানিয়ে দিলাম যে, প্রত্যুষে ওদের সমূলে বিনাশ করা হবে। ৬৭. নগরবাসীগণ উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হল। ৬৮. লূত বলল, 'ওরা আমার অতিথি, সুতরাং তোমরা (অতিথিদের কষ্ট দিয়ে) আমাকে বেইজ্জত করো না। ৬৯. তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমাকে হেয় করো না।'

৭০. ওরা বলল, 'আমরা কি পৃথিবীর লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করিনি?' ৭১. লূত বলল, 'একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও—তবে আমার এই কন্যাগণ[৭৭] রয়েছে।' ৭২. তোমার (হাযরাত লূতের) জীবনের শপথ! ওরা মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে। ৭৩. অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহানাদ আঘাত করল। ৭৪. এবং আমি নগরগুলিকে উল্টে দিলাম এবং ওদের উপর কাঁকর বর্ষণ করলাম। ৭৫. অবশ্যই এতে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৭৬. যে পথে লোক চলাচল করে তার পার্শ্বে ওদের ধ্বংসস্তুপ এখনও বিদ্যমান। ৭৭. অবশ্যই এতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। ৭৮. শোয়াইব সম্প্রদায়ও[৭৮] তো ছিল সীমালংঘনকারী। ৭৯. সুতরাং আমি ওদের শাস্তি দিয়েছি, ওদের উভয়েরই ধ্বংসস্তুপ তো প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত।

৬. রুকূ।। ৮০. হিজ্‌রবাসীগণও[৭৯] রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। ৮১. আমি ওদের আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম কিন্তু ওরা তা উপেক্ষা করেছিল। ৮২. ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত। ৮৩. অতঃপর এক প্রভাতে মহানাদ ওদের আঘাত করল। ৮৪. সুতরাং ওরা যা করেছিল তা ওদের কোন কাজে আসেনি। ৮৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি। এবং কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তুমি পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের উপেক্ষা কর। ৮৬. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। ৮৭. আমি অবশ্যই তোমাকে সূরা ফাতিহার সাত আয়াত (বাক্য) দিয়েছি যা পুণঃ পুণঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহা-কুরআন। ৮৮. আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কতককে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও লক্ষ্য করো না। এবং ওরা বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য তুমি ক্ষোভ করো না, তুমি বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হবে। ৮৯. বল, 'আমি নিশ্চয়ই এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।' ৯০. তোমার প্রতি আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি—যেভাবে অবতীর্ণ করেছিলাম ওদের প্রতি যারা এখন বিভিন্ন মতে বিভক্ত।

৭. রুকূ।। ৯১. যারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন করে। ৯২. সুতরাং, শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি ওদের প্রশ্ন করবই, ৯৩. সে বিষয়ে যা ওরা করে। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।** ৯৪. অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং অংশীবাদীদের উপেক্ষা কর। ৯৫. আমিই বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য যথেষ্ট। ৯৬. যারা আল্লাহ্‌র পাশে অন্য উপাস্য প্রতিষ্ঠা করেছে! এবং শীঘ্রই ওরা এর পরিণাম জানতে পারবে। ৯৭. আমি তো জানি, ওরা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়, ৯৮. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। ৯৯. তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের উপাসনা কর।

পথ, ফল-ফসল, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্ররাজির উপকারিতা, সমুদ্রের উপকারিতা, আল্লাহ্‌র সম্পদ অগনিত, গোপন ও প্রকাশ্য সকলই আল্লাহ্‌র জানা, কিয়ামাতের কথা, পাপাত্মার অশুভ পরিণাম, পুণ্যাত্মার শুভ পরিণাম, পুণর্জীবন ও অবিশ্বাসীদের অস্বীকৃতি, পুরুষেরাই নাবী হয়েছেন, কোন নারী কখনও নাবী হননি, বিপদে-সম্পদে আল্লাহ্‌কে ডাক, বিপদ-মুক্তির পর মানুষের অকৃতজ্ঞতা, কন্যা-সন্তান জন্মে অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন, পানি, দুধ ও মধু আল্লাহ্‌র মহাসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশরক্ষা করেন আল্লাহ্। জীবিকা দিতে পারে না ও হিতাহিতের ক্ষমতা রাখে না এমন বস্তু ও ব্যক্তির পূজা-অর্চনার অযৌক্তিকতা। কিয়ামাতের বিচার দৃশ্য, ন্যায় বিচার, আত্মীয়দের প্রতি দান, অশ্লীলতা ও পাপাচার নিষিদ্ধ, নর-নারী নির্বিশেষে সকলেরই পুণ্য পুরস্কার লাভ সুনিশ্চিত, কুরআন সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের উক্তি, সুখ-সমৃদ্ধজনদের কাহিনী, পাপের জন্য অনুতাপ, আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান পদ্ধতি, প্রতিশোধ গ্রহণে সীমা-নির্দেশ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আল্লাহ্‌র আদেশ আসবেই, সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। তিনি মহিমান্বিত এবং ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার ঊর্ধ্বে। ২. 'আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকে ভয় কর'—এ মর্মে সতর্ক করার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী (প্রত্যাদেশ) সহ ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন। ৩. তিনি যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার ঊর্ধ্বে। ৪. তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন অথচ দেখ, সে প্রকাশ্যে বিতণ্ডা করে। ৫. তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য ওতে শীতবস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক। ৬. এবং তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে ওদের চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন ওদের চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর। ৭. এবং ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছুতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। ৮. তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বেতর (খচ্চর) ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও। ৯. সরল পথের নির্দেশ আল্লাহ্‌র দায়িত্ব, কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্র পথও আছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন।

২. রুকূ।। ১০. তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাক। ১১. তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা শস্য জন্মান, জায়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই এতে আছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন। ১২. তিনিই তোমাদের অধীন করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে, নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। ১৩. এবং তিনি তোমাদের অধীন করেছেন বিবিধ প্রকার বস্তু যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে। ১৪. তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা মাছ আহার করতে পার এবং যাতে তা থেকে রত্নাবলী আহরণ করতে পার যা দিয়ে তোমরা অলঙ্কৃত হও এবং তোমরা দেখতে পাও—ওর বুক চিরে জলযান চলাচল করে এবং এ এজন্য যে

তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং তিনি স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পার। ১৬. এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহ এবং ওরা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়। ১৭. সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তারই মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? ১৮. তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৯. তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তা জানেন। ২০. ওরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাদের আহ্বান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরই সৃষ্টি করা হয়। ২১. তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব এবং পুণরুত্থান কবে হবে সে বিষয়ে তাদের কোন চেতনা নেই।

৩. রুকূ।। ২২. এক উপাস্য, তিনিই তোমাদের উপাস্য, সুতরাং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী। ২৩. এ নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ জানেন যা ওরা গোপন করে এবং যা ওরা প্রকাশ করে। তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। ২৪. যখন ওদের বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছেন?' তখন ওরা বলে, 'সেকালের উপকথা!' ২৫. ফলে শেষ বিচার দিনে ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও যাদের ওরা তাদের অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। দেখ, ওরা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট!

৪. রুকূ।। ২৬. ওদের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহ্ ওদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন, ফলে ইমারতের ছাদও ওদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং ওদের প্রতি এমন দিক হতে শাস্তি এল যা ছিল ওদের ধারণাতীত। ২৭. পরে কিয়ামাতের দিনে তিনি ওদের লাঞ্ছিত করবেন এবং তিনি বলবেন, 'কোথায় আমার সে সমস্ত অংশী যাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতণ্ডা করতে?' যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে, 'আজ অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল, ২৮. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্‌তাগণ, ওরা নিজেদের প্রতি জুলুম করতে থাকা অবস্থায়'। অতঃপর ওরা আত্মসমর্পণ করে বলবে, 'আমরা কোন মন্দকর্ম করতাম না।' হ্যাঁ—তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। ২৯. সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় সেখানে চিরস্থায়ী হওয়ার জন্য প্রবেশ কর। দেখ, অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট। ৩০. এবং যারা সাবধানী ছিল তাদের বলা হবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছিলেন'? তারা বলবে, 'মহাকল্যাণ'। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য এ পৃথিবীতে মঙ্গল আছে এবং পরকালের আবাস আরও উৎকৃষ্ট এবং সাবধানীদের আবাসস্থল কত উত্তম। ৩১. তা স্থায়ী জান্নাত যাতে তারা প্রবেশ করবে, ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা যা কিছু কামনা করবে ওতে তাদের জন্য তাই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ্ সাবধানীদের পুরস্কৃত করেন। ৩২. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্‌তাগণ, ওরা পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফিরিশ্‌তাগণ বলবে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।' ৩৩. অবিশ্বাসীরা শুধু প্রতীক্ষা করে ওদের নিকট ফিরিশ্‌তা আসার অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আসার। ওদের পূর্ববর্তীগণ এরূপই করত। আল্লাহ্ ওদের প্রতি কোন জুলুম করেননি, কিন্তু ওরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করত। ৩৪.

সুতরাং ওদের উপর ওদেরই মন্দকর্মের শাস্তি আপতিত হয়েছিল এবং যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাই ওদের পরিবেষ্টন করেছিল।

৫. রুকূ।। ৩৫. অংশীবাদীরা বলবে, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তাঁকে ব্যতীত অপর কোন কিছুর উপাসনা করতাম না এবং তাঁর অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করতাম না।' ওদের পূর্ববর্তীগণ এরূপই করত। রাসূলদের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা। ৩৬. আল্লাহ্র উপাসনা করার ও 'তাগুত' (অসৎ বিশৃঙ্খলা) বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর ওদের কিছুকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওদের কতকের সঙ্গতভাবেই পথভ্রান্তি হয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে? ৩৭. তুমি ওদের পথ-প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না এবং ওদের কোন সাহায্যকারীও নেই। ৩৮. ওরা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র শপথ করে বলে যে, 'যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুণর্জীবিত করবেন না।' এ সত্য নয়। তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ অবগত নয়। ৩৯. (তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই) যে বিষয়ে ওদের মতানৈক্য ছিল তা তাদের স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য এবং যাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা জানতে পারে যে ওরাই ছিল মিথ্যাবাদী। ৪০. আমি কোন কিছু চাইলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও'—ফলে তা হয়ে যায়।

৬. রুকূ।। ৪১. যারা তাদের উপর অত্যাচার হওয়ার পর আল্লাহ্র পথে দেশত্যাগ করেছে আমি অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে উত্তম আবাস দেব এবং পরলোকে তাদের পুরস্কার সমধিক। যদি ওরা এ অনুধাবন করত। ৪২. আল্লাহ্র পথে দেশত্যাগীরা ধৈর্যশীল ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল। ৪৩. তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে ঐশীগ্রন্থধারীদের জিজ্ঞাসা কর। ৪৪. (আমি মানুষ পাঠিয়েছিলাম) স্পষ্ট নিদর্শন ও অবতীর্ণগ্রন্থসহ, তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা তাদের সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য, যাতে ওরা চিন্তা করে। **(পারার অর্ধাংশ)**। ৪৫. যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে যে, আল্লাহ্ ওদের ভূগর্ভে বিলীন করবেন না? অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না যা ওদের ধারণাতীত? ৪৬. অথবা চলাফেরা করতে থাকাকালে তিনি ওদের বিধৃত করবেন না? ওরা তো এ ব্যর্থ করতে পারবে না। ৪৭. অথবা ওদের তিনি ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় বিধৃত করবেন না? নিশ্চয়ই, তোমাদের প্রতিপালক দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। ৪৮. ওরা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যার ছায়া আল্লাহ্র প্রতি বিনীতভাবে সাজদাবনত থেকে ডাইনে ও বামে ঢলে পড়ে? ৪৯. যা কিছু আকাশমণ্ডলীতে আছে আল্লাহ্কেই সাজদা করে, পৃথিবীতে যত কিছু জীবজন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফিরিশ্তাগণও, ওরা অহঙ্কার করে না। ৫০. ওরা ভয় করে ওদের উপর পরাক্রমশালী ওদের প্রতিপালককে এবং ওদের যা আদেশ করা হয় ওরা তা (পালন) করে **(সাজদা ঃ ৩)**।

৭. রুকূ।। ৫১. আল্লাহ্ বললেন, 'তোমরা দুটি উপাস্য গ্রহণ করো না, আমিই তো একমাত্র উপাস্য। সুতরাং আমাকেই ভয় কর'। ৫২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই, এবং তাঁরই আনুগত্য শাশ্বত কর্তব্য। তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করবে? ৫৩.

তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর তা তো আল্লাহ্রই নিকট হতে, আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই বিনীতভাবে আহ্বান কর। ৫৪. আবার যখন আল্লাহ্ তোমাদের দুঃখ দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদের একদল ওদের প্রতিপালকের অংশী করে, ৫৫. আমি ওদের যা দান করেছি তা অস্বীকার করার জন্য! সুতরাং ভোগ করে নাও, পরে জানতে পারবে। ৫৬. আমি ওদের যে জীবনোপকরণ দান করি ওরা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহ্র, তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সে সম্বন্ধে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। ৫৭. ওরা আল্লাহ্র জন্য কন্যা-সন্তান[৮০] নির্ধারণ করে, তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত! এবং ওরা স্থির করে নিজেদের জন্য তাই যা ওরা কামনা করে! ৫৮. ওদের কাউকেও যখন কন্যা-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। ৫৯. ওকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। (সে চিন্তা করে) হীনতা সত্ত্বেও সে ওকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট। ৬০. যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না—তাদের ধর্ম নিকৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহ্র ধর্ম মহান এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৮. রুকূ।। ৬১. আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারে না। ৬২. যা তারা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা দাবী করে যে, মঙ্গল তাদেরই জন্য। নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে অগ্নি, এবং তাদেরই সর্বাগ্রে ওতে নিক্ষেপ করা হবে। ৬৩. শপথ আল্লাহ্র, আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, কিন্তু শাইতান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল, সুতরাং শাইতান আজ ওদের অভিভাবক এবং ওদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৬৪. আমি তো তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যারা এ-বিষয়ে মতভেদ করে তাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ। ৬৫. আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে তিনি ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুণর্জীবিত করেন। অবশ্যই এতে যে সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্য নিদর্শন আছে।

৯. রুকূ।। ৬৬. অবশ্যই পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে। তাদের উদরস্থিত জিনিস হতে গোবর এবং রক্তের মধ্য হতে নিঃসৃত পরিচ্ছন্ন দুগ্ধ তোমাদের পান করাই, যা পানকারীদের জন্য বিশুদ্ধ, সুস্বাদু। ৬৭. এবং খর্জুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর হতে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য লাভ করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৬৮. তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে ওর অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন 'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে, ৬৯. এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পদ্ধতি সহজ করেছেন তার অনুসরণ কর।' ওর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, এতে মানুষের জন্য আছে ব্যাধির প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৭০. আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি

তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে জরাগ্রস্ত করা হবে। ফলে, ওরা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে ওরা সজ্ঞান থাকবে না। আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

১০. রুকূ।। ৭১. আল্লাহ্ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের নিজে নিজেদের জীবনোপকরণ হতে এমন কিছু দেয় না যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি ওরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে? ৭২. এবং আল্লাহ্ তোমাদের হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি ওরা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং ওরা কি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ৭৩. এবং ওরা কি উপাসনা করবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের, যাদের আকাশমণ্ডলী অথবা পৃথিবী হতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করবার শক্তি নেই! এবং ওরা কিছুই করতে সক্ষম নয়। ৭৪. সুতরাং আল্লাহ্র কোন সদৃশ স্থির করো না। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ জানেন, বস্তুত তোমরা জান না। ৭৫. আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন এবং সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। ওরা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। অথচ ওদের অধিকাংশই এ জানে না। ৭৬. আল্লাহ্ আরও উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির ঃ ওদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর ভারস্বরূপ। তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভাল কিছু করে আসতে পারে না, সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

১১. রুকূ।। ৭৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্রই এবং কিয়ামাতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও সত্বর। আল্লাহ্ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৭৮. এবং আল্লাহ্ তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় নির্গত করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ৭৯. তারা কি লক্ষ্য করে না বিহঙ্গের প্রতি যে আকাশের শূন্যগর্ভে সহজে বিচরণ করে? আল্লাহ্ই ওদের স্থির রাখেন, অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। ৮০. এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে তোমাদের আবাসস্থল করেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা ভ্রমণকালে তা সহজে বহন করতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পার, এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের জন্য ব্যবহার্য গৃহসামগ্রী। ৮১. এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা হতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, তা তোমাদের তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। ৮২. অতঃপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেওয়া। ৮৩. ওরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে, কিন্তু সেগুলি ওরা অস্বীকার করে এবং ওদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী।

১২. রুকূ।। ৮৪. যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একজন সাক্ষী উত্থিত করব সেদিন অবিশ্বাসকারীদের কৈফিয়ৎ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না এবং ওদের আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হবে না। ৮৫. যখন সীমালংঘনকারীগণ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন ওদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং ওদের কোন বিরাম দেওয়া হবে না। ৮৬. অংশীবাদীগণ, যাদের আল্লাহ্র অংশী করেছিল তাদের যখন দেখবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই তো তারা, যাদের আমরা তোমার অংশী করেছিলাম, যাদের আমরা তোমার পরিবর্তে আহ্বান করতাম,' অতঃপর, তার উত্তরে ওরা বলবে, 'তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।' **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ৮৭. সেদিন তারা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পন করবে এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের জন্য নিষ্ফল হবে। ৮৮. আমি অবিশ্বাসীগণের ও আল্লাহ্র পথে বাধাদানকারীগণের শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব, কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। ৮৯. সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাদেরই মধ্য হতে তাদের বিষয়ে এক-একজনকে সাক্ষী উত্থিত করব এবং এদের বিষয়ে তোমাকে আমি সাক্ষীরূপে আনব। আমি আত্মসমর্পণকারীগণের জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করলাম।

১৩. রুকূ।। ৯০. আল্লাহ্ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। ৯১. তোমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের জামিন করে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমরা যা কর তা জানেন। ৯২. অন্য দল অপেক্ষা শক্তিশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমাদের শপথকে ব্যবহার করে সেই নারীর মত হয়ো না যে সূতা মজবুত হওয়ার পর তা খুলে ফেলে তার সূতা কাটা নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ্ তো এ দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করেন। তোমাদের যে বিষয়ে মতভেদ আছে আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিন তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন। ৯৩. ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। ৯৪. পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না, করলে, পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে। তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ৯৫. তোমরা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করো না, আল্লাহ্র নিকট যা আছে কেবল তাই তোমাদের জন্য উত্তম—যদি তোমরা জানতে! ৯৬. তোমাদের নিকট যা আছে তা থাকবে না এবং আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা স্থায়ী। যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদের দান করবেন। ৯৭. বিশ্বাসী হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দপূর্ণ জীবন দান করব এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদের দান করব। ৯৮. যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শাইতান হতে আল্লাহ্র শরণ নেবে। ৯৯. যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের উপরেই নির্ভর করে তাদের উপর ওর (শাইতানের) কোন আধিপত্য নেই। ১০০. ওর আধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর যারা ওকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহ্র অংশী করে।

১৪. রুকূ।। ১০১. আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি তখন তারা বলে, 'তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।' আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন—কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না। ১০২. বল, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে জিব্রীল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছে যারা বিশ্বাসী তাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, পথনির্দেশ ও সুসংবাদস্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য।' ১০৩. আমি অবশ্যই জানি যে ওরা বলে, 'তাকে (মুহাম্মাদকে) শিক্ষা দেয় এক মানুষ'[৮১]। ওরা যার প্রতি এ আরোপ করে তার ভাষা তো আরাবী নয়, কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরাবী ভাষা। ১০৪. যারা আল্লাহ্র নিদর্শনে বিশ্বাস করেনা তাদের আল্লাহ্ পথনির্দেশ করেন না এবং তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ১০৫. যারা আল্লাহ্র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী। ১০৬. কেউ তার বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহ্কে অস্বীকার করলে এবং অবিশ্বাসের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আল্লাহ্র ক্রোধ আপতিত হবে এবং তার জন্য মহাশাস্তি বর্তমান। যাকে অবিশ্বাসে বাধ্য করা হয় তবে তার জন্য নয় (মহাশাস্তি) কিন্তু তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচলিত। ১০৭. এ এজন্য যে, তারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয় এবং এজন্য যে আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। ১০৮. ওরাই তো তারা, আল্লাহ্ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করে দিয়েছেন এবং ওরাই অচেতন। ১০৯. নিশ্চয়ই ওরা পরলোকে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ১১০. যারা নির্যাতিত হওয়ার পর দেশত্যাগ করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে এ সবের পর তাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. রুকূ।। ১১১. স্মরণ কর, সেদিনকে যেদিন আত্মসমর্থনে প্রত্যেক ব্যক্তি যুক্তি উপস্থিত করে আসবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। ১১২. আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সবদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ আসত, অতঃপর ওরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তারা যা করত তার জন্য আল্লাহ্ তাদের ক্ষুধা ও ভীতির আস্বাদ গ্রহণ করালেন। ১১৩. তাদের নিকট অবশ্যই তাদেরই মধ্য হতে এক রাসূল এসেছিল কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে সীমালংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদের গ্রাস করল। ১১৪. আল্লাহ্ তোমাদের যা দিয়েছেন তার মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি কেবল আল্লাহ্রই উপাসনা কর তবে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১১৫. আল্লাহ্ তো কেবল মড়া, রক্ত, শুকর-মাংস এবং যাকে জবাইকালে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে তাই তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু কেউ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১১৬. তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, 'এ বৈধ এবং এ অবৈধ।' যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। ১১৭. ওদের সুখ-সম্ভোগ সামান্য এবং ওদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। ১১৮. তোমার নিকট পূর্বে যা উল্লেখ করেছি ইয়াহুদীদের জন্য আমি তো কেবল তাই নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং আমি ওদের উপর কোন জুলুম করিনি, কিন্তু ওরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করত। ১১৯. যারা অজ্ঞতাবশত

খারাপ কাজ করে তারা পরে তাওবা করলে ও নিজেদের সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৬. রুকূ।। ১২০. নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিল এক সম্প্রদায়ের প্রতীক। সে ছিল আল্লাহ্র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, ১২১. সে ছিল আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। ১২২. আমি তাকে পৃথিবীতে মঙ্গল দিয়েছিলাম এবং পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। ১২৩. এখন আমি তোমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তুমি একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, ইব্রাহীম অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' ১২৪. শনিবার পালন তো কেবল তাদেরই জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করত, যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করত তোমার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামাতের দিন সে-বিষয়ে ওদের বিচার মীমাংসা করে দেবেন। ১২৫. তুমি মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর এবং ওদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা কর। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং যে সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ জানেন। ১২৬. যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়, তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। ১২৭. ধৈর্য ধারণ কর, তোমার সহিষ্ণুতাও হবে আল্লাহ্রই সাহায্যে। ওদের আচরণে দুঃখ করো না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না। ১২৮. যারা সাবধানতা অবলম্বন করে (পরহেযগার) এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছেন।

১৪শ পারা সমাপ্ত

তৃতীয় মঞ্জিল সমাপ্ত

১৫শ পারা।। সুবহানাল্লাজী আস্‌রা বে আব্‌দেহি লায়লাম মিনাল

১৭. সূরা বনি ইস্রাঈল

১২ রুকূ ।। ১১১ আয়াত ।। ১৫৮২ শব্দ ।। ৬৭১০ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ মেরাজের কথা, হাযরাত মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়, কুরআনের বৈশিষ্ট্য, কৃতকর্মের বিচার, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী, কারও ভার কেউ নেবে না, পূর্বে সতর্ক না করে আল্লাহ্ কোন জাতিকে ধ্বংস করেন না, দুনিয়া-প্রীতির পরিণাম, পরলোকের কামনা, আল্লাহ্ ভিন্ন কারো উপাসনা করতে নেই, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, দুঃস্থ ও দরিদ্রের সাথে সদ্ব্যবহার, মিতব্যয়িতা, স্বচ্ছলতা অস্বচ্ছলতা সবই আল্লাহ্‌র হাতে, দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা মহাপাপ, ব্যভিচার করতে নেই, নরহত্যা, অনাথের সম্পদ সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি, কথা এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা, সঠিক ওজন ও পরিমাপ দেওয়ার নির্দেশ, যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কিছু বলতে নেই, দর্পভরে চলতে নেই, আল্লাহ্ একাধিক হলে জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত, পরলোকের জীবন, শাইতানের ধৃষ্টতা, মানুষ, আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা, মানব-দানব (জ্বিন) সকলে একজোট হলেও কুরআনের মত গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর দাসকে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন[৮১(ক)] মাসজিদুল হারাম (কা'বা শারীফ) হতে মাসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ তিনি করেছিলেন আশিসপূত, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ২. আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম ও তাকে বনি-ইস্রাঈলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম। আমি আদেশ করেছিলাম, 'তোমরা আমাকে ছাড়া অপর কাকেও কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ করো না। ৩. তোমরাই তো তাদের বংশধর যাদের আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস।' ৪. এবং আমি তাওরাতে (ঐশীগ্রন্থে) প্রত্যাদেশ দ্বারা বনি-ইস্রাঈলকে জানিয়েছিলাম, 'নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহঙ্কারস্ফীত হবে'। ৫. অতঃপর এ দুয়ের প্রথমটির নির্ধারিতকাল যখন উপস্থিত হল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার দাসদের, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী, ওরা ঘরে-ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত ধ্বংস করেছিল। শাস্তির প্রতিজ্ঞা কার্যকর হয়েই থাকে। ৬. অতঃপর আমি তোমাদের পুণরায় ওদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদের ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম এবং সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম। ৭. তোমরা সৎকাজ করলে তা নিজেদেরই জন্য করবে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। অতঃপর, পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে, তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করবার জন্য আমি আমার দাসদের প্রেরণ করলাম। প্রথমবার তারা যেভাবে মাসজিদে প্রবেশ করেছিল পুণরায় সেভাবেই ওতে প্রবেশ করবার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য। ৮. সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব

আচরণের পুণরাবৃত্তি কর তবে তিনিও তাঁর আচরণের পুণরাবৃত্তি করবেন। জাহান্নামকে আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কারাগার করেছি। ৯. এ কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ-নির্দেশ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। ১০. এবং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

২. রুকূ।। ১১. মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে, মানুষ তো তার মনে যা আসে চিন্তা না করে তার আশু রূপায়ণ কামনা করে। ১২. আমি রাতকে ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। রাতকে করেছি আলোকহীন এবং দিনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। ১৩. প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য একটি গ্রন্থ (আমলনামা) বার করে দেব যা সে উন্মুক্ত (অবস্থায়) পাবে। ১৪. আমি বলব, 'তুমি তোমার গ্রন্থ পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।' ১৫. যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাউকেও শাস্তি দিই না। ১৬. আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের সৎকাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু ওরা সেখানে অসৎকাজ করে, অতঃপর ওদের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। ১৭. নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি! তোমার প্রতিপালকই তাঁর দাসদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট। ১৮. কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি, পরে ওর জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি, সেখানে সে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় প্রবেশ করবে। ১৯. যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। ২০. তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদের (যারা পরলোক কামনা করে) এবং ওদের (যারা পার্থিব সুখসম্ভোগ কামনা করে) সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবধারিত। ২১. লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে ওদের একদলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠত্বেও শ্রেষ্ঠতর। ২২. আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন উপাস্য স্থির করো না, করলে, নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।

৩. রুকূ।। ২৩. তোমার প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। ওদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও ওদের বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং ওদের ভর্ৎসনাও করো না, ওদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলবে। ২৪. অনুকম্পায় ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! ওঁদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে ওঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' ২৫. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন। তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হলে, যারা সতত আল্লাহ্ অভিমুখী তাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। ২৬. আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও এবং কিছুতেই

অপব্যয় করো না। ২৭. যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শাইতানের ভাই এবং শাইতান তাব প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। ২৮. এবং তুমি নিজেই যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সম্পদলাভের প্রত্যাশায় ওর সন্ধানে থাক তখন ওদের (সাহায্যপ্রার্থীদের) যদি বিমুখই কর ওদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। ২৯. তুমি বদ্ধমুষ্ঠি হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্ত হয়ো না, হলে, তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। ৩০. তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন, তিনি তাঁর দাসদের ভালভাবে জানেন ও দেখেন।

৪. রুকু।। ৩১. তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করো না, ওদের এবং তোমাদের আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই ওদের হত্যা করা মহাপাপ। ৩২. অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। ৩৩. আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, নিশ্চয়ই সে সাহায্যপ্রাপ্ত। ৩৪. পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে। ৩৫. মাপ দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে, এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট। ৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়—ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হবে। ৩৭. ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না। ৩৮. এ সমস্তের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য। ৩৯. তোমার প্রতিপালক ওহীর (প্রত্যাদেশ) দ্বারা তোমাকে যে প্রজ্ঞা দান করেছেন, এগুলি তার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন উপাস্য স্থির করো না, করলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। ৪০. তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং তিনি নিজে ফিরিশ্‌তাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক (গুরুতর গর্হিত) কথা বলে থাক।

৫. রুকু।। ৪১. এ কুরআনে বহু নীতিবাক্য আমি বার বার বিবৃত করেছি যাতে ওরা (অবিশ্বাসীরা) উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। ৪২. বল, 'ওদের কথামত যদি তাঁর সঙ্গে আরও উপাস্য থাকত তবে তারা আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত। ৪৩. তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং ওরা যা বলে তা হতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। ৪৪. সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না, নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। ৪৫. তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিই। ৪৬. আমি ওদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন ওরা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং ওদের বধির করেছি। 'তোমার প্রতিপালক এক'

এ যখন তুমি কুরআন হতে আবৃত্তি কর তখন ওরা সরে পড়ে। ৪৭. যখন ওরা কান পেতে তোমার কথা শোনে তখন ওরা কেন কান পেতে তা শোনে আমি ভালভাবে জানি, এবং এও জানি গোপনে আলোচনাকালে সীমালংঘনকারীরা বলে, 'তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।' ৪৮. দেখ, ওরা তোমায় কি উপমা দেয়—ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং ওরা পথ পাবে না। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ৪৯. ওরা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণবিচূর্ণ হলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুণরুত্থিত হব?' ৫০. বল, 'তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লৌহ। ৫১. অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন,' তবুও তারা বলবে, 'কে আমাদের পুণরুত্থিত করবে?' বল, 'তিনিই যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।' অতঃপর ওরা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়বে ও বলবে, 'তা কবে?' বল, 'সম্ভবত শীঘ্রই হবে'। ৫২. যেদিন তিনি তোমাদের আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে এবং তোমরা মনে করবে, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।'

৬. রুকু।। ৫৩. আমার দাসদের যা উত্তম তা বলতে বল। শাইতান ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়, নিশ্চয়ই শাইতান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। ৫৪. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ভালভাবে জানেন। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদের শাস্তি দেন। আমি তোমাদের ওদের অভিভাবক করে পাঠাই নি। ৫৫. যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাদের তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নাবীগণের কিছুজনকে কিছুজনের ওপর মর্যাদা দিয়েছি, দাউদকে আমি জবুর (গ্রন্থ) দিয়েছি। ৫৬. বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপাস্য মনে কর তাদের আহ্বান কর, করলে দেখবে তোমাদের দুঃখ দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি ওদের নেই।' ৫৭. ওরা যাদের আহ্বান করে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্যলাভের উপায় সন্ধান করে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। ৫৮. এমন কোন জনপদ নেই যা আমি কিয়ামাতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করব না। অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না—এ তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ৫৯. পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। আমি স্পষ্ট নিদর্শনরূপে সামূদ-দের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি। ৬০. স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তাও কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি ওদের ভীতি প্রদর্শন করি কিন্তু এ ওদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

৭. রুকু।। ৬১. স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাদের বললাম, 'আদমের প্রতি নত হও,' তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হল। সে বলেছিল, 'আমি (কি) তাকে সাজদা করব যাকে আপনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন?' ৬২. সে বলেছিল, 'বলুন, ওকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কেন? কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তা হলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরদের সমূলে নষ্ট করে ফেলব।' ৬৩. আল্লাহ্ বললেন, 'চলে যা, জাহান্নামই তোর সম্যক শাস্তি এবং তাদের যারা তোর অনুসরণ করবে। ৬৪. তোর আহ্বানে

ওদের মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী পদাতিক বাহিনী দ্বারা ওদের আক্রমণ কর এবং ওদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে অংশী হয়ে যা, এবং ওদের প্রতিশ্রুতি দে।' ও (শাইতান) ওদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। ৬৫. আমার দাসদের ওপর তোর কোন ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। ৬৬. তোমার প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ৬৭. সমুদ্রের মধ্যে যখন তোমাদের বিপদ স্পর্শ করে তখন তোমরা কেবল আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাদের আহ্বান করে থাক তারা তোমাদের মন হতে সরে যায় (তারা সকলেই তোমাকে ছেড়ে পালায়)। অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) যখন স্থলে এনে তোমাদের উদ্ধার করেন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (আল্লাহ্‌র কথা মনে রাখ না), মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ। ৬৮. তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদের স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেন না অথবা তোমাদের ওপর কাঁকর বর্ষণ করবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। ৬৯. অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদের আর একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের সত্যপ্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদের নিমজ্জিত করবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না। ৭০. আমি অবশ্যই আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, ওদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর ওদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

৮. রুকূ।। ৭১. স্মরণ কর, সেদিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ওদের নেতাসহ আহ্বান করব। যাদের ডান হাতে তাদের আমলনামা (পাপ ও পুণ্যের হিসাব) দেওয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। ৭২. যে ইহলোকে অন্ধ—পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট। ৭৩. আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে তোমার পদস্খলন ঘটাবার জন্য ওরা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর—সফল হলে ওরা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। ৭৪. আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি ওদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে। ৭৫. তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতে না। ৭৬. ওরা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল—তোমাকে সেখান হতে বহিষ্কার করার জন্য। তাহলে তোমার পরে ওরাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকত। ৭৭. আমার রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদের পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না।

৯. রুকূ।। ৭৮. সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘণ অন্ধকার পর্যন্ত যথাযথভাবে নামায পড়বে এবং যথাযথভাবে পড়বে ফজরের নামায। বিশেষভাবে ফজরের নামায পরিলক্ষিত হয়। ৭৯. এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ[৮২] নামায পড়বে—এ তোমার এক অতিরিক্ত (নফল) কর্তব্য, আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ৮০. বল, 'হে আমার প্রতিপালক! যেখানে গমণ শুভ ও সন্তোষজনক তুমি আমাকে সেখানে

নিয়ে যেয়ো এবং যেখান হতে নির্গমণ শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বার কব এবং তোমার নিকট হতে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর।' ৮১. বল, 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে,' নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হবে। ৮২. আমি কুরআন অবতীর্ণ করি যা বিশ্বাসীদের জন্য উপশমকারী ও দয়া, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। ৮৩. মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহঙ্কারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। ৮৪. বল, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল তোমার প্রতিপালক (তা) সম্যক অবগত আছেন।

১০. রুকূ।। ৮৫. তোমাকে ওরা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত'। এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে। ৮৬. ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতাম, তা হলে এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পেতে না। ৮৭. এ প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া। নিশ্চয়ই তোমার প্রতি তাঁর মহা অনুগ্রহ আছে। ৮৮. বল, 'যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না'। ৮৯. আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তাকে) অমান্য না করে থাকেনি। ৯০. এবং ওরা বলে, 'কখনই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক পস্রবণ উৎসারিত করবে। ৯১. অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা. ৯২. অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশ্‌তাদের আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে। ৯৩. অথবা তোমার একটি স্বর্ণনির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনও বিশ্বাস করব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ অবতীর্ণ না করবে যা আমরা পাঠ করব।' বল, 'পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।'

১১. রুকূ।। ৯৪. 'আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন,' ওদের এ উক্তিই লোকদের বিশ্বাসস্থাপন হতে বিরত রাখে, যখন ওদের নিকট আসে পথনির্দেশ। ৯৫. বল, 'ফিরিশ্‌তাগণ যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তবে আমি আকাশ হতে ফিরিশ্‌তাকেই ওদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম।' ৯৬. বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর দাসদের সবিশেষ জানেন ও দেখেন।' ৯৭. আল্লাহ্ যাদের পথ নির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদের তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকেও অভিভাবক পাবে না। কিয়ামাতের দিন আমি ওদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় ওদের সমবেত করব। ওদের আবাসস্থল জাহান্নাম, যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন ওদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দেব। **(পারার অর্ধাংশ)**। ৯৮. এটিই ওদের প্রতিফল, কারণ ওরা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুণরুত্থিত হব?' ৯৯. ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন

তিনি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান? তিনি ওদের জন্য এক নির্দিষ্ট কাল স্থির করেছেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি সীমালংঘনকারীগণ অস্বীকার করেই যাচ্ছে। ১০০. বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে তবুও তোমরা 'ব্যয় হয়ে যাবে' এ আশঙ্কায় তা ধরে রাখতে।' মানুষ অতিশয় কৃপণ!

১২. রুকূ।। ১০১. তুমি বনি-ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি মূসাকে নয়টি[৮২(ক)] স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। যখন সে তাদের নিকট এসেছিল ফেরাউন তাকে বলেছিল, 'হে মূসা! নিশ্চয়ই আমি মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।' ১০২. মূসা বলেছিল, 'তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই এ সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন। হে ফেরাউন! আমি তো দেখছি তুমি অবশ্যই ধ্বংস হয়ে গেছ।' ১০৩. অতঃপর ফেরাউন তাদের দেশ হতে উচ্ছেদ করার সঙ্কল্প করল, তখন আমি ফেরাউন ও তার সঙ্গীদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম। ১০৪. এর পর আমি বনি ইস্রাঈলকে বললাম, 'তোমরা এ দেশে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকেই আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব।' ১০৫. আমি সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্যসহই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো কেবল তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। ১০৬. আমি খণ্ড খণ্ড ভাবে কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি তা মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পার এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। ১০৭. বল, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাদের এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয় তখনই তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।' ১০৮. ও বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান।' ১০৯. এবং 'তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এ ওদের বিনয় বৃদ্ধি করে' **(সাজদা ঃ ৪)**। ১১০. বল, 'তোমরা ''আল্লাহ্'' নামে আহ্বান কর, বা ''রহমান'' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর তাঁর সকল নামই তো সুন্দর। নামাযের স্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না; এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।' ১১১. বল, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।'

১৮. সূরা কাহাফ

১২ রুকূ ।। ১১০ আয়াত ।। ১২০১ শব্দ ।। ৬৬২০ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ গুহাবাসীদের ঘটনা, দরিদ্র সজ্জনকে ত্যাগ করতে নেই, আল্লাহ্-বিস্মৃত ধনীর কথায় চলতে নেই, আল্লাহ্‌র বাধ্য ও অবাধ্য লোকের দৃষ্টান্ত, পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত, পরলোকের দৃশ্য, হাযরাত খিযিরের (আ) সন্ধানে হাযরাত মূসার অভিযান, হাযরাত খিযিরের (আ) সঙ্গে হাযরাত মূসার (আ) সাক্ষাৎকার, সহযাত্রা, বালক হত্যা, নৌকা ছিদ্র করা, প্রাচীর ঠিক করে দেওয়া, দুর্বোধ্য

ঘটনাবলীর রহস্য প্রকাশ, জুলকারনাইনের কথা, ইয়াযুয-মাযুয, লৌহ প্রাচীর, যারা পাপ করেও পুণ্য করছে বলে ভাবে তাদের সকল সাধনাই পণ্ড, আল্লাহ্র বাণী অনন্ত।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি (কোন) অসঙ্গতি রাখেননি। ২. এটিকে তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বিশ্বাসীগণ—যারা সৎকাজ করে তাদের এ সুসংবাদ দেবার জন্য যে তাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার। ৩. যেখানে তারা চিরকাল থাকবে; ৪. এবং তাদের সতর্ক করার জন্য যারা বলে, যে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন, ৫. এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না, তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কি উদ্ভট; তারা কেবল মিথ্যাই বলে। ৬. তারা এ বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভত তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। ৭. পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভা করেছি মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, ওদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ। ৮. ওর উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূণ্য মৃত্তিকায় পরিণত করব, ৯. তুমি মনে করো না যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর। ১০. যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হতে আমাদের অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।' ১১. অতঃপর আমি ওদের গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। ১২. পরে আমি ওদের জাগরিত করলাম জানবার জন্য যে, দু দলের মধ্যে কোন্‌টি ওদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

২. রুকূ।। ১৩. আমি তোমার নিকট ওদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি ঃ ওরা ছিল কয়েকজন যুবক, ওরা ওদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি ওদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। ১৪. এবং আমি ওদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম, ওরা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল, 'আমাদের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক; আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না; যদি করি তবে তা অতিশয় গর্হিত হবে; ১৫. আমাদেরই এ স্বজাতিগণ, তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। এরা এ সমস্ত উপাস্য সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তা অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? ১৬. তোমরা যখন ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এবং ওরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের উপাসনা করে তাদের হতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসু করার ব্যবস্থা করবেন। ১৭. দেখতে দেখতে—তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করছে, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলে আছে এবং অস্তকালে তাদের বামপার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছে। এ সমস্ত আল্লাহ্র নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথপ্রাপ্ত (হয়) এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তার কোন পথপ্রদর্শনকারী, অভিভাবক পাবে না।

৩. রুকূ।। ১৮. তুমি মনে করতে, ওরা জাগ্রত কিন্তু ওরা ছিল নিদ্রিত। আমি ওদের ডাইনে

ও বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম এবং ওদের কুকুর সম্মুখে পা দুটি প্রসারিত করেছিল। তাকিয়ে ওদের দেখলে তুমি পিছন ফিরে পলায়ন করতে ও ওদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে; ১৯. এবং এভাবেই আমি ওদের জাগরিত করলাম, যাতে ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ওদের একজন বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ।' কেউ কেউ বলল, 'এক দিন অথবা একদিনের কিছু অংশ।' কেউ কেউ বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর, সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম ও সেখান থেকে তোমাদের জন্য যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়। ২০. ওরা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তাদের ওদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্যলাভ করতে পারবে না।' ২১. এবং এভাবেই আমি মানুষকে ওদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামাতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল, 'ওদের ওপর সৌধ নির্মাণ কর।' ওদের প্রতিপালক ওদের বিষয় ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল, 'আমরা তো অবশ্যই ওদের ওপর মাসজিদ নির্মাণ করব।' ২২. অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলবে—'ওরা ছিল তিনজন, ওদের চতুর্থটি ছিল ওদের কুকুর'। আবার কেউ কেউ বলে, 'ওরা পাঁচজন, ওদের ষষ্ঠটি ছিল ওদের কুকুর'। এবং কেউ কেউ বলে, 'ওরা ছিল সাতজন, ওদের অষ্টমটি ছিল ওদের কুকুর।' বল, 'আমার প্রতিপালকই ওদের সংখ্যা ভাল জানেন'; ওদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি ওদের বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং ওদের কাউকেও ওদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো না।

৪. রুকূ।। ২৩. কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না, 'আমি ওটি আগামীকাল করব, ২৪. ''আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে''—একথা না বলে।' যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো ও বল, 'সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করবেন।' ২৫. ওরা ওদের গুহায় ছিল তিনশো বছর, আরও নয় বছর। ২৬. তুমি বল, 'তারা কতকাল ছিল তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তিনি ব্যতীত ওদের অন্য কোন অভিভাবক নেই। তিনি কাকেও নিজ কর্তৃত্বের অংশী করেন না'। ২৭. তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের গ্রন্থ আবৃত্তি কর। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনই তাঁর ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় পাবে না। ২৮. তুমি নিজেকে ওদেরই সংসর্গে রাখবে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ওদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে ওদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ২৯. বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা

অবিশ্বাস করুক'। আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি, যার বেষ্টনি ওদের পরিবেষ্টন করে থাকবে। ওরা পানীয় চাইলে ওদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা ওদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে; কি ভীষণ সে পানীয় আর কি নিকৃষ্ট তাদের অগ্নিময় আরামের স্থান। ৩০. যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম করে আমি তাদের পুরস্কৃত করি, যে সৎ কর্ম করে আমি তার শ্রমফল নষ্ট করি না; ৩১. ওদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে ওদের স্বর্ণ কঙ্কণে অলঙ্কৃত করা হবে, ওরা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, কত সুন্দর পুরস্কার আর কত সুন্দর আরামের স্থান।

৫. রুকূ।। ৩২. তুমি ওদের নিকট একটি উপমা বর্ণনা কর—দুই ব্যক্তির উপমা ঃ ওদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দুটি দ্রাক্ষা উদ্যান এবং এ দুটিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। ৩৩. উভয় উদ্যানই ফলদান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত করেছিলাম। ৩৪. এবং তার প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমাপেক্ষা শক্তিশালী।' ৩৫. এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল, সে বলল, 'আমি মনে করি না যে এ কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে; ৩৬. আমি মনে করি না যে, কিয়ামাত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।' ৩৭. তদুত্তরে তার সঙ্গী তাকে বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও পরে শুক্র হতে এবং তার পর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? ৩৮. কিন্তু আমি বলি আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের অংশী করি না।' ৩৯. তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমাপেক্ষা কম দেখলে তখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললে না 'আল্লাহ্ যা চাইছেন তাই হয়েছে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই'। ৪০. সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হতে অগ্নিবর্ষণ করবেন, যার ফলে তা উদ্ভিদ-শূণ্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে। ৪১. অথবা ওর পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না'। ৪২. তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং যখন তা ধ্বংস হয়ে গেল সে ওতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগল। সে বলতে লাগল, 'হায়, আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের অংশী না করতাম! ৪৩. এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না। ৪৪. এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার আল্লাহ্‌রই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৬. রুকূ।। ৪৫. ওদের নিকট পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর ঃ এ পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার জন্য ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ৪৬. ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকর্ম যার স্থায়ী ফল, তা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছনালাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট। ৪৭.

(স্মরণ কর সেদিনের কথা) যেদিন আমি পর্বতকে উন্মূলিত করব এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূণ্য প্রান্তর; (সেদিন মানুষকে) আমি একত্রিত করব এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দেব না। ৪৮. এবং তাদের তোমার প্রতিপালকের নিকট সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে এবং (বলা হবে), তোমাদের প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ; অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুতক্ষণ আমি উপস্থিত করব না। ৪৯. এবং (সে দিন) উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা' (মানুষের পাপ-পুণ্যের তালিকা গ্রন্থ) এবং ওতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীগণকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখবে এবং ওরা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের। এ কেমন গ্রন্থ। এ তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না বরং এ সমস্ত হিসাব রেখেছে।' ওরা ওদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি জুলুম করেন না।

৭. রুকূ।। ৫০. এবং স্মরণ কর আমি যখন ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলাম, 'আদমের প্রতি নত হও;' তখন ইব্‌লীস ব্যতীত সকলেই নত হল, সে জ্বিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে ওকে এবং ওর বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? ওরা তো তোমাদের শত্রু। সীমালংঘনকারীগণ যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে তা কত নিকৃষ্ট! ৫১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি ওদের ডাকিনি এবং ওদের সৃজনকালেও নয়, এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করি না। ৫২. এবং (সেদিনের কথা স্মরণ কর), যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদের আমার অংশী মনে করতে তাদের আহ্বান কর।' ওরা তখন তাদের আহ্বান করবে কিন্তু তারা ওদের আহ্বানে সাড়া দেবে না এবং ওদের উভয়ের মধ্যস্থলে এক ধ্বংসগহ্বর রেখে দেব। ৫৩. অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে ওরা সেখানে পতিত হচ্ছে এবং ওরা তা থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

৮. রুকূ।। ৫৪. আমি মানুষের জন্য কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রিয়। ৫৫. যখন ওদের নিকট পথ-নির্দেশ আসে তখন ওদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা ওদের কখন হবে অথবা কখন উপস্থিত হবে বিবিধ শাস্তি এ প্রতীক্ষাই ওদের বিশ্বাসস্থাপন হতে ও ওদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা হতে ওদের বিরত রাখে। ৫৬. আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলগণকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু অবিশ্বাসীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যা দিয়ে ওদের সতর্ক করা হয়েছে সে সমস্তকে ওরা বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে। ৫৭. কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর সে যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তবে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি ওদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন কুরআন বুঝতে না পারে এবং ওদের বধির করেছি, তুমি ওদের সৎপথে আহ্বান করলেও ওরা কখনও সৎপথে আসবে না। ৫৮. এবং আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান, ওদের কৃতকর্মের জন্য তিনি ওদের শাস্তি দিতে চাইলে তিনি ওদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু ওদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত রয়েছে, যা থেকে ওদের পরিত্রাণ নেই। ৫৯. ঐসব জনপদ—ওদের

অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন ওরা সীমালংঘন করেছিল এবং ওদের ধ্বংসেব জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

৯. রুকূ।। ৬০. স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'দুই সমুদ্রের মধ্যস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না—আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।' ৬১. ওরা যখন উভয়ের সঙ্গমস্থলে পৌঁছল ওরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল; তা সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। ৬২. যখন ওরা আরো অগ্রসর হল মূসা তার সঙ্গীকে বলল, 'আমাদের প্রাতরাশ আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' ৬৩. সে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শাইতানই ওর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।' ৬৪. মূসা বলল, 'আমরা তো এ স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম।' অতঃপর ওরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। ৬৫. অতঃপর ওরা সাক্ষাৎ পেল আমার দাসদের মধ্যে একজনের (হাযরাত খিযির আ) যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট হতে বিশেষ জ্ঞান দিয়েছিলাম। ৬৬. মূসা তাকে বলল, 'সত্য-পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন—এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি?' ৬৭. সে বলল, 'তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে না, ৬৮. যে বিষয়ে তোমার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করবে কেমন করে?' ৬৯. মূসা বলল, 'আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।' ৭০. সে বলল, 'আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করোই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।'

১০. রুকূ।। ৭১. অতঃপর ওরা যাত্রা করল, পরে যখন ওরা নৌকায় আরোহণ করল, তখন সে ওতে ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল, 'আপনি কি আরোহীদের নিমজ্জিত করে দেওয়ার জন্য ওতে ছিদ্র করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।' ৭২. সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না?' ৭৩. মূসা বলল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।' ৭৪. অতঃপর ওরা চলতে লাগল, চলতে চলতে ওদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলে সে ওকে হত্যা করল। তখন মূসা বলল, 'আপনি কি হত্যার অপরাধ ছাড়াই এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন? আপনি অবশ্যই এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।'

১৫শ পারা সমাপ্ত

১৬শ পারা ।। ক্বালা আলাম আকুল্লাকা ইন্নাকা লানতাস

৭৫. সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না'? ৭৬. মূসা বলল, 'এর পর, যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।' ৭৭. অতঃপর ওরা চলতে লাগল, চলতে চলতে ওরা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইল; কিন্তু তারা ওদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর সেখানে ওরা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং মূসার সঙ্গী ওকে সুদৃঢ় করে দিল (প্রাচীর ঠিক করে দিল)। মূসা বলল, 'আপনি অবশ্য ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' ৭৮. মূসার সঙ্গী বলল, 'এখানেই তোমার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল, যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি, ৭৯. নৌকাটির ব্যাপারে—এ ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির ঃ ওরা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে, কারণ ওদের সম্মুখে ছিল এক রাজা যে বল প্রয়োগে নৌকা সকল ছিনিয়ে নিত। ৮০. আর কিশোরটি, তার পিতামাতা ছিল বিশ্বাসী—আমি আশঙ্কা করলাম যে, বিদ্রোহাচরণ ও অবিশ্বাস দ্বারা ওদের বিব্রত করবে। ৮১. অতঃপর আমি চাইলাম যে ওদের প্রতিপালক যেন ওদের ওর পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর। ৮২. আর প্রাচীরটি—এ ছিল নগরবাসী দুটি পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে ছিল ওদের গুপ্তধন এবং ওদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি; সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়া পরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে ওরা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং ওরা ওদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হতে কিছু করিনি; এটিই, তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে তার ব্যাখ্যা।'

১১. রুকূ।। ৮৩. ওরা তোমাকে জুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমি তোমাদের নিকট তার বিষয় বর্ণনা করব'। ৮৪. আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম। ৮৫. সে এক পথ অবলম্বন করল। ৮৬. চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তগমণ স্থানে পৌঁছাল তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তগমণ করতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমি বললাম, 'হে জুলকারনাইন! তুমি এদের শাস্তি দিতে পার অথবা এদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।' ৮৭. সে বলল, 'যে কেউ সীমালংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দেব, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। ৮৮. তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব।' ৮৯. আবার সে এক পথ ধরল, ৯০. চলতে চলতে যখন সূর্যোদয়-স্থলে পৌঁছাল তখন সে দেখল তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্য-তাপ হতে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি; ৯১. প্রকৃত ঘটনা এই—তার ঘটনা আমি সম্যক অবগত আছি। ৯২. আবার সে এক পথ ধরল, ৯৩. চলতে চলতে সে যখন পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছাল তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। ৯৪.ওরা বলল, 'হে জুলকারনাইন! ইয়াযুয ও মাযুয পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে

এই শর্তে কিছু করে দেব যে তুমি আমাদের ও ওদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবে?' ৯৫. সে বলল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট, সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের এবং ওদের মধ্যস্থলে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব। ৯৬. তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আনয়ন কর', অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুটি পর্বতের সমান হল তখন সে বলল, 'তোমরা হাপরে দম দিতে থাক।' যখন তা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হল তখন সে বলল, 'তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি তা ওর ওপর ঢেলে দেব।' ৯৭. এর পর ইয়াযুয ও মাযুয ওটি অতিক্রম করতে পারল না, বা ভেদ করতেও পারল না। ৯৮. জুলকারনাইন বলল, 'এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।' ৯৯. সেদিন আমি ওদের দলে দলে, তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অতঃপর আমি ওদের সকলকেই একত্রিত করব। ১০০. এবং সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট, ১০১. যাদের চক্ষু আমার নিদর্শনের প্রতি ছিল অন্ধ এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।

১২. রুকূ।। ১০২. যারা অবিশ্বাস করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি অবিশ্বাসীদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি। ১০৩. বল, 'আমি কি তোমাদের তাদের সংবাদ দেব যারা কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত? ১০৪. ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়—যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। ১০৫. ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে ওদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়; ফলে ওদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়, সুতরাং কিয়ামাতের দিন ওদের কোন গুরুত্ব রাখব না। ১০৬. জাহান্নাম—এটিই ওদের প্রতিফল, যেহেতু ওরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয় স্বরূপ গ্রহণ করেছে। ১০৭. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফিরদাউসের (জান্নাতের) উদ্যান, ১০৮. সেখানে ওরা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে অন্যস্থান কামনা করবে না'। ১০৯. বল, 'আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে—সাহায্যার্থে এর মত (আরেকটি সমুদ্র) আনলেও।' ১১০. বল, 'আমি তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকেও অংশী না করে।'

এবং আত্মপরিচয়, হাযরাত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পিতা, হাযরাত মূসা, হাযরাত হারুন, হাযরাত ইসমাঈল (আ) প্রমুখের কথা, আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিশ্‌তার অক্ষমতা; কোন ফিরিশ্‌তাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করতে পারে না, পার্থিব সম্পদ ও তার পরিণাম, কিয়ামাতের দৃশ্য।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. কাফ-হা-ইয়্যা-আঈন-স্বাদ; ২. এ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর দাস যাকারিয়ার প্রতি, ৩. যখন সে তার প্রতিপালককে নিভৃতে আহ্বান করেছিল, ৪. সে বলেছিল, 'আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনও ব্যর্থকাম হইনি। ৫. আমি আশঙ্কা করি আমার পর আমার স্বগোত্ররা (ধর্মকে ধ্বংস করে দেবে) আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর, ৬. যে আমার উত্তরাধিকারীত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারীত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে করো সন্তোষভাজন।' ৭. তিনি বললেন, 'হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া; এ নামে পূর্বে আমি কারও নামকরণ করিনি।' ৮. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।' ৯. তিনি বললেন, 'এরূপই হবে।' তোমার প্রতিপালক বললেন, 'এ আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।' ১০. যাকারিয়া বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে তুমি সুস্থাবস্থায় কারও সাথে তিনদিন বাক্যালাপ করবে না।' ১১. অতঃপর সে কক্ষ হতে বেরিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট এল ও ইঙ্গিতে তাদের সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল। ১২. আমি বললাম, 'হে ইয়াহ্‌ইয়া! এ গ্রন্থ দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ কর।' আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান, ১৩. এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা (লাভ করেছিল); সে ছিল সাবধানী। ১৪. পিতামাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত অবাধ্য ছিলনা। ১৫. তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন সে জন্মলাভ করে ও (শান্তি) থাকবে যেদিন তার মৃত্যু হবে ও যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুণরুত্থিত হবে।

২. রুকূ।। ১৬. বর্ণনা কর এ গ্রন্থে উল্লেখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে একস্থানে আশ্রয় নিল, ১৭. অতঃপর ওদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার নিকট আমার (জিব্রীল) দূতকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। ১৮. মারইয়াম বলল, 'তুমি যদি আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে আমি তোমার নিকট হতে দয়াময়ের স্মরণ নিচ্ছি।' ১৯. সে বলল, 'আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।' ২০. মারইয়াম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি ও আমি ব্যাভিচারিণীও নই?' **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ২১. সে বলল, 'এরূপই হবে।' তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এ আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি ওকে এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এ তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।' ২২. অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করল ও তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল; ২৩. প্রসব-বেদনা

তাকে এক খর্জুর-বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, 'হায়, এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম ও লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।' ২৪. ফিরিশ্‌তা তার নিম্ন পার্শ্ব হতে আহ্বান করে তাকে বলল যে, 'তুমি দুঃখ করো না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন, ২৫. তুমি তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, উহা তোমাকে সুপক্ক-তাজা খর্জুর দান করবে। ২৬. সুতরাং, আহার কর, পান কর ও চক্ষু জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি তুমি দেখ তখন বলো, 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করব না।' ২৭.অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল ঃ ওরা বলল, 'হে মারইয়াম! তুমি এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ। ২৮. হে হারুন-ভাগিনী! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলনা এবং তোমার মাতাও ছিলনা ব্যাভিচারিণী।' ২৯. অতঃপর মারইয়াম ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখাল। ওরা বলল, 'যে কোলের শিশু তার সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলব।' ৩০. সে বলল, 'আমি তো আল্লাহ্‌র দাস। তিনি আমাকে গ্রন্থ দিয়েছেন, আমাকে নাবী করেছেন, ৩১. যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে আশিস-ভাজন করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে ও আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে, ৩২. এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি, ৩৩. আমার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে ও যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুণরুত্থিত হব।' ৩৪. এ মারইয়াম-তনয় ঈসা। (আমি বললাম সত্য কথা), যে বিষয়ে ওরা বিতর্ক করে। ৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র কাজ নয়, তিনি পবিত্র, মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়। ৩৬. আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর উপাসনা কর, এটিই সরল পথ। ৩৭. অতঃপর দলগুলির নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং মহাদিবস আগমণকালে অবিশ্বাসীদের দুর্ভোগ। ৩৮. ওরা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন ওরা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে। কিন্তু সীমালংঘনকারীগণ আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। ৩৯. ওদের পরিতাপের দিন সম্বন্ধে সতর্ক করে দাও, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এখন ওরা অনবধান এবং ওরা বিশ্বাস করবে না। ৪০. চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি, পৃথিবীর ও তার ওপর যারা আছে তাদের, এবং ওরা আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে।

৩. রুকূ।। ৪১. বর্ণনা কর এ গ্রন্থে উল্লেখিত ইব্রাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নাবী। ৪২. যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা! যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না তুমি তার উপাসনা কর কেন? ৪৩. হে আমার পিতা! আমার নিকট তো জ্ঞান এসেছে যা তোমার নিকট আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। ৪৪. হে আমার পিতা! শাইতানের উপাসনা করো না। নিশ্চয়ই শাইতান দয়াময়ের অবাধ্য। ৪৫. হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শাইতানের সাথী হয়ে পড়বে।' ৪৬. পিতা বলল, 'হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ হচ্ছ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও'। ৪৭. ইব্রাহীম বলল, 'তোমার নিকট হতে

বিদায়। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। ৪৮. আমি তোমাদের হতে ও তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর তাদের হতে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হব না'। ৪৯. অতঃপর সে যখন তাদের হতে ও তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপাসনা করত সে সকল হতে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে ইস্‌হাক ও ইয়াকুবকে দান করলাম এবং প্রত্যেককে নাবী করলাম। ৫০. এবং তোমাদের আমি আমার অনুগ্রহ দান করলাম আর তাদের দিলাম সমুচ্চ যশ।

৪. **রুকূ**।। ৫১. এ গ্রন্থে উল্লেখিত মূসার কথা বর্ণনা কর। সে ছিল বিশুদ্ধ চিত্ত এবং সে ছিল রাসূল, নাবী। ৫২. তাকে আমি তূর পর্বতের ডান দিক হতে আহ্বান করেছিলাম এবং আমি গুঢ়তত্ত্ব আলোচনারত অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। ৫৩. আমি নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারুণকে নাবীরূপে তাকে দিলাম। ৫৪. এ গ্রন্থে উল্লেখিত ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নাবী; ৫৫. সে তার পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন। ৫৬. এ গ্রন্থে উল্লেখিত ইদ্‌রীসের কথা বর্ণনা কর। সে ছিল সত্যবাদী, নাবী; ৫৭. এবং আমি তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলাম। ৫৮. নাবীদের মধ্যে যাদের আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছেন এরাই তারা, আদমের ও যাদের তিনি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলেন তাদের বংশোদ্ভুত, ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশোদ্ভুত এবং যাদের তিনি পথ নির্দেশ করেছিলেন ও মনোনীত করেছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত; তাদের নিকট করুণাময়ের আয়াত আবৃত্ত হলে তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ত ও ক্রন্দন করত **(সাজদা ঃ ৫)**। ৫৯. ওদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও লালসা-পরবশ হল। সুতরাং ওরা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। ৬০. কিন্তু ওরা নয়—যারা তাওবা করেছে, বিশ্বাস করেছে ও সৎকাজ করেছে। ওরা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। ওদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। ৬১. এ স্থায়ী জান্নাত—অদৃশ্য বিষয়; যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় তাঁর দাসদের দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় এসেই থাকে। ৬২. সেখানে তারা শান্তি ব্যতীত কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। ৬৩. এ-ই জান্নাত, আমার দাসদের মধ্যে সাবধানীদের যার অধিকারী করব। ৬৪. জিব্রীল বলল, ‘আমি তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না; যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে এবং যা এ দু-এর অন্তর্বর্তী তা তাঁরই এবং তোমার প্রতিপালক কখনো ভুল করেন না।’ ৬৫. তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবীর ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু, তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই উপাসনা কর এবং তাঁর উপাসনায় ধৈর্যশীল হও। তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকেও জান?

৫. **রুকূ**।। ৬৬. মানুষ বলে—‘আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুণরুত্থিত হব।’ ৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছু ছিল না? ৬৮. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ! আমি তো ওদের শাইতানগণসহ একত্রে সমবেত করব এবং পরে নতজানু অবস্থায় আমি ওদের জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই। ৬৯. অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বার করবই। ৭০.

এবং আমি তো ওদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয় ভাল জানি। ৭১. এবং তোমাদের সকলকেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে যেতে হবে, এ তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। ৭২. পরে আমি সাবধানীদের উদ্ধার করব এবং সীমালংঘনকারীদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব। ৭৩. ওদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্ত হলে অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বলে, ‘দু দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর এবং সমাজ হিসাবে কোনটি উত্তম’? ৭৪.ওদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করেছি—যারা ওদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। ৭৫. বল, ‘যারা বিভ্রান্তিতে আছে, আল্লাহ্ তাদের প্রচুর অবকাশ দেবেন যতক্ষণ না তারা সেটি প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে, শাস্তি হোক অথবা কিয়ামাতই হোক। অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং শক্তিতে কে সবচেয়ে দুর্বল। ৭৬. এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের পথনির্দেশে বৃদ্ধি দান করেন এবং সৎকর্ম, যার পরিণাম স্থায়ী, তা তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার-প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ। ৭৭. তুমি কি লক্ষ্য করেছ ওকে, যে আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, ‘আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই।’ ৭৮. সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? ৭৯. এ সত্য নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। ৮০. সে যা বলে তা আমার অধিকারে থাকবে এবং সে আমার নিকট আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়। ৮১. তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য গ্রহণ করে এ জন্যে যাতে ওরা তাদের সহায় হয়। ৮২. না, এ ধারণা অবাস্তব, ওরা তাদের উপাসনা অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।

৬. **রুকূ**।। ৮৩. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আমি অবিশ্বাসীদের নিকট ওদের মন্দ কাজে বিশেষভাবে উৎসাহদান করার জন্য শাইতান পাঠিয়েছি। ৮৪. সুতরাং তাদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি করো না। আমি তো গণনা করছি ওদের নির্ধারিত কাল, ৮৫. যেদিন দয়াময়ের নিকট সাবধানীদের সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করব, ৮৬. এবং অপরাধীদের তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। ৮৭. যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে সে ব্যতীত অন্য কারও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না। ৮৮. তারা বলে, ‘আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ ৮৯. তোমরা তো এক অদ্ভুত কথা সৃষ্টি করেছ। ৯০. (যার জন্য) হয় তো আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, ৯১. তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করত। ৯২. সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। ৯৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে দাসরূপে উপস্থিত হবে না। ৯৪. তাঁর জ্ঞান তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং তিনি তাদের বিশেষভাবে গণনা করেছেন, ৯৫. এবং কিয়ামাতের দিন ওদের সকলেই তাঁর কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসবে। ৯৬. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা। ৯৭. আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। ৯৮. তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি! তুমি কি তাদের কাউকেও দেখতে পাও অথবা তাদের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও? **(পারার অর্ধাংশ)**।

২০. সূরা ত্বা-হা

৮ রুকূ ।। ১৩৫ আয়াত ।। ২৫১ শব্দ ।। ৫৪৬৬ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ হাযরাত মূসার (আ) প্রত্যাদেশ লাভ, হাযরাত মূসার অলৌকিক ঘটনা, হাযরাত হারুণের নাবুয়্যত প্রাপ্তি; হাযরাত মূসার জন্ম প্রসঙ্গ, ফেরাউনের নিকট মূসা (আ) ও হারুণের যাত্রা; প্রকাশ্য মাঠে মূসা ও যাদুকরদের সাক্ষাৎকার; যাদুকরদের পরাজয় এবং মূসার জয়; যাদুকরদের আত্মসমর্পণ, ফেরাউনের হুমকি, বনি-ইস্রাঈলকে নিয়ে মূসার মিশর ত্যাগ, হাযরাত মূসার অনুপস্থিতিতে বনি-ইস্রাঈলের গো-বৎস পূজা; মূসার (আ) প্রত্যাবর্তন, হারুণকে ভর্ৎসনা, সামেরী ও তার পরিণাম, শিঙ্গার ফুৎকার, কিয়ামাতের দৃশ্য। হাযরাত আদম ও হাযরাত হাওয়া, জান্নাতে অবস্থান, পৃথিবীতে অবতরণ; আল্লাহ্-বিস্মৃতির পরিণাম; নামাযের নির্দেশ, কে পথপ্রাপ্ত আর কে পথভ্রষ্ট পরিণামেই তার প্রকাশ, মহা-প্রলয়কাল আসন্ন প্রায় অথচ মানুষ ঘুমের ঘোরে, আল্লাহ্র গ্রন্থ সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের উক্তি।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১. রুকূ।। ১. ত্বা-হা, ২. তোমাকে ক্লেশ দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। ৩. এ যারা ভয় করে কেবল তাদের উপদেশার্থে। ৪. যিনি সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এ (কুরআন) তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ, ৫. দয়াময় আরশে সমাসীন। ৬. যা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এ দু-এর অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই। ৭. তুমি উচ্চকণ্ঠে যাই বল না কেন আল্লাহ্ তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত তা জানেন। ৮. আল্লাহ্, তিনি ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই, ৯. মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁচেছে কি? ১০. সে যখন আগুন দেখল, তখন তার পরিবারবর্গকে বলল, ‘তোমরা এখানে থাক আমি আগুন দেখছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা হতে আগুন আনতে পারব অথবা আমি ওর নিকটে কোন পথপ্রদর্শক পাব’। ১১. অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট এল তখন আহ্বান করে বলা হল, ‘হে মূসা! ১২. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার জুতো খুলে ফেল, কারণ, তুমি পবিত্র “তোয়া” উপত্যকায় রয়েছ। ১৩. এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। ১৪. আমিই আল্লাহ্, আমি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার উপাসনা কর এবং আমার স্মরণার্থে যথাযথভাবে নামায পড়। ১৫. কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, আমি এর সংগঠন মুহূর্ত গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফললাভ করে। ১৬. সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামাতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তি অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে ওতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে ১৭. হে মূসা! তোমার ডান হাতে ঐটি কি?’ ১৮. সে বলল, ‘ঐটি আমার লাঠি, আমি এতে ভর দিই এবং এ দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা পেড়ে থাকি এবং এ আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।’ ১৯. আল্লাহ্ বললেন, ‘হে মূসা তুমি এ নিক্ষেপ কর।’ ২০. অতঃপর সে ঐটি নিক্ষেপ করল, সঙ্গে সঙ্গে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল, ২১. তিনি বললেন, ‘তুমি এটিকে ধর, ভয় করো না, আমি এটিকে এর পূর্বরূপে ফিরিয়ে দেব। ২২. এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নিদর্শনস্বরূপ এ

বেরিয়ে আসবে। ২৩. এ জন্য যে আমি তোমাকে আমার মহানিদর্শনগুলির কিছু দেখাব। ২৪. ফেরাউনের নিকট যাও সে সীমালংঘন করেছে।’

২. রুকূ।। ২৫. মূসা বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও ২৬. এবং আমার কাজ সহজ করে দাও। ২৭. আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। ২৮. যাতে ওরা আমার কথা বুঝতে পারে। ২৯. আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী করে দাও। ৩০. আমার ভ্রাতা হারুণকে ৩১. তার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি কর। ৩২. ও তাকে আমার কাজে অংশী কর। ৩৩. যাতে আমরা তোমার প্রচুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। ৩৪. এবং তোমাকে অধিক স্মরণ করতে পারি। ৩৫. নিশ্চয়ই তুমি আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।’ ৩৬. তিনি বললেন, ‘হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া হল।’ ৩৭. এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। ৩৮. যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম যা ছিল নির্দেশ করার, ৩৯. এ মর্মে যে, তুমি মূসাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর তা নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও যাতে দরিয়া ওকে তীরে ঠেলে দেয়, ওকে আমার শত্রু এবং ওর শত্রু নিয়ে যাবে। আমি আমার নিকট হতে মানুষের মনে তোমার প্রতি ভালবাসা সঞ্চারিত করেছিলাম, যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। ৪০. যখন তোমার ভগিনী এসে বলল, ‘আমি কি তোমাদের কে এই শিশুর ভার নেবে বলে দেব?’ তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দিই, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদিয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে; ‘হে মূসা! এরপরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে, ৪১. এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি। ৪২. তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না, ৪৩. তোমরা দুজনে ফেরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘন করেছে। ৪৪. তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে’। ৪৫. তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি সে আমাদের যাওয়া মাত্রই শাস্তি দেবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে’। ৪৬. তিনি বললেন, ‘তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি এবং দেখি।’ ৪৭. সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বল, ‘আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল, সুতরাং আমাদের সাথে বনি-ইস্রাঈলকে যেতে দাও এবং তাদের কষ্ট দিয়ো না, আমরা তো তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন এনেছি এবং যারা অনুসরণ করে তাদের জন্য শান্তি (বহন করে এনেছি), ৪৮. আমাদের প্রতি ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য শাস্তি’। ৪৯. ফেরাউন বলল, ‘হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক’? ৫০. মূসা বলল, ‘আমাদের প্রতিপালক তিনি—যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন এবং তার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন।’ ৫১. ফেরাউন বলল, ‘তা হলে অতীত যুগের লোকের অবস্থা কি?’ ৫২. মূসা বলল, ‘এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট এক গ্রন্থে আছে ঃ আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং তিনি ভুলেও যান না। ৫৩. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা করেছেন এবং ওতে তোমাদের জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন। তিনি আকাশ হতে বারিবর্ষণ করেন এবং

তা দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন।' ৫৪. তোমরা আহার কর ও তোমাদের পশু চরাও; অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন আছে।

৩. রুকূ।। ৫৫. মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, ওতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং ঐ হতে পুণর্বার তোমাদের বের করব। ৫৬. আমি অবশ্যই ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। ৫৭. সে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি তোমার যাদু দ্বারা দেশ থেকে আমাদের বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য আমাদের নিকট এসেছ? ৫৮. আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট এর অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব, সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একাদিন ও এক মধ্যবর্তী স্থান নির্ধারণ কর যার ব্যতিক্রম আমরাও করবনা এবং তুমিও করবে না!' ৫৯. মূসা বলল, 'তোমাদের নির্ধারিত দিন উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নে জনগণ সমবেত হবে।' ৬০. অতঃপর ফেরাউন উঠে গেল, পরে তার যাদুকরদের জমা করল ও এরপর উপস্থিত হল। ৬১. মূসা ওদের বলল, 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি তোমাদের শাস্তি দিয়ে সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে ব্যর্থ হয়।' ৬২. ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। এবং ওরা গোপনে পরামর্শ করল। ৬৩. ওরা বলল, 'এ দুজন অবশ্যই যাদুকর, তারা যাদু দ্বারা দেশ হতে তোমাদের বহিষ্কৃত করতে চায়। এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করতে চায়। ৬৪. অতএব তোমরা তোমাদের যাদুক্রিয়া সংযত কর, তারপর সারবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং আজ যে জয়ী হবে সে-ই সফলকাম হবে।' ৬৫. ওরা বলল, 'হে মূসা— হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।' ৬৬. মূসা বলল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' ওদের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হল ওদের দড়ি ও লাঠিগুলি ছোটাছুটি করছে। ৬৭. মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল। ৬৮. আমি বললাম, 'ভয় করো না, তুমিই প্রবল। ৬৯. তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এ ওরা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, ওরা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।' ৭০. অতঃপর যাদুকরেরা সাজদাবনত হল ও বলল, 'আমরা হারুণ ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।' ৭১. ফেরাউন বলল, 'কি—আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাসস্থাপন করলে। দেখছি, এতো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদের যাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি তো তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবই এবং আমি তোমাদের খেজুর গাছের কাণ্ডে শুলবিদ্ধ করবই এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।' ৭২. যাদুকরেরা বলল, 'আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার ওপর এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ওপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না, সুতরাং তুমি যা করতে চাও কর। তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যা করবার করতে পার। ৭৩. আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেছি যাতে আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদের যে যাদু করতে বাধ্য করেছ তা ক্ষমা করেন। আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।' **(পারার তিন চতুর্থাংশ)।** ৭৪. যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো জাহান্নাম আছে, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। ৭৫. এবং যারা তাঁর নিকট বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে উপস্থিত হবে ওদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা, স্থায়ী জান্নাত, ৭৬. যার

পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্র।

৪. রুকূ।। ৭৭. আমি অবশ্যই মূসার প্রতি এ মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলাম, আমার দাসদের নিয়ে রজনীযোগে বহির্গত হও এবং ওদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুষ্ক পথ নির্মান কর। পিছন থেকে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে—এ আশঙ্কা করো না এবং ভয়ও করো না। ৭৮. অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে সমুদ্র ওদের সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। ৭৯. এবং ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল, সৎপথ দেখায়নি। ৮০. 'হে বনি ইস্রাঈল, আমি তো শত্রু হতে তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম, আমি তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদের তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং তোমাদের নিকট 'মান্না ও সালওয়া' প্রেরণ করেছিলাম, ৮১. (বলেছিলাম), তোমাদের যা দান করলাম তা থেকে ভাল ভাল বস্তু আহার কর। এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না। করলে তোমাদের উপর ক্রোধ অবধারিত এবং যার ওপর ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়। ৮২. এবং আমি অবশ্যই তার প্রতি ক্ষমাশীল যে তাওবা করে, বিশ্বাসস্থাপন করে, সৎকাজ করে, সৎপথে অবিচলিত থাকে। ৮৩. হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে তাড়াতাড়ি (এখানে তূর পর্বতে) করতে বাধ্য করল কিসে?' ৮৪. সে বলল, 'ঐ তো ওরা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি তাড়াতাড়ি তোমার নিকট (তূর পর্বতে) এলাম, তুমি সন্তুষ্ট হবে এজন্য।' ৮৫. তিনি বললেন, 'আমি তোমার চলে আসার পর তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং সামেরী তাদের পথভ্রষ্ট করেছে।' ৮৬. অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের নিকট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গেল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুত কাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে না তোমরা চেয়েছ তোমাদের প্রতি অবধারিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে, তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?' ৮৭. ওরা বলল, 'আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি তবে আমাদের ওপর লোকের অলঙ্কারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করে'। ৮৮. অতঃপর সে ওদের জন্য এক গো-বৎস গঠন করল—এক অবয়ব, যা গরুর শব্দ করত। ওরা বলল, 'এ তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য কিন্তু মূসা ভুলে গেছে।' ৮৯. তবে কি ওরা ভেবে দেখে না যে ওটি (গো-বৎস) তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করবার ক্ষমতাও রাখে না?

৫. রুকূ।। ৯০. হারুণ ওদের পূর্বেই বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এ দ্বারা তো কেবল তোমাদের পরীক্ষা করা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।' ৯১. ওরা বলেছিল, 'আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা থেকে কিছুতেই বিরত হব না।' ৯২. মূসা বলল, 'হে হারুণ! তুমি যখন দেখলে ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল। ৯৩. আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?' ৯৪. হারুণ বলল, 'হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু(দাড়ি) ও কেশ ধরে আকর্ষণ করো না; আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, তুমি বলবে—তুমি বনি-ইস্রাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হওনি।'

৯৫. মূসা বলল, 'হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী?' ৯৬. সে বলল, 'আমি দেখেছিলাম যা ওরা দেখেনি, অতঃপর আমি (জিব্রীলের) পদচিহ্ন হতে এক মুষ্টি (ধূলো) নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম এবং আমার মন আমার জন্য এরূপ করা শোভন করেছিল।' ৯৭. মূসা বলল, 'দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটিই রইল যে, তুমি বলবে, 'আমি অস্পৃশ্য' এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্টকাল—যার ব্যতিক্রম হবে না এবং তুমি তোমার উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে, আমরা ওকে জ্বালিয়ে দেবই, অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই।' ৯৮. তোমাদের উপাস্য তো কেবল আল্লাহ্ই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, সর্ববিষয় তাঁর জ্ঞানায়ত্ত; ৯৯. পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করব এবং আমি আমার নিকট হতে তোমাকে কুরআন দান করেছি। ১০০. এ হতে যে বিমুখ হবে সে কিয়ামাতের দিনে মহাপাপভার বহন করবে। ১০১. ওতে ওরা চিরকাল থাকবে এবং কিয়ামাতের দিন এ বোঝা ওদের জন্য হবে কত মন্দ। ১০২. যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। ১০৩. ওরা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে, 'তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে।' ১০৪. ওরা কি বলবে আমি তা ভাল জানি, ওদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবে, 'তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।'

৬. **রুকূ**।। ১০৫. ওরা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমার প্রতিপালক ওদের সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন।' ১০৬. অতঃপর তিনি ভূমিকে মসৃণ সমতল ভূমিতে পরিণত করবেন। ১০৭.যাতে তুমি উঁচু-নীচু দেখবে না। ১০৮. সেদিন ওরা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক-ওদিক করতে পারবে না। দয়াময়ের সম্মুখে সকল শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না। ১০৯. করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন সে ব্যতীত কারও সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না। ১১০. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত কিন্তু ওরা জ্ঞান দ্বারা তার জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না। ১১১. চিরঞ্জীব, অনাদি, আল্লাহ্র নিকট সকলেই অধোবদন হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের ভার বহন করবে। ১১২. এবং যে বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে তার (পাপ) বৃদ্ধির এবং (পুণ্য) হাসেরও আশঙ্কা নেই। ১১৩. এরূপেই আমি আরাবী ভাষায় কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং ওতে বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি, যাতে ওরা ভয় করে অথবা এ হয় ওদের জন্য উপদেশ। ১১৪. আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধীশ্বর। তোমার প্রতি আল্লাহ্র ওহী (প্রত্যাদেশ) সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি তাড়াতাড়ি করো না এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর।' ১১৫. আমি অবশ্যই ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম কিন্তু সে ভুলে গিয়েছে, আমি তাকে সঙ্কল্পে দৃঢ় পাইনি।

৭. **রুকূ**।। ১১৬. স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাদের বললাম, 'আদমের প্রতি নত হও,' ইবলীস্ ব্যতীত সকলেই নত হল। সে অমান্য করল। ১১৭. অতঃপর আমি বললাম, 'হে আদম! এ তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদের জান্নাত হতে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে। ১১৮. তোমার জন্য এটিই রইল যে তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং উলঙ্গ হবে না; ১১৯. এবং সেখানে পিপাসার্ত হবে না ও রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না' ১২০. অতঃপর

শাইতান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে অনন্ত-জীবনপ্রদ বৃক্ষেব কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা বলে দেব?' ১২১. অতঃপর তারা ওর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হল, ফলে সে পথভ্রষ্ট হল। ১২২. এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন এবং তাকে পথনির্দেশ করলেন। ১২৩. তিনি বললেন, 'তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও। পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ এলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখকষ্ট পাবে না। ১২৪. যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবনের ভোগসম্ভার সঙ্কুচিত হবে এবং আমি তাকে কিয়ামাতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' ১২৫. সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।' ১২৬. তিনি বলবেন 'তুমি এরূপই ছিলে; আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল কিন্তু তুমি তা বর্জন করেছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বর্জন করা হল। ১২৭. এবং এভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দিই যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেনা। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর, অধিক স্থায়ী'। ১২৮. আমি এদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে, একি তাদের সৎপথ দেখাল না? অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন আছে।

৮. **রুকূ**।। ১২৯. তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে এবং এক নির্ধারিত কাল না হলে আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হত। ১৩০. সুতরাং ওরা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও দিবাভাগে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। ১৩১. আমি অবিশ্বাসীদের কতককে তাদের পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও লক্ষ্য করো না। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। ১৩২. এবং তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং ওতে অবিচলিত থাক; আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং সাবধানীদের জন্যই তো শুভ পরিণাম। ১৩৩. ওরা বলে, 'সে তার প্রতিপালকের নিকট হতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন?' ওদের নিকট কি সুস্পষ্ট প্রমাণ আসেনি যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে? ১৩৪. যদি আমি ওদের ইতিপূর্বে শাস্তিদ্বারা ধ্বংস করতাম তবে ওরা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে, আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম।' ১৩৫. বল, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা সরল পথে রয়েছে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে'।

১৬শ পারা সমাপ্ত

১৭শ পারা ॥ ইক্তারাবা লিন্নাসে হিসাবহুম ওয়াহুম ফি গাফ্লাতীম

২১. সূরা আম্বীয়া

৭ রুকূ ॥ ১১২ আয়াত ॥ ১১৮৭ শব্দ ॥ ৫১৫৪ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আকাশমণ্ডল ও বিশ্বের সৃষ্টি অকারণ নয়, আল্লাহ্র কোন সন্তান-সন্ততি নেই, সকলেই তাঁর দাস, ইহজীবন ক্ষণস্থায়ী, হাযরাত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর জাতি; মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতা, ইব্রাহীমের অগ্নিপরীক্ষা, হাযরাত দাউদ ও সুলাইমানের ফায়সালা দান, হাযরাত ইউনুসের কথা, মানুষের ধর্ম মূলত এক; মানুষই তা বিভিন্ন করেছে; আল্লাহ্র পুণ্যাত্মা দাসেরাই শেষ পর্যন্ত ধরণীর হর্তাকর্তা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ ॥ ১. মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু ওরা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ২. যখনই ওদের নিকট ওদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে ওরা তা কৌতুকচ্ছলে শ্রবণ করে, ৩. ওদের অন্তর থাকে অমনোযোগী। সীমালংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে 'এ তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখে-শুনে যাদুর কবলে পড়বে?' ৪. রাসূল বলল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ।' ৫. বরং ওরা বলে, 'এ সমস্ত অলীক কল্পনা। হয় সে এ উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের নিকট এক নিদর্শন আনুক যেরূপ নিদর্শনসহ পূর্ববর্তীগণ প্রেরিত হয়েছিল।' ৬. এদের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি ওর অধিবাসীরা বিশ্বাস করত না; তবে কি এরা বিশ্বাস করবে? ৭. তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে গ্রন্থধারীদের জিজ্ঞাসা কর। ৮. এবং আমি তাদের এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে তারা আহার্য ভক্ষণ করত না; তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। ৯. অতঃপর আমি তাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, যথা ঃ আমি ওদের এবং যাদের ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং সীমালংঘনকারীদের ধ্বংস করেছিলাম। ১০. আমি তো তোমাদের প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ আছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

২. রুকূ ॥ ১১. আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি। যার অধিবাসীরা ছিল সীমালংঘনকারী। এবং তাদের পরে অপর জাতি সৃষ্টি করেছি। ১২. অতঃপর যখন ওরা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই ওরা জনপদ হতে পলায়ন করতে লাগল। ১৩. (ওদের বলা হয়েছিল), 'পলায়ন করো না এবং তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাসগৃহে ফিরে এসো যাতে এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।' ১৪. ওরা বলল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী'। ১৫. আমি ওদের কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি-সদৃশ না করা পর্যন্ত ওদের এ আর্তনাদ স্তব্ধ হয়নি। ১৬. আকাশ ও পৃথিবী এবং যা উভয়ের অন্তর্বর্তী তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। ১৭. আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম তবে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই তা করতাম; আমি তা করিনি। ১৮. কিন্তু আমি সত্যদ্বারা মিথ্যার উপর

আঘাত হানি; মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিই এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য। ১৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই; তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা তাঁর উপাসনা করতে অহঙ্কার করে না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। ২০. তারা দিবারাত্র তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা শৈথিল্য করে না। ২১. ওরা মাটি হতে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? ২২. যদি আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বহু উপাস্য থাকত তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু ওরা যা বলে তার থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। ২৩. তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না বরং ওদেরই প্রশ্ন করা হবে। ২৪. ওরা কি তাঁকে ভিন্ন বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে? বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটিই, আমার সঙ্গে যা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং এটিই উপদেশ ছিল পূর্ববর্তীদের জন্য।' কিন্তু ওদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। ফলে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ২৫. আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, 'আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর'। ২৬. ওরা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র মহান! বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত দাস। ২৭. তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। ২৮. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু ওদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। ২৯. তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমিই উপাস্য তিনি ব্যতীত,' তাকে আমি শাস্তি দেব জাহান্নামে; এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

৩. রুকূ ॥ ৩০. অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপোতভাবে মিশেছিল; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু পানি হ'তে সৃষ্টি করলাম; তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না? ৩১. এবং আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত সৃষ্টি করেছি যাতে পৃথিবী ওদের নিয়ে এদিক-ওদিক চলে না যায় এবং আমি ওতে প্রশস্ত পথ করে দিয়েছি যাতে ওরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারে। ৩২. এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু ওরা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৩৩. আল্লাহ্ই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। ৩৪. আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরজীবী হবে? ৩৫. জীব মাত্রই মরণশীল; আমি তোমাদের মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে। ৩৬. অবিশ্বাসীরা যখন তোমাকে দেখে তখন ওরা তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে। ওরা বলে, 'একি সে যে তোমাদের দেব-দেবীগুলির সমালোচনা করে'? ওরাই তো দয়াময়ের উল্লেখের বিরোধিতা করে। ৩৭. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা প্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদের আমার নিদর্শনাবলী দেখাব, সুতরাং তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলো না। ৩৮. এবং ওরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল এ প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হবে? ৩৯. যদি অবিশ্বাসীরা সে সময়ের কথা জানত যখন ওরা ওদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং ওদের সাহায্যও করা হবে না। ৪০. বস্তুত তা ওদের ওপর অতর্কিতভাবে আসবে এবং ওদের হতবুদ্ধি করে দেবে; ফলে, ওরা তা রোধ করতে পারবে না এবং ওদের অবকাশও দেওয়া হবে না। ৪১. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা

যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল তা বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করেছিল।

৪. রুকূ।। ৪২. বল, 'তোমাদের রাত-দিন দয়াময়ের (আজাব) থেকে কে রক্ষা করবে?' তবুও ওরা ওদের প্রতিপালকের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৩. তবে কি আমার ছাড়া ওদের এমন কতগুলি দেব-দেবী আছে যারা ওদের রক্ষা করতে পারে? এরা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে ওদের সাহায্যকারীও থাকবে না। ৪৪. বস্তুত আমিই ওদের এবং ওদের পিতৃপুরুষকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলাম এবং ওদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ হয়েছিল। ওরা কি দেখছে না যে আমি ওদের দেশকে চতুর্দিক হতে সঙ্কুচিত করে আনছি। তবুও কি ওরা বিজয়ী হবে? ৪৫. বল, 'আমি তো কেবল প্রত্যাদেশ দ্বারাই তোমাদের সতর্ক করি, কিন্তু যারা বধির তাদের যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা সতর্কবাণী শোনে না। ৪৬. তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছু মাত্রও তাদের স্পর্শ করলে তারা বলে উঠবেই, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।' ৪৭. এবং কিয়ামাতের দিন আমি ন্যায়-বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও কাজ হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। ৪৮. আমি অবশ্যই মূসা ও হারুণকে ফুরকান দিয়েছিলাম, আলো ও উপদেশ, সাবধানীদের জন্য। ৪৯. যারা না দেখেও তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামাত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। ৫০. এ কল্যাণময় উপদেশ, আমি এটি (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, তবুও কি তোমরা এটিকে অস্বীকার কর? **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

৫. রুকূ।। ৫১. আমি অবশ্য এর পূর্বে ইব্রাহীমকে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম। ৫২. যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'এ যে মূর্তিগুলি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ, এগুলি কি?' ৫৩. ওরা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি।' ৫৪. সে বলল, 'তোমরা নিজেরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ, তোমাদের পিতৃপুরুষগণও ছিল।' ৫৫. ওরা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, না তুমি কৌতুক করছ?' ৫৬. সে বলল, 'বরং তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি ওদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। ৫৭. শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব।' ৫৮. অতঃপর সে ওদের প্রধানটি ছাড়া অন্যান্য মূর্তিগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, যাতে ওরা এর শরণাগত হয়। ৫৯. ওরা বলল, 'আমাদের দেবতাগুলির প্রতি এরূপ করলে কে? নিশ্চয়ই সে সীমালংঘনকারী।' ৬০. কেউ কেউ বলল, 'এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় ইব্রাহীম।' ৬১. ওরা বলল, 'তাকে লোক সম্মুখে উপস্থিত কর, যাতে ওরা সাক্ষ্য দিতে পারে।' ৬২. ওরা বলল, 'হে ইব্রাহীম তুমিই কি আমাদের দেবতাগুলির প্রতি এরূপ করেছ?' ৬৩. সে বলল, 'এদের এ প্রধানই এ করেছে। এদের জিজ্ঞাসা করে দেখ না যদি এরা কথা বলতে পারে।' ৬৪. তখন ওরা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, 'তোমরাই সীমালংঘনকারী?' ৬৫. অতঃপর ওদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং ওরা বলল, 'তুমি তো ভালই জান যে এরা কথা বলে না।' ৬৬. ইব্রাহীম বলল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না? ৬৭. ধিক তোমাদের এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের। তবুও কি

তোমরা বুঝবে না?' ৬৮. ওরা বলল, 'তবে ওকে (ইব্রাহীমকে) পুড়িয়ে দাও, তোমাদেব দেবতাগুলিকে সাহায্য কর, তোমরা যদি কিছু করতে চাও।' ৬৯. আমি বললাম, 'হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' ৭০. ওরা ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে এক ফন্দি আঁটতে চাইল। কিন্তু আমি ওদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। ৭১. এবং আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে সে দেশে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্বাসীদের জন্য কল্যাণ রেখেছি। ৭২. এবং আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইস্‌হাক, আরও দান করেছিলাম ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করেছিলাম। ৭৩. এবং তাদের করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সুপথ প্রদর্শন করত; তাদের সৎকাজ করতে প্রত্যাদেশ করেছিলাম, যথাযথভাবে নামায পড়তে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই উপাসনা করত। ৭৪. এবং লূতকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং তাকে এমন এক জনপদ হতে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা অশ্লীল কর্মে লিপ্ত ছিল, ওরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী, ৭৫. এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম; সে ছিল সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্গত।

৬. রুকূ।। ৭৬. স্মরণ কর নূহ্‌কে; পূর্বে সে যখন আহ্বান করেছিল তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাসঙ্কট হতে উদ্ধার করেছিলাম, ৭৭. এবং আমি তাকে সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, ওরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এ জন্যই ওদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করেছিলাম। ৭৮. এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানের কথা যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিল; ওতে রাত্রিকালে সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির মেষ ঢুকে পড়েছিল, আমি তাদের বিচার দেখছিলাম। ৭৯. এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা জানিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেন ওরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা। ৮০. আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? ৮১. এবং উদ্দাম বায়ু সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম; তা আদেশ ক্রমে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। ৮২. এবং শাইতানদের মধ্যে কিছু তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এ ব্যতীত অন্য কাজও করত; আমি তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। ৮৩. এবং স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'! ৮৪. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, এবং আমার নিকট হতে দয়া ও উপাসনাকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেছিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মত আরো দিয়েছিলাম। ৮৫. এবং স্মরণ কর ইস্‌মাঈল, ইদ্‌রীস ও যুলকিফল-এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। ৮৬. এবং তাদের আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম; তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। ৮৭. এবং স্মরণ কর মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা, যখন সে ক্রোধ ভরে বেরিয়ে গিয়েছিল, এবং মনে করেছিল আমি তাকে সঙ্কটে ফেলব না, অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল, 'তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, মহান! অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারী।' ৮৮. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে

দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদের উদ্ধার করে থাকি। ৮৯. এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নিঃসন্তান রেখো না, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।' ৯০. অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে বন্ধ্যাত্ব মুক্ত করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত। ৯১. এবং স্মরণ কর সে নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার (তরফ থেকে) এক আত্মাকে ফুঁকে দিয়েছিলাম, এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন করেছিলাম। ৯২. এই যে তোমাদের জাতি—এ তো একই জাতি এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার উপাসনা কর। ৯৩. কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা মতাদর্শ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে।

৭. রুকূ।। ৯৪. সুতরাং কেউ বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করলে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না এবং আমি তা লিখে রাখি। ৯৫. এ সম্ভব নয় যে, যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসিবৃন্দ ফিরে আসবে, ৯৬. যে পর্যন্ত না ইয়াযুয ও মাযুযকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ওরা প্রতি উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে। ৯৭. অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল আসন্ন হলে অবিশ্বাসীদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, ওরা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম! বরং আমরা তো সীমালংঘনকারীই ছিলাম'। ৯৮. তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরাই ওতে প্রবেশ করবে। ৯৯. যদি ওরা উপাস্যই হত তবে ওরা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; ওদের সকলেই ওতে চিরকাল থাকবে, ১০০. সেখানে অংশীবাদীরা চিৎকার করবে এবং সেখানে ওরা কিছুই শুনতে পাবে না; ১০১. যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদের তা (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে। ১০২. তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং সেখানে (জান্নাতে) তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে। ১০৩. মহাভীতি তাদের বিষাদক্লিষ্ট করবে না এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাদের এ বলে অভ্যর্থনা করবে, 'এ-ই সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।' ১০৪. সেদিন আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব যেভাবে লিখিত দফতর গুটান হয়; যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুণরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এ পালন করবই। ১০৫. যবুর গ্রন্থে উপদেশ উল্লেখের পর আমি গ্রন্থে লিখে দিয়েছি যে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে। ১০৬. এতে সে সম্প্রদায়ের জন্য বাণী রয়েছে যারা উপাসনা করে। ১০৭. আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল আশিসরূপেই প্রেরণ করেছি। ১০৮. বল, 'আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্যের একমাত্র প্রভু আল্লাহ্‌, সুতরাং তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে যাও।' ১০৯. তবে ওরা মুখ ফিরিয়ে নিলে তুমি বল, 'আমি তোমাদের যথাযথভাবে সতর্ক করে দিয়েছি এবং আমি জানি না যে বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করা হয়েছে তা আসন্ন না দূরস্থিত। ১১০. তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত এবং যা তোমরা গোপন কর।' ১১১. আমি জানি না হয়ত এ অবকাশ তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ।' ১১২. রাসূল বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দাও, আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র তিনিই সাহায্যস্থল'। **(পারার অর্ধাংশ)**।

২২. সূরা হাজ্

১০ রুকূ ।। ৭৮ আয়াত ।। ১২৮৩ শব্দ ।। ৫৪৩৩ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ কিয়ামাতের কথা; মানুষের সৃষ্টি এবং জীবন; কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী; আল্লাহ্‌র দয়া থেকে নিরাশ হতে নেই। জাহান্নামের-যন্ত্রণা, জান্নাতের সুখ; হাযরাত ইব্রাহীম (আ) ও হাজ্, মিথ্যা কখনও বলতে নেই, কুরবানীর জন্তু, তার মাংস; কুরবাণীর সার্থকতা; জিহাদের অনুমতি, রাষ্ট্রনেতা ও তার আদর্শ: আল্লাহ্‌র পথে শহীদ ব্যক্তিবর্গের মহাপুরস্কার; নিপীড়িতদের সাহায্য দান, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি: আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, নিখিল বিশ্ব এবং নৌকা-জাহাজ মানুষের বশ করে দিয়েছেন, আল্লাহ্ই রাসূল নির্বাচন করেন।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হে মানুষ তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, কিয়ামাতের ভূমিকম্প এক
ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ২. যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন দেখতে পাবে প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী
তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে। মানুষকে দেখবে
মাতাল-সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন। ৩. মানুষের মধ্যে কিছু
অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতানের অনুসরণ করে।
৪. শাইতান সম্বন্ধে এ নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে, যে-কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে
তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে। ৫. হে
মানুষ! পুণরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও (তবে অনুধাবন কর)—আমি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, তার পর শুক্র হতে, তার পর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অসম্পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হতে। তোমাদের নিকট আমার শক্তির পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত করার জন্য; আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দিই, তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করি, পরে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু ঘটে এবং তোমাদের মধ্যে কিছু কিছুকে জরাগ্রস্থ করা হয় যার ফলে তারা যা জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞানে থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর ওতে আমি বারিবর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ;
৬. এটিই তো প্রমাণ যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে
শক্তিমান। ৭. কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদের
আল্লাহ্ পুণরুত্থিত করবেন। ৮. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের
না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশক, না আছে কোন দীপ্তিমান গ্রন্থ। ৯. লোকদের আল্লাহ্‌র পথ
হতে ভ্রষ্ট করবার জন্য সে দম্ভভরে বিতণ্ডা করে। তার জন্য ইহলোকে আছে লাঞ্ছনা, এবং
কিয়ামাতের দিনে আমি তাদের দহন-যন্ত্রণা আস্বাদ করাব। ১০. সেদিন তাকে বলা হবে—'এ
তোমার কৃতকর্মেরই ফল কারণ আল্লাহ্ দাসদের প্রতি জুলুম করেন না।'

২. রুকূ।। ১১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধার সঙ্গে আল্লাহ্‌র উপাসনা করে; তার
মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।
সে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; এটিই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। ১২. ওরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে

এমন কিছুকে ডাকে যা ওদের কোন অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না; এটিই চরম বিভ্রান্তি! ১৩. ওরা এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতিই ওর উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এ অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এ সহচর! ১৪. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। ১৫. যে-কেউ মনে করে, আল্লাহ্ রাসূলকে কখনই ইহলোকে ও পরলোকে সাহায্য করবে না সে গৃহের ছাদে রশি ঝুলিয়ে নিজেকে ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন করুক[৮৩]; অতঃপর দেখুক তার প্রক্রিয়া তার আক্রোশের হেতু দূর করে কিনা। ১৬. এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে কুরআন অবতীর্ণ করেছি; এবং স্মরণ রেখ, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। ১৭. যারা বিশ্বাস করেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবেয়ী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা অংশীবাদী হয়েছে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। ১৮. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌কে সাজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে,—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সাজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না, আল্লাহ্ অবশ্যই যা ইচ্ছা তাই করেন **(সাজদা ৪ ৬)**। ১৯. এ দুটি দল, এরা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে; যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, ২০. যাতে ওদের চামড়া এবং ওদের উদরে যা আছে তা গলে যাবে, ২১. এবং ওদের জন্য থাকবে লৌহ মুদ্গর। ২২. যখনই ওরা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বেরুতে চাইবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে ওতে; (ওদেরকে বলা হবে) 'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা।'

৩. রুকূ।। ২৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন—যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাদের স্বর্ণ-কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে। এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। ২৪. তাদের সৎবাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা আল্লাহ্‌র পথে পরিচালিত হয়েছিল; ২৫. যারা অবিশ্বাস করে ও মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় এবং যে মাসজিদুল-হারাম (কা'বা শারীফ) কে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি তা হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তাদের আমি মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব এবং যে সীমালংঘন করে মাসজিদুল-হারামে পাপ কার্য করতে ইচ্ছা করে তাকেও।

৪. রুকূ।। ২৬. এবং স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য কা'বা গৃহের স্থান স্থির করে দিয়েছিলাম, তখন বলেছিলাম আমার সঙ্গে কোন অংশী স্থির করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে এবং যারা নামাযে দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সাজদা করে। ২৭. এবং মানুষের নিকট হাজ্ব ঘোষণা করে দাও, ওরা তোমার নিকট পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উটের পিঠে আসবে, এরা আসবে দূর দুরান্ত পথ অতিক্রম করে। ২৮. যাতে ওরা ওদের কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে, ওদের তিনি পশু থেকে তার জবাইকালে (কুরবানী) যে জীবনোপকরণ (মাংস ইত্যাদি) দিয়েছেন তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। ২৯. অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ)

করে। ৩০. এটিই বিধান এবং কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটিই উত্তম। তোমাদের নিকট উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলি ছাড়া অন্যান্য পশু তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিরূপ অপবিত্রতা বর্জন কর এবং মিথ্যাকথন হতে দূরে থাক। ৩১. আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন অংশী না করে; এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র অংশী করে তার অবস্থা ঃ সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। ৩২. এটিই আল্লাহ্‌র বিধান এবং কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এ তো তার হৃদয়ের আল্লাহ্‌ভীতিপ্রসূত। ৩৩. এ সমস্ত পশুতে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে; অতঃপর প্রাচীন গৃহের নিকট ওদের কুরবানীর স্থান।

৫. রুকূ।। ৩৪. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদের জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ পশু দিয়েছি সেগুলি জবাইকালে আল্লাহ্‌র নাম নেয়। তোমাদের উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ্, সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং বিনীতগণকে সুসংবাদ দাও, ৩৫. যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে ভয়ে কম্পিত হয়, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং যথাযথভাবে নামায পড়ে এবং আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। ৩৬. এবং উটকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলির অন্যতম করেছি; তোমাদের জন্য ওতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ওদের জবাইকালে তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নাও যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা হতে আহার কর এবং আহার করাও যে প্রার্থী নয় তাকে এবং প্রার্থীকে ; এভাবে আমি ওদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ৩৭. আল্লাহ্‌র কাছে ওদের মাংস এবং রক্ত পৌঁছায় না বরং তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা পৌঁছায়। এভাবে তিনি ওদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে তিনি তোমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন সুতরাং তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও, ৩৮. আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের রক্ষা করেন। তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)।**

৬. রুকূ।। ৩৯. তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। ৪০. তাদের ঘর-বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মাসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত—যাতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর ধর্মকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। ৪১. আমি এদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাদান করলে এরা যথাযথভাবে নামায পড়বে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ নিষেধ করবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র এখ্তিয়ারভুক্ত। ৪২. এবং লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে ওদের পূর্বে তো নূহ, আ'দ এবং সামূদের সম্প্রদায়, ৪৩. ইব্রাহীম ও লূতের সম্প্রদায়, ৪৪. মাদিয়ানবাসীরা তাদের নাবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মূসাকেও। আমি অবিশ্বাসীদের অবকাশ দিয়েছিলাম ও পরে তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম। কি ভয়ঙ্কর ছিল আমার শাস্তি! ৪৫. আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ—যাদের অধিবাসীগণ সীমালংঘনকারী

ছিল, এসব জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ জনমানবশূন্য হয়েছে। ৪৬. যাতে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারে এ উদ্দেশ্যে কি তারা দেশভ্রমণ করেনি? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। ৪৭. তারা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে অথচ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করেন না, তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান; ৪৮. এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন ওরা ছিল সীমালংঘনকারী; অতঃপর ওদের শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।

৭. রুকূ।। ৪৯. বল (হে মুহাম্মাদ!), 'হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী'; ৫০. সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা আছে। ৫১. এবং যারা প্রবল হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। ৫২. আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নাবী প্রেরণ করেছি তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করেছে তখনই শাইতান তাদের আবৃত্তিতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে; কিন্তু শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়; ৫৩. এ জন্য যে, শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যারা পাষাণ-হৃদয়। সীমালংঘনকারীরা অশেষ মতভেদে রয়েছে; ৫৪. এবং এজন্যও যে, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য, অতঃপর তারা যেন ওতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত হয়। যারা বিশ্বাসী তাদের অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন। ৫৫. অবিশ্বাসীরা ওতে সন্দেহ পোষণ হতে বিরত হবে না, যতক্ষণ না ওদের নিকট আকস্মিকভাবে কিয়ামাত এসে পড়বে, অথবা এসে পড়বে এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি! ৫৬. সেদিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্রই; তিনি ওদের বিচার করবেন। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারা সুখকর কাননে অবস্থান করবে। ৫৭. এবং যারা অবিশ্বাস করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরই জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থাকবে।

৮. রুকূ।। ৫৮. যারা আল্লাহ্র পথে গৃহত্যাগ করেছে এবং পরে নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আল্লাহ্ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; এবং আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকাদাতা। ৫৯. তিনি তাদের অবশ্যই এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্ তো প্রজ্ঞাময়, সহনশীল। ৬০. এটিই হয়ে থাকে; কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ও পুণরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল। ৬১. এ জন্য যে, আল্লাহ্ রাতকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা। ৬২. এজন্যও যে, আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং ওরা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান। ৬৩. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশ হতে বারিবর্ষণ করেন যাতে পৃথিবী সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন। ৬৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত প্রশংসিত।

৯. রুকূ।। ৬৫. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয়কে

এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ভিন্ন পতিত না হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। ৬৬. এবং তিনি তো তোমাদের জীবন দান করেছেন; অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুণরায় তোমাদের জীবন দান করবেন। মানুষ তো অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ। ৬৭. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি নিয়ম-কানুন—যা ওরা পালন করে; সুতরাং ওরা যেন তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে। তুমি ওদের তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর। তুমি তো সরল পথেই আছ। ৬৮. ওরা যদি তোমার সঙ্গে বিতণ্ডা করে তবে বল, 'তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। ৬৯. তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করে দেবেন।' ৭০. তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ্ তা অবগত আছেন? এ সবই এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; এ আল্লাহ্র নিকট সহজ। ৭১. এবং ওরা উপাসনা করে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর যার উপাসনার সমর্থনে তিনি কোন দলিল প্রেরণ করেননি, এবং যার সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুত সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। ৭২. এবং ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে। কেউ ওদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করলে তার প্রতি ওরা মারমুখো হয়ে ওঠে। বল, 'তবে কি আমি তোমাদের এ অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব?'—এ আগুন, এ বিষয়ে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের সতর্ক করে দিয়েছেন। এবং এ কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

১০. রুকূ।। ৭৩. হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর ঃ তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ডাক তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হলেও। এবং মাছি যদি তাদের নিকট থেকে কিছু নিয়ে চলে যায় এ-ও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। অক্ষম যাচ্ঞাকারী ও যার নিকট যাচ্ঞা করা হয় তা! ৭৪. ওরা আল্লাহ্কে যথোচিত সম্মান করে না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। ৭৫. আল্লাহ্, ফিরিশ্তা ও মানুষের মধ্য হতে বাণী বাহক মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা। ৭৬. মানুষের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন এবং সমস্ত কিছু আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। ৭৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকূ কর, সাজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা কর ও সৎকাজ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার **(সাজদা ঃ শাফেয়ী মতে)**। ৭৮. এবং আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তোমাদের তিনি মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের ধর্মে তোমাদের জন্য কঠিন কোন বিধান দেননি; এ ধর্ম তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মের অনুরূপ। আল্লাহ্ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' (সদা অনুগত) এবং এ গ্রন্থেও করেছেন; যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা মানবজাতির জন্য স্বাক্ষীস্বরূপ হও। সুতরাং তোমরা যথাযথভাবে নামায পড়, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

১৭শ পারা সমাপ্ত

১৮শ পারা।। ক্বাদ আফলাহাল মুমেনূন। আল্লাযীনা হুমফী

২৩. সূরা মুমেনূন

৬ রুকূ ।। ১১৮ আয়াত ।। ১০৭০ শব্দ ।। ৪৫৩৮ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ বিশ্বাসীরাই সফলকাম; মানুষের সৃষ্টি পর্ব; মানুষের জীবন ও জীবন-যাত্রার উপকরণ; হাযরাত নূহ (আ) ও তাঁর জাতি; নূহের নৌকা এবং নৌকার আরোহী; হাযরাত মূসা (আ) ও ফেরাউন সম্প্রদায়; পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিদর্শন নয়; চোখ, কান, জীবন-মৃত্যু, পৃথিবীতে অবস্থান সবই আল্লাহ্‌র দান; একাধিক উপাস্যের বর্তমানে পরস্পরের দ্বন্দ্ব; কিয়ামাতের দৃশ্য; বিচার; ওজন; কিয়ামাতের দিনে অবিশ্বাসীদের আক্ষেপ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, ২. যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র, ৩. যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে, ৪. যারা যাকাত দানে সক্রিয়, ৫. যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, ৬. তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না, ৭. এবং কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে, ৮. এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, ৯. এবং যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান, ১০. তারাই হবে অধিকারী, ১১. অধিকারী হবে ফিরদাউসের (জান্নাতের নাম) যাতে ওরা চিরস্থায়ী হবে। ১২. আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান হতে সৃষ্টি করেছি, ১৩. অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে এক নিরাপদ আধারে স্থাপন করি, ১৪. পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, অবশেষে ওকে আরো এক রূপ দান করি। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান! ১৫. এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে, ১৬. অতঃপর কিয়ামাতের দিন তোমাদের পুণরুত্থিত করা হবে। ১৭. আমিই তো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্তাকাশ এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অনবধান নই। ১৮. এবং আমি আকাশ হতে পরিমিতভাবে বারিবর্ষণ করি, অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি ওকে অপসারিত করতেও সক্ষম। ১৯. অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল আছে, যার থেকে তোমরা আহার করে থাক। ২০. এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা সিনাই পর্বতে জন্মায়, এতে মানুষের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন হয়। ২১. এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই চতুষ্পদ জন্তুতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে; তোমাদের আমি ওদের উদরে যা আছে তা হতে পান করাই এবং ওতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। তোমরা পশুর মাংসও ভক্ষণ কর, ২২. এবং তোমরা উটে ও জলযানে আরোহণও করে থাক।

২. রুকূ।। ২৩. আমি অবশ্যই নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র উপাসনা কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না!' ২৪. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা অবিশ্বাস করেছিল,

তারা লোকদের বলল, 'এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চাইছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফিরিশ্‌তাই পাঠাতেন; আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এরূপ ঘটেছে, এ কথা শুনিনি। ২৫. এ-তো এক উন্মাদ, সুতরাং এর বিষয়ে কিছুকাল অপেক্ষা কর।' ২৬. নূহ্ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।' ২৭. অতঃপর আমি তার নিকট প্রত্যাদেশ করলাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর', অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হবে তখন উঠিয়ে নিও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের ব্যতীত, এবং যারা সীমালংঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তারা নিমজ্জিত হবে। ২৮. যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা জলযানে আরোহণ করবে তখন বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদের অত্যাচারী সম্প্রদায় হতে উদ্ধার করেছেন'। ২৯. আরও বলো—'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে নামিয়ে দাও যা হবে কল্যাণকর; এ ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ।' ৩০. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আমি তো ওদের পরীক্ষা করেছিলাম। ৩১. পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম; ৩২. এবং ওদেরই একজনকে ওদের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?'

৩. রুকূ।। ৩৩. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা অবিশ্বাস করেছিল ও পরলোকের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদের আমি পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, তারা বলেছিল, 'এ-তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; তোমরা যা আহার কর সে তো তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে। ৩৪. যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে; ৩৫. সে কি তোমাদের এ প্রতিশ্রুতিই দেয় যে তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদের পুণরুত্থিত করা হবে? ৩৬. তোমাদের যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কদাচ ঘটবে না, কদাচ ঘটবে না! ৩৭. একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুণরুত্থিত হব না! ৩৮. সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তার ওপর বিশ্বাস রাখি না।' ৩৯. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর! কারণ, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।' ৪০. আল্লাহ্ বললেন, 'অচিরে সকালবেলা ওরা অনুতপ্ত হবেই।' ৪১. অতঃপর সত্য সত্যই এক মহাগর্জন ওদের আঘাত করল এবং আমি ওদের তরঙ্গতাড়িত আবর্জনাসদৃশ করে দিলাম। সুতরাং সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। ৪২. অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। ৪৩. কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিত করতেও পারে না। ৪৪. অতঃপর আমি একের পর এক রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির নিকট তার রাসূল এসেছে তখনই ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি ওদের একের পর একেকে ধ্বংস করলাম। আমি ওদের কাহিনীর বিষয় করেছি। সুতরাং অবিশ্বাসীরা ধ্বংস হোক! ৪৫.

অতঃপর আমি আমার নিদর্শন সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তার ভাই হারুণকে পাঠালাম, ৪৬. ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট। কিন্তু ওরা অহঙ্কার করল; ওরা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। ৪৭. ওরা বলল, 'আমরা কি এমন দু ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মত? এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?' ৪৮. অতঃপর ওরা তাদের মিথ্যাবাদী বলল এবং ওরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। ৪৯. আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, যাতে ওরা সৎপথ পায়। ৫০. এবং আমি মারইয়াম-তনয় ও তার জননীকে এক নিদর্শন করেছি, তাদের এক নিরাপদ ও পস্রবণবিশিষ্ট উচ্চভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম।

৪. **রুকূ**।। ৫১. আমি বলেছিলাম, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকাজ কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। ৫২. এবং তোমাদের এই যে জাতি এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক! অতএব আমাকে ভয় কর'। ৫৩. কিন্তু মানুষ নিজেদের ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। ৫৪. সুতরাং ওদের কিছুকালের জন্য বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও। ৫৫. ওরা কি মনে করে যে আমি ওদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দিই বলে ওদের জন্য ৫৬. সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করব? বরং ওরা বোঝে না। ৫৭. যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত, ৫৮. যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করে, ৫৯. যারা তাদের প্রতিপালকের অংশী-স্থাপন করে না, ৬০. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এ বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে দান করে, ৬১. তারাই দ্রুত কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করে এবং তারা ওতে অগ্রগামী হয়। ৬২. আমি কাকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার নিকট একগ্রন্থ আছে যা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয় এবং ওদের প্রতি জুলুম করা হবে না। ৬৩. বরং, এ বিষয়ে ওদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া আরও মন্দ কাজ আছে যা ওরা করে থাকে। ৬৪. আমি যখন ওদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের শাস্তি দ্বারা আঘাত করি তখনই ওরা আর্তনাদ করে ওঠে। ৬৫. (তাদের বলা হবে), 'আজ আর্তনাদ করো না, তোমরা আমার সাহায্য পাবে না। ৬৬. আমার আয়াত তো তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হত। কিন্তু তোমরা সরে পড়তে ৬৭. দম্ভ-ভরে, এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প গুজব করতে।' ৬৮. তবে কি ওরা এ বাণী-বিষয়ে অনুধাবন করে না? না ওদের নিকট এমন কিছু এসেছে যা ওদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি? ৬৯. অথবা ওরা কি ওদের রাসূলকে চেনে না বলে তাকে অস্বীকার করে? ৭০. অথবা ওরা কি বলে যে, সে উন্মাদ? বরং সে ওদের নিকট সত্য এনেছে এবং ওদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। ৭১. সত্য যদি ওদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত তবে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। পক্ষান্তরে আমি ওদের উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু ওরা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৭২. অথবা তুমি কি ওদের নিকট কোন প্রতিদান চাও? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। ৭৩. তুমি অবশ্যই ওদের সরল পথে আহ্বান করছ। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ৭৪. নিশ্চয়ই যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারা তো সরল পথ হতে বিচ্যুত; ৭৫. আমি ওদের দয়া করলেও এবং ওদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও ওরা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। ৭৬. আমি ওদের শাস্তি দ্বারা আঘাত করলাম, কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালকের প্রতি নত হল না

এবং কাতর প্রার্থনাও করল না। ৭৭. যখন আমি ওদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দিই তখনহ ওরা এতে হতাশ হয়ে পড়ে।

৫. **রুকূ**।। ৭৮. তিনিই তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ দিয়েছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। ৭৯. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তোমাদের বংশবিস্তার করেছেন এবং তোমাদের তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে। ৮০. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই বিধানে রাত ও দিনের আবর্তন ঘটে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? ৮১. এ সত্ত্বেও ওরা ওদের পূর্ববর্তীগণের মত বলে, ৮২. ওরা বলে, 'আমাদের মৃত্যু ঘটলেও আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুণরুত্থিত হব? ৮৩. আমাদের অবশ্যই এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও, এ তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়।' ৮৪. জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা জান তবে বল, 'এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার'? ৮৫. ওরা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' ৮৬. জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি?' ৮৭. ওরা বলবে, 'আল্লাহ্‌।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?' ৮৮. জিজ্ঞাসা কর, 'যদি তোমরা জান, তবে আমাকে বল, সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি রক্ষা করেন এবং যাঁর উপর (কোন) রক্ষক নেই?' ৮৯. ওরা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?' ৯০. বরং আমি তো ওদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি; কিন্তু ওরা তো মিথ্যাবাদী। ৯১. আল্লাহ্‌ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন উপাস্য নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইত। ওরা যা বলে তা হতে আল্লাহ্‌ পবিত্র। ৯২. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

৬. **রুকূ**।। ৯৩. বল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাদের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে তুমি যদি তা আমাকে দেখাতে চাও, ৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে অনাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।' ৯৫. নিশ্চয়ই আমি তাদের যে বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করছি আমি তা তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। ৯৬. যা উত্তম তা দিয়ে মন্দ কথার জবাব দাও; ওরা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ৯৭. বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি শাইতানের প্ররোচনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি,' ৯৮. বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি ওদের উপস্থিতি হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি,' ৯৯. যখন ওদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুণরায় (পৃথিবীতে) প্রেরণ কর, ১০০. যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি।' না, এ হবার নয়। এ তো ওর একটি কথার কথা। ওদের সম্মুখে পুণরুত্থান দিন পর্যন্ত যবনিকা থাকবে। ১০১. এবং যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না, ১০২. এবং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। ১০৩. এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; ওরা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। ১০৪. 'অগ্নি' ওদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং ওদের মুখমণ্ডল হবে বীভৎস; ১০৫. তোমাদের নিকট

কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়নি? তোমরা তো সে সব অস্বীকার করেছিলে। ১০৬.
ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদের ঘিরেছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। ১০৭. হে আমাদের প্রতিপালক! এ অগ্নি হতে আমাদের উদ্ধার কর, অতঃপর আমরা যদি পুণরায় অবিশ্বাস করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব'। ১০৮.
আল্লাহ্ বলবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক্ এবং আমার সঙ্গে কোন কথা বলিস না।'
১০৯. আমার দাসদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'
১১০. কিন্তু তাদের নিয়ে তোমরা হাসি-ঠাট্টা করতে এত বিভোর ছিলে যে, তা তোমাদের আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে। ১১১. আমি
আজ তাদের ধৈর্যের কারণে তাদের এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।
১১২. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ক'বছর অবস্থান করেছিলে?' ১১৩. ওরা বলবে,
'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ; আপনি না হয় গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করুন।' ১১৪. তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা
জানতে। ১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে যে আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না'? ১১৬. মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক,
তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; সম্মানিত আরশের অধিপতি তিনি। ১১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র
সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে, যার নিকট এ বিষয়ে কোন সনদ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে; নিশ্চয়ই সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হবে না। ১১৮. বল,
'হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

২৪. সূরা নূর

৯ রুকূ ।। ৬৪ আয়াত ॥ ১৪২ শব্দ ॥ ৬৪১ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ ব্যভিচারের শাস্তি প্রসঙ্গ; হাযরাত আয়েশার (রা) প্রতি কপটদের ভিত্তিহীন কলঙ্ক আরোপ প্রসঙ্গ; অশ্লীল কাজ ও অশ্লীল কথা প্রচারে ভয়াবহ পরিণাম, অন্যের ঘরে প্রবেশ সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি, দৃষ্টি এবং পর্দা, বিপত্নীক ও বিধবা বিবাহের নির্দেশ; আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতি ঃ সকল সৃষ্টি আল্লাহ্র আলোতে আলোকিত; আকাশমণ্ডলী ও নিখিল বিশ্বের কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই; আল্লাহ্র সৃষ্টি বৈচিত্র; প্রকৃত বিশ্বাসীদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব ও আধিপত্য প্রদানে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি; গৃহে প্রবেশের সময় সালাম করা ভদ্রতা; বিশ্বাসীদের আদর্শ; নাবীদের নির্দেশ অমান্য করার পরিণাম।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. এ একটি সূরা যা আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এতে দিয়েছি অবশ্য পালনীয় বিধান, এতে আমি সুস্পষ্ট বাক্যসমূহ অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা সতর্ক হও। ২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—ওদের প্রত্যেককে একশো কশাঘাত করবে; আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে যদি তোমরা আল্লাহ্তে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও;

বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ৩. ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনীকেই বিবাহ করবে। বিশ্বাসীদের জন্য এদের বিবাহ করা অবৈধ। ৪. যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনা তাদের আশি বার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। ৫. যদি এরপর ওরা তাওবা করে ও নিজেদের কার্য সংশোধন করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬. এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী, ৭. এবং পঞ্চমবার বলবে, 'সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ নেমে আসবে।' ৮. তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে তার স্বামীই মিথ্যাবাদী, ৯. এবং পঞ্চমবার বলে, 'তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ নেমে আসবে।' ১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময় না হলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না।

২. **রুকূ**।। ১১. যারা মিথ্যা অপবাদ রটণা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; ওদের প্রত্যেকের জন্য ওদের কৃত পাপকর্মের ফল আছে এবং ওদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। ১২. এ কথা শোনার পর বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি 'এ তো নির্জলা অপবাদ।' ১৩. তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহ্‌র বিধানে মিথ্যাবাদী। ১৪. ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে মগ্ন ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদের স্পর্শ করত। ১৫.যখন তোমরা মুখে মুখে এ (কথা) প্রচার করছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর বিষয়। ১৬. এবং যখন তোমরা এ শ্রবণ করলে তখন কেন বললে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ্ই পবিত্র, মহান। এ তো এক গুরুতর অপবাদ।' ১৭. আল্লাহ্ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে কখনও এরূপ আচরণের পুণরাবৃত্তি করো না।' ১৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর বাক্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১৯. যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। ২০. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু না হলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না। **(পারার অর্ধাংশ)**।

৩. **রুকূ**।। ২১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শাইতান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ-ই কখনও পবিত্র হতে পারত না, তবে আল্লাহ্ যাকে

বিশ্বাসী এবং আমরা আনুগত্য করি; কিন্তু এরপর ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুত ওরা বিশ্বাসী নয়। ৪৮. ওদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ওদের আহ্বান করলে ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৯. সিদ্ধান্ত ওদের স্বপক্ষে হবে মনে করলে ওরা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটে আসে। ৫০. ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে না ওরা সংশয় পোষণ করে? না ওরা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ওদের প্রতি জুলুম করবেন? বরং ওরাই তো সীমালংঘনকারী। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)।**

৭. রুকূ।। ৫১. যখন বিশ্বাসীদের তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' ওরাই সফলকাম। ৫২. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম। ৫৩. ওরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র শপথ করে বলে যে, তুমি ওদের আদেশ করলে ওরা জিহাদের (ধর্মযুদ্ধ) জন্য বার হবেই; তুমি বল, 'শপথ করো না, তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে! তোমরা যা কর আল্লাহ্ অবশ্যই সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' ৫৪. বল, 'আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া। ৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে, যা তিনি অবশ্যই তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেনই। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোন অংশী করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই সত্যত্যাগী। ৫৬. যথাযথভাবে নামায পড়, যাকাত দাও (দান কর) এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। ৫৭. তোমরা অবিশ্বাসীদের পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না। ওদের আশ্রয়স্থল অগ্নি; কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম!

৮. রুকূ।। ৫৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বস্ত্র শিথিল কর তখন এবং এশার নামাযের পর; এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের এককে অপরের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৫৯. এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত অনুমতি প্রার্থনা করে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৬০. বৃদ্ধ নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা,

সর্বজ্ঞ। ৬১. অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও তোমাদেব সন্তানদের গৃহে আহার করা দোষণীয় নয় অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগিনীগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা সে সব গৃহে যার চাবি তোমার হাতে আছে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে—এ হবে আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

৯. রুকূ।। ৬২. তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হলে তার অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না; যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ এবং রাসূলে বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬৩. রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করো না; তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ্ তাদের জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদের গ্রাস করবে। ৬৪. জেনে রেখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন। যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি, তারা যা করত তাদের জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২৫. সূরা ফুরকান

৬ রুকূ॥ ৭৭ আয়াত॥ ৯০৬ শব্দ।। ৩৯১৯ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্‌র একত্ববাদ; কুরআন ও নাবীদের সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের উক্তি; কিয়ামাতের দিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দুরবস্থা, হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) কে যাদুকর আখ্যাদান; প্রিয় নাবীর পারলৌকিক বৈশিষ্ট্য; সৎ ও অসৎ লোকদের পরকাল; কিয়ামাতে অবিশ্বাসীদের অনুতাপ, কুরআন শারীফ বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ; সংক্ষিপ্ত ইতিকথা; পাপিগণ জন্তুবৎ; আল্লাহ্‌র অসামান্য কার্যাবলী যথা ঃ ছায়া, চন্দ্র-সূর্য, দিন ও রাত ইত্যাদি।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১ রুকূ॥ ১. কত মহান তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। ২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমিকত্বে তাঁর কোন অংশী নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন। ৩. তবুও কি তারা তাঁর পরিবর্তে উপাস্যরূপে অপরকে গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট এবং ওরা

২৬. সূরা শোয়া'রা

১১ রুকূ॥ ২২৭ আয়াত॥ ১৩৪৭ শব্দ।। ৫৬৮৯ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ অবিশ্বাসীদের পথ-প্রদর্শন ও তাদের আচরণ; মূসাকে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার আদেশ ও তার সাথে আলোচনা; যাদুকর দ্বারা তাকে পরীক্ষা; যাদুকরদের আত্মসমর্পণ ও ফেরাউনের ক্রোধ; ইস্রাঈলীগণকে উদ্ধার, পিতা ও প্রতিবেশীর সাথে ইব্রাহীমের আলাপ, আল্লাহ্‌র যথার্থ পরিচয় দান; হাযরাত নূহের উপদেশ; তাঁর সম্প্রদায়ের অসামান্যতা; অমান্যকারী আ'দ জাতির ধ্বংস সাধন; হাযরাত সালেহ নাবীর উপদেশ; তাঁর সম্প্রদায় সামূদ জাতির ধ্বংস; হাযরাত শোয়াইব নাবীর উপদেশ; তাঁর উপদেশ অমান্যকারী আইকাবাসীর ধ্বংস; কুরআন ও হাযরাত মুহাম্মাদ (সা)।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১ রুকূ॥ ১. তা, সীন, মীম। ২. এগুলি গ্রন্থের আয়াত। ৩. ওরা বিশ্বাস করে না বলে তুমি